

শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহ.)-এর

# নসীহতনামা

অনুবাদ ও সম্পাদনায়  
মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহ.)-এর নসীহতনামা

অনুবাদ ও সম্পাদনায়: মুহাম্মদ আবদুল হাই আল নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমির পক্ষে

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-হুসাইন, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ: রবীউস সানী ১৪২৯ হি. = এপ্রিল ২০০৮ খ্রি.

দ্বিতীয় প্রকাশ: ১০ মুহাররম ১৪৪০ হি. = ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রকাশনা ক্রমিক: ১২০, বিষয় ক্রমিক: ০৫

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

আল-মানার লাইব্রেরী, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

মূল্য: ১৪০ [একশত চল্লিশ] টাকা মাত্র

*Saykh Fariduddin Attar (Rh.)-er Nasihatnama*: Translated In Bangla & Edit By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Academy, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 120

e-mail: [abdulhai.nadvi@yahoo.com](mailto:abdulhai.nadvi@yahoo.com)

[saajctg@yahoo.com](mailto:saajctg@yahoo.com)

[www.saajbd.org](http://www.saajbd.org)

ইসলামের মহান শিক্ষা-দীক্ষা, শায়খ মুসলিহ উদ্দীন আস-সা'দী (রহ.), হাফিয শিরায়ী (রহ.), আল্লামা আবদুর রহমান আল-জামী (রহ.) প্রমুখ দার্শনিক কবি-সাহিত্যিক যতো সুন্দরভাবে ফারসি ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন তার তুলনা হয় না। আধ্যাত্মিকতার সারবস্তু পাওয়ার জন্যও এসবের বিকল্প নেই। যুগে-যুগে আমাদের বুয়ুগানে দীন সাধারণ মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিয়েছেন এবং দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন ফারসি ভাষার বাণী নিয়ে।

## আমাদের কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহ তাআলার দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া। যিনি এক নগন্য বান্দাকে মানবহিতকর উপদেশাবলির প্রবক্তা, আত্মার উন্নত চিকিৎসক, মারিফতের প্রবর্তক শায়খ মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহ.)-এর অমূল্য কাব্যগ্রন্থ পন্দনামা পুস্তকের নসীহনামা নামে অনুবাদ করার তাওফীক দান করেছেন। আল-হামদু লিল্লাহ।

এককালে এদেশের ঘরে-ঘরে ফারসি ভাষার চর্চা ছিল ব্যাপক। তখন বাংলা, পাক-ভারত তথা উপমহাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, আইন-আদালত, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ভাষা ছিল ফারসি। প্রায় সাতশত বছর মুসলিম শাসন আমলে ফারসি ভাষার প্রচলন ছিল বলে গবেষকদের ভাষ্য। তখনকার যুগে শিক্ষিত লোক বলতে আরবি-ফারসি জানা লোকদেরকেই বুঝাতো।

একথা সত্য যে, মুসলিম রাজত্ব ব্রিটিশরা দখল করে নেওয়ার পর ১৮৩৫ সালে ফারসি ভাষা রহিত করে তদন্তলে ইংরেজি ভাষা চালু করে। এর বিরুদ্ধে এদেশের সকল সচেতন মানুষ প্রতিবাদ করেছিল। ইংরেজরা জানতো সে যুগে মুসলমানদেরকে চিরদিনের জন্য সাংস্কৃতিক গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ করতে হলে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাষাকে রহিত করতে হবে। যার তিক্ত স্বাদ আমরা এখন ভোগ করছি তিলে তিলে।

ব্রিটিশরা এদেশ থেকে প্রায় ৬০ বছর পূর্বে চলে গেলেও আমরা এখনো চাল-চলন, আচার-আচরণ, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ইংরেজদের গোলামিতে লিপ্ত। ফারসি ভাষা রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড হতে বিলুপ্ত হওয়ার দরুণ মুসলিম শাসনের গৌরবগাথা ঐতিহ্য থেকে আমরা পিছিয়ে পড়েছি। একটি জাতির জন্য এর চেয়ে বেদনাদায়ক আর কি হতে পারে।

বর্তমানে আমাদের দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতেও ফারসি ভাষার চর্চা ক্রমান্বয়ে বিদায় নিচ্ছে। এ অবস্থায় আমাদের ছেলে-মেয়েসহ সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। এ দ্বারা কেউ সামান্য পরিমাণ উপকৃত হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের হারানো গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরে পেতে এবং সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে সাহায্য করুন। আমীন।

১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮  
চট্টগ্রাম

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

তাঁর চিকিৎসাকর্মে এত সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে, প্রত্যেক পাঁচশত লোক তাঁর চিকিৎসালয়ে আসা-যাওয়া করতো। এ বিষয়ে আত্তার স্বয়ং বলেন,

بدارد خانه بانصد شخص بودند ☆ که در هر روز نبض می نمودند  
‘চিকিৎসালয়ে পাঁচশত লোক ছিলো যারা প্রতিদিন তাদের নাড়ি পরীক্ষা করতো।’<sup>১</sup>

## শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ড. কুলসুম আবুল বশর

প্রফেসর, উরদু ও ফারসি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

### নাম ও উপাধি

পূর্ণ নাম: আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবরাহীম ইবনে মুস্তাফা ইবনে শা'বান আল-আত্তার আল-কাদকানী আন-নায়শাপুরী। মূল নাম: মুহাম্মদ, উপনাম: আবু হামিদ, উপাধি: ফরীদুদ্দীন (আত্তার)। তবে তিনি শায়খ ফরীদুদ্দীন মুহাম্মদ আত্তার নিশাপুরী (রহ.) নামেই পরিচিত।

### জন্ম ও মৃত্যু

আত্তারের জন্ম ও মৃত্যু বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে এ বিষয়ে গবেষকদের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ: আত্তার ৫৪০ হিজরী নিশাপুরের (বর্তমান ইরানের) অন্তর্গত কাদকান নামের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬১৮ হিজরী মোতাবেক ১২২১ খ্রিস্টাব্দে নিশাপুরে মোঙ্গল (তাতারিদের) আক্রমণের শিকার হন। এ বছরই নিশাপুরে গণহত্যা চলাকালে আত্তার এক মোঙ্গল (তাতারি) সৈনিক কর্তৃক নির্মমভাবে শহীদ হন। শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহ.) তাঁর সমকালীন বিখ্যাত মনীষী প্রসিদ্ধ সুফি আবু ইয়াকুব ইবনে আইয়ুব আহমদ আল-আক্কাফ নিশাপুরী (রহ.) ও মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া (রহ.) প্রমুখের নিকট থেকে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও দীক্ষা লাভ করেন।

### আত্তারের জীবন

আত্তারের পিতা ইবরাহীম নিশাপুরে চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর আত্তার নিজেই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগীদের দেখাশোনা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আত্তার

### আত্তার ও তাসাউফ

এ বিষয়ে ও তিনটি মত আছে,

১. শায়খ ফরীদ উদ্দীন আত্তার (রহ.) শায়খ নাজমুদ্দীন কুবরা (রহ.)-এর শিষ্য শায়খ মাজদুদ্দীন বাগদাদী (রহ.)-এর অনুসারী ছিলেন।
২. দ্বিতীয় দল মনে করেন, শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহ.) শায়খ রুকনুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আবদুস সামাদ আল-আক্কাফ (রহ.)-এর অনুসারী ছিলেন।
৩. তৃতীয় দল শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহ.)-কে আভীসী হিসেবে অভিহিত করেন।

আভীসী বলা হয় মূলত যাদের বাহ্যিকভাবে কোনো পীর থাকে না, বরং তারা কোনো বিশেষ অলী বা শায়খের ওপর নির্ভর করে রাসূল (সা.) হতে আধ্যাত্মিক ফয়েয (জ্যোতি) অর্জনের মাধ্যমে নিজের বাতিন (অন্তরাবস্থা)-কে জ্বালিয়ে আধ্যাত্মিক প্রজ্জ্বলিত করে এবং নিজের চরিত্র ও জীবনকে ওই পীরের আধ্যাত্মিক অনুমোদনের জ্যোতির মাধ্যমে পূর্ণতায় পৌঁছায়। কিন্তু গবেষকগণ শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহ.)-কে আভীসী হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। আত্তার সুলুক বা আধ্যাত্মিকভাবে বিপদ-মুসীবতপূর্ণ দীর্ঘপথ পীর ও মুরশিদের দিক-নির্দেশনায় পা-পা করে অতিক্রম করেছেন। এ বিষয়ে শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহ.) স্বয়ং বলেন,

راه دور است و پر آفت اے پیر ☆ راه رو را می باید رابر  
‘পথ দীর্ঘ ও বিপদসংকুল; পথিকের জন্য অবশ্যই পথ-প্রদর্শক (রাহবার) প্রয়োজন।’<sup>২</sup>

<sup>১</sup> ফরীদ উদ্দীন আত্তার, *মসীবতনামা*, ইনতিশারাতে যাওয়ার, তেহরান, ইরান (সপ্তম সংস্করণ: ১৩৮৫ সূ. হি. = ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৪৩

<sup>২</sup> ফরীদ উদ্দীন আত্তার, *মসীবতনামা*, পৃ. ৬২

শায়খ ফরীদুদ্দীন আভার (রহ.) শরীয়াত ও তরীকত উভয়কেই একে অপরের পরিপূরক জানতেন এবং এ দুটিকে কখনও আলাদাভাবে দেখেননি।

### আভারের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা

শায়খ ফরীদুদ্দীন আভার (রহ.) সাহিত্য, ইলমুল কালাম, যুক্তিবিদ্যা, হিকমত, জ্যোতির্বিদ্যা, হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ এবং সর্বোপরি তাঁর পেশার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্ভিদবিদ্যা ও ওষুধ প্রস্তুতপ্রণালী সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

### আভারের সাহিত্যিক অবদান

শায়খ ফরীদুদ্দীন আভার (রহ.)-এর গ্রন্থ সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। রেযাকুলী খান হেদায়তের মতে ১৯০টি, মির্যা কাযী নুরুল্লাহ আত-তুশতারীর মতে ১১৪টি, মির্যা মুহাম্মদ আলী দওলত শাহের মতে ৪০টি। এসবের মধ্যে অনেক বিভ্রান্তি আছে। তবে এ পর্যন্ত যেসব গ্রন্থ স্বতঃসিদ্ধভাবে শায়খ ফরীদুদ্দীন আভার (রহ.)-এর বলে স্বীকৃতি পেয়েছে সেগুলো নিম্নে উললেখ করা হলো: ১. মুসীবনামা, ২. এলাহীনামা, ৩. আসরারনামা, ৪. মুখতারনামা, ৫. মাকালামাতুত তুয়ূর (মানতিকু তায়র), ৬. খসরুনামা, ৭. গাযালিয়াত ওয়া কাসায়িদ, ৮. শারহুল কুলূব, ৯. লিসানুল গায়ব, ১০. তায়কিরাতুল আউলিয়া ও ১১. জাওহারুয যাত।

### আভারের ওপর পূর্বসূরীদের প্রভাব

শায়খ ফরীদুদ্দীন আভার (রহ.) তাঁর কবিতায় রূদাকী, ফেরদৌসী, নাসির খসরু, ফখরুদ্দীন আসয়াদে গোরগানী ও ওমর খৈয়ামসহ অন্যান্য আরও বেশ কয়েকজন কবির নাম উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি এসব অত্যন্ত স্পষ্ট, বিশেষত হাকীম সানায়ী। কেনন সানায়ী ফারসি কবিতায় মা'রিফাত বা আধ্যাত্মিকতার যে ধারা সূচিত করেছিলেন শায়খ ফরীদুদ্দীন আভার (রহ.) সে ধারাকে পূর্ণতা দান করেন। এমনকি বিশ্ববিখ্যাত ফারসি কবি মাওলানা জালালুদ্দীন আর-রুমী (রহ.) আভার ও সানায়ীর নিকট নিজেকে ঋণী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রুমী বলেন,

عطار روح بود سنایی دو چشم او ☆ ما از پی سنایی و عطار آمدیم

‘আভার ছিলো আমার আত্মা এবং সানায়ী দু’চোখ; আমরা সানায়ী ও আভারের অনুসরণের মাধ্যমেই এসেছি।’

### আভার তাঁর সমসাময়িকগণ

আফযালুদ্দীন বদীল খাকানী ও জামালুদ্দীন নিয়ামী গঞ্জভীর মতো সমসাময়িকদের কবিতার সাথে আভারের কবিতার অনেক সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, বিশেষত ইসকান্দরনামা ও মাখযানুল আসরার।

### আভার ও তাঁর অনুসারীগণ

আমরা পূর্বেই বলেছি মাওলানা জালালুদ্দীন আর-রুমী (রহ.) শায়খ ফরীদুদ্দীন আভার (রহ.)-কে রহ এবং সানায়ীকে দু’চোখ হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি তাঁর দিওয়ানে শামসে তাবরীয় গ্রন্থটি আভার ও সানায়ীর অনুকরণেই লিখেছেন।

মাওলানা রুমী স্বয়ং আভারের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

هفت شهر عشق را عطار گشت ☆ ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

‘আভার ইশকের (প্রেমের) সাতটি শহর পরিভ্রমণ করেছেন; অনভিজ্ঞতায় আমরা এখনও গলি পথেই রয়ে গেলাম।’

এছাড়াও শায়খ মাহমুদ শাবাসতারী ও খাজা শামসুদ্দীন হাফিয (রহ.)-এর কাব্যকর্মেও শায়খ ফরীদুদ্দীন আভার (রহ.)-এর লক্ষণীয় প্রভাব রয়েছে।

### আভার ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশে শায়খ ফরীদুদ্দীন আভার (রহ.) বহুল পরিচিত। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ এদেশের দীনী প্রতিষ্ঠানসমূহে শত-শত বছর ধরে পঠিত হয়ে আসছে। শায়খ ফরীদুদ্দীন আভার (রহ.)-এর পন্দনামা, মানতিকুত তায়র ও তায়কিরাতুল আউলিয়া ইত্যাদির বাংলা ও উরদু উভয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সর্বোপরি এটা বলা যায় যে, শায়খ ফরীদুদ্দীন আভার (রহ.)-কে এ অঞ্চলে তরীকত ও আধ্যাত্মিকভাবে পথের পথিক সুফিদের আত্মা ও হৃদয়ে তাঁদের সাধনার পথে দিক-নির্দেশক হিসেবে গন্য করে থাকেন।

## সূচিপত্র

আমাদের কথা.....	৩
শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি.....	৫
আল্লাহ তাআলার প্রশংসা.....	১৪
সাইয়িদুল মুরসালীন (সা.)-এর প্রশংসা.....	১৬
মুজতাহিদ ইমামদের মর্যাদা.....	১৮
আল্লাহর দরবারে মুনাজাত.....	১৯
নফসে আম্মারার বিরোধিতার বর্ণনা.....	২১
চুপ থাকার উপকারিতার বর্ণনা.....	২৩
খাঁটি আমল সম্পর্কিত বর্ণনা.....	২৫
রাজা-বাদশাহের অভ্যাস.....	২৬
সুন্দর চরিত্রের বর্ণনা.....	২৮
ধ্বংসকারী জিনিষসমূহ.....	২৯
সৌভাগ্যশালীদের বর্ণনা.....	৩১
শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত বর্ণনা.....	৩৩
বিনয় ও দরবেশদের সংসর্গের বর্ণনা.....	৩৫
দুর্ভাগ্যের প্রমাণসমূহের বর্ণনা.....	৩৭
সাধনা করার বর্ণনা.....	৩৮
নফসের সাধনার বর্ণনা.....	৪০
দরিদ্রতা ও অভাব অনটনের বর্ণনা.....	৪১
নিজেকে প্রকাশ করা ও নিজ প্রশংসা ছেড়ে দেওয়ার বর্ণনা.....	৪৬
বোকাদের চিহ্নসমূহের বর্ণনা.....	৪৭
নিরাপদ থাকার বর্ণনা.....	৪৯
জ্ঞান ও জ্ঞানীদের বর্ণনা.....	৫০
আখেরাতের মুক্তির বর্ণনা.....	৫২
যিকিরের গুরুত্ব.....	৫৪
চারটি জিনিসের আমল সম্পর্কে বর্ণনা.....	৫৫

খারাপ অভ্যাসের বর্ণনা.....	৫৬
সৌভাগ্য ও উপদেশের বর্ণনা.....	৫৭
দুর্ভাগাদের বর্ণনা.....	৫৯
চারটি জিনিসকে ছোট মনে করা উচিত নয়.....	৬১
ক্রোধের অপকারিতার বর্ণনা.....	৬২
চারটি জিনিস ক্ষণস্থায়ী এবং তা পরিত্যাগের বর্ণনা.....	৬৩
চারটি জিনিস চারটি জিনিস দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে.....	৬৫
যেসব বস্তু ফেরত আনা অসম্ভব সেগুলোর বর্ণনা.....	৬৬
জীবনকে মূল্যবান মনে করার বর্ণনা.....	৬৭
চুপ থাকাও দানশীলতার বর্ণনা.....	৬৮
যেসব কারণে অপমানিত হয় তার বর্ণনা.....	৬৯
যেসব জিনিস মানুষের জন্য পরাজয় ডেকে আনে তার বর্ণনা.....	৭০
নারী ও শিশুদের বর্ণনা.....	৭০
আল্লাহ দানসমূহের বর্ণনা.....	৭১
যেসব জিনিস হায়াত বৃদ্ধি করে তার বর্ণনা.....	৭১
যেসব জিনিসের বর্ণনা যা বয়স কমিয়ে দেয়.....	৭২
রাজত্ব চলে যাওয়ার কারণ সম্পর্কিত বর্ণনা.....	৭৩
যেসব জিনিস মানহানি ঘটায় তার বর্ণনা.....	৭৫
যেসব জিনিস সম্মান বৃদ্ধি করে তার বর্ণনা.....	৭৭
মুখতার চিহ্ন সম্পর্কে বর্ণনা.....	৭৯
জীবন যাপনের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা.....	৮০
দুশমনদের থেকে দূরে থাকার বর্ণনা.....	৮২
যেসব জিনিস লাঞ্ছনা বয়ে আনে তার বর্ণনা.....	৮৪
আনন্দময় জীবনের বর্ণনা.....	৮৫
যে জিনিস ভরসার উপযুক্ত নয় তার বর্ণনা.....	৮৬
উপদেশ ও মঙ্গল কামনার বর্ণনা.....	৮৭
আত্মসমর্পনের বর্ণনা.....	৮৮
আল্লাহর অনুগ্রহের বর্ণনা.....	৮৯
ক্রোধ হজম করার বর্ণনা.....	৯০
ধ্বংসশীল দুনিয়ার বর্ণনা.....	৯১
আল্লাহর মা'রিফাতের বর্ণনা.....	৯২
দুনিয়ার খারাবির বর্ণনা.....	৯৩
সংযমশীলতার বর্ণনা.....	৯৪
খোদাভীরতার বর্ণনা.....	৯৫
খেদমতের উপকারিতার বর্ণনা.....	৯৬

## ১১ শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহ.)-এর নসীহমনামা

সদকা করার বর্ণনা.....	৯৮
মেহমানের সম্মান করার বর্ণনা .....	১০০
বোকার চিহ্নসমূহের বর্ণনা .....	১০২
পাপিষ্ঠের চিহ্নসমূহের বর্ণনা .....	১০৩
দুর্ভাগার চিহ্নসমূহ.....	১০৪
কৃপণের চিহ্নসমূহের বর্ণনা.....	১০৪
অন্তর কঠিন হওয়ার বর্ণনা .....	১০৫
প্রয়োজন প্রার্থনা করার বর্ণনা.....	১০৬
অল্পে তুষ্টির বর্ণনা.....	১০৭
দানশীলতার ফলাফলের বর্ণনা .....	১১০
শয়তানী কর্মসমূহের বর্ণনা.....	১১১
মুনাফিকের চিহ্নসমূহের বর্ণনা .....	১১১
খোদাভীরুর চিহ্নসমূহের বর্ণনা.....	১১২
জান্নাতবাসীদের চিহ্নসমূহের বর্ণনা .....	১১৩
যেসব জিনিস দ্বারা দুনিয়াতে আনন্দিত না হওয়া উচিত তার বর্ণনা .....	১১৫
দুনিয়া ও আখেরাতের ফলাফল এবং উপদেশের বর্ণনা .....	১১৮
সবরের উপকারিতার বর্ণনা.....	১২১
আল্লাহর বিশেষ দানসমূহের বর্ণনা.....	১২৫
যেসব ব্যক্তি বন্ধুত্বের উপযোগী নয়.....	১২৬
মানুষের প্রতি সহানুভূতির বর্ণনা .....	১২৭
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার বর্ণনা .....	১২৯
বীরত্বের বর্ণনা.....	১৩০
দরবেশির বর্ণনা .....	১৩১
উদাসীনতা থেকে সতর্ক থাকার বর্ণনা.....	১৩৩
পরিশিষ্ট .....	১৩৬

## در حمد باری تعالیٰ عزاسمه

☆ آنگه بے حد مر خدائے پاک را ☆ آنگه ایمان داد مُشتِ خاک را  
 ☆ آنگه در آدَمِ دمید او روح را ☆ داد از طوفانِ نجات او نوح را  
 ☆ آنگه فرماں کرد قهرش باد را ☆ تا سزائے کرد قومِ عاد را  
 ☆ آنگه لطفِ خویش را اظهار کرد ☆ با خلیشِ نار را گلزار کرد  
 ☆ آں خداوندے که ہنگامِ سحر ☆ کرد قومِ لوط را زیر و زبر  
 ☆ سوئے او خصمے کہ تیر انداختہ ☆ پشہ کارش کفایت ساخته  
 ☆ آنگه اعدا را بدریا در کشید ☆ ناقہ را از سنگِ حنار بر کشید  
 ☆ چوں عنایتِ قادرِ قیوم کرد ☆ در کفِ دَاوُدِ آہنِ موم کرد  
 ☆ با سلیمان داد ملک و سروری ☆ شد مطیعِ خاتمش دیو و پری  
 ☆ از تنِ صابر بکرمای قوت داد ☆ ہم ز یونس لقمہ با حوت داد  
 ☆ آں یکے را اژہ بر سِرمی کشد ☆ دیگرے را تاج بر سِرمی نہد  
 ☆ اوست سلطانِ ہرچہ خواہد آں کند ☆ عالمے را در دے ویراں کند  
 ☆ ہستِ سلطانیِ مسلم مر او را ☆ نیست کس را زہرہ چوں و چرا  
 ☆ آں یکے را گنج و نعمت می دہد ☆ دیگرے را رنج و زحمت می دہد  
 ☆ آں یکے را زر و دودِ ہمیاں دہد ☆ دیگرے در حسرتِ ناں حباں دہد  
 ☆ آں یکے پوشیدہِ سحاب و سمور ☆ دیگرے خفتہ برہنہ در تنور  
 ☆ آں یکے بر بسترِ کُحاب و نخ ☆ دیگرے بر حناکِ خواری بستہ تیخ  
 ☆ کس نمی آرد کہ آنجا دم زند ☆ طرفۃ العینے جہاں بر ہم زند

☆ آنگه با مرغِ ہوا ماہی دہد ☆ بندگان را دولت و شاہی دہد  
 ☆ بے پدر فرزند پیدا او کند ☆ طفل را در مہدِ گویا او کند  
 ☆ مردہ صد سالہ را حی می کند ☆ ایں بجز حقِ دیگرے کے می کند  
 ☆ صانعِ کز طیں سلاطیں می کند ☆ نجم را رجمِ شیطیں می کند  
 ☆ از زمینِ خشک رویاند گیاه ☆ آسماں را بے ستوں دارد نگاہ  
 ☆ ہیچ کس در ملکِ او انباز نے ☆ قولِ او را لحن نے آواز نے

## আল্লাহ তাআলার প্রশংসা

১. অগণিত প্রশংসা সেই পবিত্র আল্লাহ তাআলারই জন্য যিনি এক মুষ্টি মাটি (মানুষ)-কে ঈমান দান করেছেন।
২. যিনি হযরত আদম (আ.)-এর মাঝে রুহ ফুঁকেছেন। হযরত নুহ (আ.)-কে মহাপ্রাণ হতে মুক্তি দান করেছেন।
৩. যাঁর ক্রোধ বাতাসকে আদেশ দিল, ফলে বাতাস আদ জাতিকে কঠিন শাস্তি প্রদান করেছে।
৪. যিনি স্বীয় দয়ায় বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য আগুনকে বাগানে রূপান্তরিত করেছেন।
৫. যিনি ভোর রাতে লুত (আ.)-এর কণ্ঠকে ওলট-পালট করেছিলেন।
৬. যে শত্রু তীর মেরেছিল একটি মশা দ্বারা তার কাজ সমাপ্ত করে দিয়েছেন।
৭. যিনি দুশমনদেরকে (ফেরাউনকে) নদীর দিকে টেনে নিয়েছিলেন। উটনীকে শক্ত পাথর হতে (কণ্ঠে সামুদের জন্য) বের করেছিলেন।
৮. যখন সকল ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তাআলা দয়া করলেন হযরত দাউদ (আ.)-এর হাতে লোহাকে মোমের মতো (নরম) করে দিলেন।
৯. হযরত সুলাইমান (আ.)-কে দিলেন রাজত্ব ও সরদারি। (ফলে) দেও-দানব ও জিন-পরি তাঁর আংটির অনুগত হয়ে গেল।
১০. ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক হযরত আইয়ুব (আ.)-এর শরীর থেকে পোকা মাকড়কে আহাৰ দিয়েছেন। হযরত ইউনুস (আ.)-এর শরীরকে মাছের লোকমা (খাদ্য) হিসেবে দান করেছেন।

১১. তিনি একজনের (হযরত যাকারিয়া আ.)-এর মাথায় করাত চালনা করেন এবং অপরজনের মাথায় শাহি টুপি পরিয়ে রাখেন।
১২. তিনিই রাজাধিরাজ যা ইচ্ছা তাই করেন। একটি পৃথিবীকে এক মুহূর্তে যিনি ধ্বংস করে দিতে পারেন।
১৩. রাজত্ব একমাত্র তাঁরই সাজে। কারও এদিক-সেদিক করার শক্তি নেই।
১৪. তিনি একজনকে সম্পদের ঢের ও প্রশান্তি দান করেন। অপরজনকে অসুস্থতা ও আর্থিক সংকটের মধ্যে রাখেন।
১৫. তিনি একজনকে দু'শো থলে সোনা দান করেন। অপরজন রুটির (টাকা পয়সা) জন্য প্রাণ বিলিয়ে দেন।
১৬. একজন শত সম্মান ও গৌরব নিয়ে শাহি মসনদে আসীন। অপরজন ক্ষুধার তাড়নায় হাঁ করে বসে আছে।
১৭. একজন পরিধান করে সিনজাব এবং সামূর (দামি কাপড়) আরেকজন খালি শরীরে তন্দুরের পাশে শায়িত।
১৮. একজন জরিখচিত রেশমি ও মখমলের বিছানায়, অন্যজন লাঞ্ছনার মাটিতে (যেন) জমাটবাধা বরফ।
১৯. তিনি এক পলকেই পৃথিবীকে ওলট-পালট করে দেন। সেখানে নিঃশ্বাস ফেলারও কারও ক্ষমতা নেই।
২০. যে প্রভু বাতাসে উড়ন্ত পাখিকে খাদ্য হিসেবে নদীর মাছ দান করেন। আর মানুষকে সম্পদ ও রাজত্ব দান করেন।
২১. তিনিই পিতা ব্যতীত সন্তান (যেমন- হযরত ঈসা (আ.)-কে পয়দা করেন। দোলনায় শিশুকে বাকশক্তি তিনিই দান করেন।
২২. একশ বছরের (পুরাতন) মৃতকে জীবিত করেন। এটি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ কি কখনো করতে পারে?
২৩. তিনি এমন কারিগরি যে, মাটি হতে বাদশাহ তৈরি করেন। তারকাকে শয়তানের ওপর পাথরের মতো নিক্ষেপ করেন।
২৪. শুনকো জমিন থেকে সবুজ ঘাস উৎপন্ন করেন এবং বিশাল আসমানকে খুঁটিবিহীন হেফায়ত করেন।
২৫. কোনো ব্যক্তি তাঁর রাজত্বে অংশীদার নেই। তাঁর কথার কোনো সুর নেই কোনো আওয়াজও নেই।

## در نعت سید المرسلین محمد ﷺ

بعد ازیں گوئیم نعت مصطفیٰ ☆ آنکہ عالم یافت از نورش صفا  
سید الکونین ختم المرسلین ☆ آخر آمد بود فخر الاولین  
آنکہ آمد نہ فلک معراج او ☆ انبیاء و اولیاء محتاج او  
شد وجودش رحمۃ للعالمین ☆ مسجد او شد ہمہ روئے زمیں  
صد ہزاراں رحمت جاں آفریں ☆ بروئے و بر آل پاک طاہرین  
آنکہ یارش ابو بکر و عمر ☆ از سر انگشت او شق شد قمر  
آں یکے او را رفیق غار بود ☆ واں دگر لشکر کش ابرار بود  
صاحبش بودند عثمان و علی ☆ بہر آں گشتند در عالم ولی  
آن یکے کان حیا و حلم بود ☆ واں دگر باب مدینہ علم بود  
آں رسول حق کہ خیر الناس بود ☆ عم پاکش حمزہ و عباس بود  
ہر دم از ما صد درود و صد سلام ☆ بر رسول و آل و اصحابش تمام

## সাইয়িদুল মুরসালীন (সা.)-এর প্রশংসা

২৬. আমরা সেই নির্বাচিত রাসূল (সা.)-এর প্রশংসা বর্ণনা করছি, যাঁর নূর দ্বারা সারা পৃথিবী আলোকিত হয়েছে।
২৭. যিনি উভয় জাহানের সরদার, সর্বশেষ রাসূল, সবার শেষে আগমন করেছেন। কিন্তু পূর্ববর্তী সমস্ত নবীদের গৌরব ছিলেন।
২৮. সেই নবী যাঁর নবম আসমান (সাত আসমান, আরশ ও কুরসি) পর্যন্ত মিরাজ হয়েছে। সকল নবী ও ওলী তাঁর মুখাপেক্ষী।
২৯. তাঁর অস্তিত্ব সারা পৃথিবীর জন্য রহমতস্বরূপ। সারা পৃথিবী (ভূপৃষ্ঠে) তাঁর সিজদার স্থান।



৩০. প্রাণ সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ তাআলার) লাখো রহমত বর্ষিত হোক তাঁর ওপর ও তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গের ওপর।
৩১. সেই রাসূল যার বন্ধু ছিলেন হযরত আবু বকর (রাযি.) ও হযরত ওমর (রাযি.)। যার আঙুলের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।
৩২. একজন হযরত আবু বকর (রাযি.) ছিলেন তাঁর গুহার সঙ্গী এবং অপরজন ছিলেন নেককারদের সরদার।
৩৩. তাঁর সঙ্গী ছিলেন হযরত ওসমান (রাযি.) ও হযরত আলী (রাযি.)। এ কারণে তাঁর পৃথিবীর সরদার (সম্মানী ব্যক্তি) ছিলেন।
৩৪. একজন (হযরত ওসমান রাযি.) তিনি লজ্জা ও সহনশীলতার খনি ছিলেন। অপরজন (হযরত আলী রাযি.) যিনি ইলম-এর শহরের ফটক ছিলেন।
৩৫. তিনি আল্লাহর রাসূল যিনি সমস্ত মানুষ অপেক্ষা উত্তম ছিলেন। তাঁর পবিত্র চাচা ছিলেন হযরত হামযা (রাযি.) ও হযরত আব্বাস (রাযি.)।
৩৬. প্রতি মুহূর্তে আমাদের পক্ষ থেকে কোটি কোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীদের ওপর।

### در فضیلت ائمه دین مجتہدین

آں ایمانے کہ کردند اجتہاد ☆ رحمت حق بر روانِ جملہ باد  
 بو حنیفہ بود امام با صفا ☆ آں سراج امتانِ مصطفیٰ  
 باد فضل حق قرین جان او ☆ شاد باد ارواحِ شاگردانِ او  
 صاحبش بو یوسف قاضی شدہ ☆ و ز محمد ذو المنن راضی شدہ  
 شافعی ادریس و مالک با زفر ☆ یافت زیثان دین احمد زب و فر  
 احمد حنبل کہ بود او مرد حق ☆ در ہمہ چیز از ہمہ بردہ سبق  
 روح شاں در صدر جنت شاد باد ☆ قصر دیں از علم شاں آباد باد

### মুজতাহিদ ইমামদের মর্যাদা

৩৭. যেসব ইমামগণ ইজতিহাদ করেছেন আল্লাহর খাছ রহমত তাঁদের সকলের রুহের ওপর বর্ষিত হোক।
৩৮. হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) পরিচ্ছন্ন আত্মার অধিকারী ইমাম ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মতের বাতিশ্বরূপ।
৩৯. আল্লাহর মেহেরবানি তাঁর আত্মার সাথী হোক। তাঁর শিষ্যদের রুহও আনন্দিত থাকুক।
৪০. তাঁর শাগরিদ ছিলেন (বাগদাদের) কাযী আবু ইউসুফ (রহ.) এবং (দীনী খিদমতের কারণে) ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর প্রতি দয়াবান আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন।
৪১. ইমাম ইদরীস শাফিয়ী (রহ.), ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) ও ইমাম যুফর (রহ.) দ্বারা দীন সৌন্দর্য ও মর্যাদা লাভ করেছে।
৪২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) যিনি সত্যের অনুসারী ছিলেন। সর্ববিষয়ে তিনি সকলের চেয়ে অগ্রণী ছিলেন।
৪৩. সে সকল ইমামদের রুহ বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থানে আনন্দিত থাকুক। তাঁদের ইলম দ্বারা দীনের প্রাসাদ আবাদ থাকুক।

### مناجات به جناب مجيب الدعوات

پادشاهای جرم ما را در گذار ☆ ما گنهگاریم و تو آمرز گار  
 تو نگو کارئی و ما بد کرده ایم ☆ جرم بے اندازه بے حد کرده ایم  
 سالها در بند عصیاں گشته ایم ☆ آخر از کرده پشیمیاں گشته ایم  
 دامن در فسق و عصیاں مانده ایم ☆ ہم قرین نفس و شیطان بوده ایم  
 روز و شب اندر معاصی بوده ایم ☆ غافل از امر نوابی بوده ایم  
 بے گنه نگذشت بر ما ساعتی ☆ با حضور دل نکردم طاعتی

بر در آمد بندہ بگریخته ☆ آبروئے خود بعصیاں ریخته  
مغفرت دارد امید از لطف تو ☆ زانکہ خود فرمودہ لَا تَقْنَطُوا ۞  
بحر اَلطَّافِ تو بے پایاں بود ☆ نا اُمید از رحمت شیطان بود  
نفس و شیطان ز د کریماراهِ من ☆ رحمت باشد شفاعت خواہِ من  
چشم دارم از گنہ پاکم کنی ☆ پیش ازیں کاندہ لحدِ خاتم کنی  
اندر آل دم کز بدن جانم بری ☆ از جہاں با نورِ ایمانم بری

### আল্লাহর দরবারে মুনাজাত

৪৪. হে আল্লাহ! আমাদের গোনাহসমূহকে মাফ করে দিন, আমরা গোনাহগার আর আপনি ক্ষমাকারী।
৪৫. আপনি মঙ্গলকারী আর আমরা অন্যায়কারী। সীমাহীন ও অন্তহীন অপরাধ আমরা করেছি।
৪৬. বছরের পর বছর (বহুদিন) গোনাহের ফিকিরে ঘুরেছি। অবশেষে নিজ কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত হয়েছি।
৪৭. আমরা সর্বদা অবাধ্যতা আর অপরাধে লিপ্ত। সর্বদা আমরা নফস ও শয়তানের বন্ধু হয়ে থেকেছি।
৪৮. দিবানিশী আমরা গোনাহ ও অপরাধে লিপ্ত থেকেছি। শরীয়তের আদেশ নিষেধের ব্যাপারে উদাসীন থেকেছি।
৪৯. আমাদের ওপর গোনাহবিহীন একটি মুহূর্তও অতিক্রান্ত হয়নি। আমরা মনযোগ সহকারে কোন ইবাদত-বন্দেগি করিনি।
৫০. (হে আল্লাহ!) পলাতক গোলাম পুনরায় তোমার দ্বারে উপস্থিত হয়েছে। গোনাহ করে স্বীয় মান-সম্মান খুইয়ে এখন তোমার দরবারে ফিরে এসেছে।
৫১. তোমার বান্দা তোমার কাছে ফিরে এসেছে তোমার দয়া ও ক্ষমার আশা করে। কেননা তুমি নিজেই বলেছ, ‘নিরাশ হয়ো না (সূরা আয-যুমার: ৫৩)।’

৫২. তোমার দয়ার সাগর কুল কিনারবিহীন। তোমার রহমত হতে শয়তানই নিরাশ হয়।
৫৩. হে দয়াবান! নফস ও শয়তান আমার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। তোমার রহমতই একমাত্র আমার সুপারিশকারী।
৫৪. আমি আশা করি তুমি আমাকে গোনাহ থেকে পবিত্র করবে এর পূর্বে যে, তুমি আমাকে কবরে মাটিতে পরিণত করবে।
৫৫. যে সময় তুমি আমার রহ আমার শরীর থেকে বের করবে। দুনিয়া থেকে ঈমানের নূরসহ নিয়ে যেয়ো।

### در بیان مخالفتِ نفسِ آماره

عاقِل آں باشد کہ او شاکر بود ☆ ولنگے بر نفس خود قادر بود  
ہر کہ خشم خود فروخورد اے جواں ☆ باشد او از رستگارانِ جہاں  
آں بود ابلہ ترین مردماں ☆ کز پے نفس و ہوا باشد دواں  
ولنگے پندارد آن تاریک رای ☆ خواہد آمرزیدنش آخر خدای  
گرچہ درویشی بود سخت اے پسر ☆ ہم ز درویشی نباشد خوب تر  
ہر کہ او را نفس تو سن رام شد ☆ از خردمندانِ نیکو نام شد  
بر مرادِ نفس تا گردی اَسیر ☆ صبر بگزین و قناعت پیشہ گیر  
در ریاضتِ نفس بدراگوش مال ☆ تا نیندازد ترا اندر وبال  
ہر کہ خواہد تا سلامت ماند او ☆ از جمیعِ خلق رو گرداند او  
مردماں را سر بسر در خواب داں ☆ گشت بیدار آنکہ او رفت از جہاں  
آنکہ رنجاند ترا عذرش پذیر ☆ تا بیانی مغفرت بروے مگیر  
حق ندارد دوستِ خلق آزار را ☆ نیست ایں خصلت یکے دیندار را

از ستم هر کو دل را ریش مرد ☆ آں جراحت بر وجود خویش کرد  
 هر که در بند دل آزاری بود ☆ در عقوبت کار او زاری بود  
 اے پر قصد دل آزاری مکن ☆ وز خدائے خویش بیزاری مکن  
 خاطر کس را مر نجاں اے پر ☆ ورنہ خوردی زخم بر جان و جگر  
 نام مردم جز بہ نیکوئی مبر ☆ گر ہی خواہی کہ گردی معتبر  
 قوت نیکی نداری بد مکن ☆ بر وجود خود ستم بے حد مکن  
 رو زباں از غیبت مردم بہ بند ☆ تانہ بینی دست و پائے خود بہ بند  
 هر که از غیبت زبانش بسته نیست ☆ آں چناں کس از عقوبت رستہ نیست

### নফসে আন্নারার বিরোধিতার বর্ণনা

৫৬. প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে (আল্লাহর দরবারে) কৃতজ্ঞ হয় এবং বুদ্ধিমান সেই যে নিজের নফসের ওপর ক্ষমতাশীল হয়।
৫৭. হে যুবক! বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজের ক্রোধ-গোষাকে দমন করতে পারে। আর ক্রোধ দমনকারী ব্যক্তিই জগতে শান্তিপ্ৰাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়।
৫৮. সেই ব্যক্তিই হল সর্বাধিক নির্বোধ ও বোকা, যে নিজের নফস ও কামনার পিছনে দৌড়াতে থাকে।
৫৯. (নফসের গোলামি সত্ত্বেও) ওই বোকা মনে করে যে, আল্লাহ তাআলা শেষ পর্যন্ত তাকে মাফ করেই দেবেন।
৬০. হে বৎস! যদিও দরবেশি (দুনিয়া ত্যাগকারী) খুব কঠিন ব্যাপার তবুও (বলছি) দরবেশি অপেক্ষা ভালো কাজই নেই।
৬১. অবাধ্য নফস যার অনুগত ও তাবেদার হয়ে গেল সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
৬২. তুমি নফসের কামনা ও বাসনা পূরণার্থে আর কতদিন বন্দী থাকবে? সংযম অবলম্বন কর এবং অল্পেতুষ্টি থাকাকে নিজের পেশা বানিয়ে নাও।

৬৩. তুমি কত দিন পর্যন্ত নফসের মায়াজালে বন্দী থাকবে ধৈর্য ধারণের অভ্যাসে গ্রহণ কর এবং অল্পেতুষ্টি নিজের পেশা বানিয়ে নাও।
৬৪. রিয়াযত ও মুজাহাদা দ্বারা অসৎ নফসকে শাস্তি দাও। যেন সে তোমাকে বিপদে না ফেলতে পারে।
৬৫. যে ব্যক্তি নিরাপদে থাকতে চায় সে যেন সকল মাখলুক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং আল্লাহর প্রতি রুজু হয়।
৬৬. যে তোমাকে কষ্ট দেয় তার ওয়র কবুল কর। তাকে পাকড়াও (সমালোচনা) কর না।
৬৭. আল্লাহ তাআলা মাখলুকের কষ্টদানকারীদেরকে বন্ধু বানান না (ভালো বাসেন না), এটা (মানুষকে কষ্ট দেয়া) কোনো দীনদারের অভ্যাস নয়।
৬৮. যে ব্যক্তি জুলুম দ্বারা কোন হৃদয়কে আহত করল সে নিজের অস্তিত্বের ওপর আঘাত করল।
৬৯. যে ব্যক্তি মনে কষ্ট দেওয়ার ফিকরে থাকে পরিণামে (পরকালে) সে কান্নাকাটিতে লিপ্ত থাকবে।
৭০. হে বৎস! কারো মনে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা কর না এবং এর দ্বারা স্বীয় প্রভুকে ক্রোধান্বিত কর না।
৭১. হে বৎস! কারো হৃদয়ে ব্যথা দেবে না, নইলে তুমি স্বীয় মনে-প্রাণে ব্যথা পাবে।
৭২. ভালো আলোচনা ব্যতীত মানুষের নাম মুখে নেবে না (সমালোচনা কর না), যদি তুমি বিশ্বাসযোগ্যতা চাও।
৭৩. যদি মঙ্গল সাধনের ক্ষমতা না রাখ, তবে অমঙ্গল কর না, স্বীয় সন্তার ওপর সীমাহীন জুলুম কর না।
৭৪. যাও! মানুষের গীবত করা থেকে জিহ্বাকে বন্ধ রাখ, যেন নিজ হাত-পাকে জাহান্নামে বন্দী দেখতে না হয়।
৭৫. যার জিহ্বা গীবত করা থেকে সংযত হয় না এমন মানুষ খারাপ পরিণতি থেকে মুক্তি পায় না।

## در بیان فوائد خاموشی

☆ اے برادر گر تو ہستی حق طلب جز بہ فرمانِ خدا گشتائی لب  
☆ گر خبر داری ز حیّ لا یموت ☆ بر دہانِ خود بنہ مہر سکوت  
☆ اے پسر پند و نصیحت گوش کن ☆ گر نجاتِ بیدت خاموش کن  
☆ ہر کہ را گفتارِ بسیارش بود ☆ دل درونِ سینہ بیمارش بود  
☆ عاقلاں را پیشہ خاموشی بود ☆ پیشہ جاہلِ فراموشی بود  
☆ خاموشی از کذب و غیبت واجب است ☆ ابلہ است آں کو بہ گفتنِ راغب است  
☆ اے برادر جز ثنائے حق مگو ☆ قولِ خود را از برائے دق مگو  
☆ ہر کہ در بندِ عمارت می شود ☆ ہر کہ دارد جملہ غارت می شود  
☆ دل ز پر گفتنِ بمیرد در بدن ☆ گرچہ گفتارت بود دُرِّ عدن  
☆ آنکہ سعی اندر فصاحت می کند ☆ چہرہ دل را جراحات می کند  
☆ رَوِ زباں را در دہاںِ محبوس دار ☆ وز خلّاقِ خویش را مایوس دار  
☆ ہر کہ او بر عیبِ خود بینا شود ☆ روح او را قوتے پیدا شود

## চুপ থাকার উপকারিতার বর্ণনা

৭৬. হে ভাই! যদি তুমি আল্লাহ-কে পেতে চাও, আল্লাহর আদেশ ব্যতীত মুখ খুলিও না।  
৭৭. যদি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী প্রভুর সাথে পরিচয় পেতে চাও তবে স্বীয় মুখে চুপ থাকার সীল মেরে রাখ।  
৭৮. হে বৎস! ওয়াজ-নসীহত মনযোগ দিয়ে শুন, যদি তুমি মুক্তি চাও তবে চুপ থাক।

৭৯. যে ব্যক্তি বেশি কথা বলে, সিনার মাঝে তার হৃদয় অসুস্থ হয়ে যায়।  
৮০. চুপ থাকা জ্ঞানীদের অভ্যাস, মুর্থদের অভ্যাস হল আল্লাহ-কে ভুলে যাওয়া।  
৮১. মিথ্যা এবং গীবত থেকে চুপ থাকা অত্যাবশ্যিক, যে ব্যক্তি বোকা সেই বেশি বলতে আগ্রহী।  
৮২. হে ভাই! আল্লাহর প্রশংসা (যিকির) ব্যতীত (অনর্থক) কোনো কথা বলবে না। স্বীয় সুনামের উদ্দেশ্যে কোনো কথা বলবে না।  
৮৩. যে ব্যক্তি (ভাষা পশ্চিত) কথার ঘর নির্মাণের ফিকিরে থাকে তার (আধ্যাত্মিক নৈপুণ্য) যা কিছু ছিল হারিয়ে ফেলে।  
৮৪. অধিক কথোপকথনে হৃদয়ের মৃত্যু ঘটে, যদিও তার কথা আদনের মুক্তার চেয়ে ও দামী হয়।  
৮৫. যে ব্যক্তি সর্বদা আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলার চেষ্টা করে সে হৃদয়ের চেহারাকে (বাতেনী নূরকে) আহত করে।  
৮৬. যাও জিহ্বাকে মুখের ভেতর বন্দী রাখ (কথা কম বল) এবং সকল মাখলুক থেকে নিজেকে দূরে রাখ অর্থাৎ নিজেকে একমাত্র আল্লাহর মুখাপেক্ষী রাখ।  
৮৭. যে ব্যক্তি নিজের দোষের প্রতি বেশি নজর দেয় তার রুহে (ঈমানের নূরে) বিরাট শক্তি সৃষ্টি হয়।

## در بیانِ عملِ خالص

☆ ہر کہ باشد اہلِ ایمان اے عزیز ☆ پاک دارد چار چیز از چار چیز  
☆ از حسدِ اول تو دل را پاک دار ☆ خویشتن را بعد از اں مؤمن شمار  
☆ پاک دار از کذب و از غیبت زباں ☆ تاکہ ایمانت نیستند در زباں  
☆ پاک اگر داری عمل را از ریا ☆ شیعِ ایمان ترا باشد ضیا  
☆ چون شکم را پاک داری از حرام ☆ مردِ ایمان دار باشی والسلام

☆ هر که دارد این صفت باشد شریف ☆ و ندارد دارد ایمان ضعیف  
☆ هر که باطن از حرامش پاک نیست ☆ روح او را ره سو آفلاک نیست  
☆ چون نباشد پاک اعمال از ریا ☆ هست بے حاصل چو نقش بوریا  
☆ هر که را اندر عمل اخلاص نیست ☆ در جہاں از بندگان خاص نیست  
☆ هر که کارش از برائے حق بود ☆ کار او پیوسته با رونق بود

### খাঁটি আমল সম্পর্কিত বর্ণনা

৮৮. হে প্রিয়! যে ব্যক্তি ঈমানদার হয়, সে যেন চারটি জিনিসকে অপর চারটি জিনিস থেকে পবিত্র রাখে।
৮৯. (ক) প্রথমে তুমি হিংসা হতে অন্তরকে পবিত্র রাখ, তারপর নিজেকে মুমিন মনে কর।
৯০. (খ) মিথ্যা এবং গীবত থেকে যুবানকে পবিত্র রাখ, যাতে তোমার ঈমান ক্ষতির সম্মুখীন না হয়।
৯১. (গ) যদি আমলকে লোক দেখানো থেকে পবিত্র রাখ, তবে তোমার ঈমানের বাতি হবে উজ্জ্বল।
৯২. (ঘ) যদি পেটকে হারাম খাদ্য ভক্ষণ থেকে পবিত্র রাখ, তবে তুমি হবে ঈমানদার পুরুষ এবং এতটুকুই তোমার জন্য যথেষ্ট।
৯৩. যে ব্যক্তি এ গোনাহসমূহকে আয়ত্ত্ব করবে (ত্যাগ করবে) সে হবে বুয়ুর্গ, অন্যথায় সে দুর্বল ঈমানের অধিকারী বলে গণ্য হবে।
৯৪. যে ব্যক্তির পেট হারাম থেকে পবিত্র নয়, তার রহ আসমানের দিকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথ পাবে না।
৯৫. যখন আমল রিয়া থেকে পবিত্র না হয় তবে তা শরীরে অংকিত চাটাইয়ের দাগের ন্যায় অস্থায়ী হয়।
৯৬. যে ব্যক্তির আমলের মধ্যে ইখলাস নেই সে পৃথিবীতে খাস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।
৯৭. যার আমল একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য হবে তার কাজ সর্বদা উজ্জ্বল ও আলোকিত হবে।

### در سیرت ملوک

☆ چار خصلت اے برادر در جہاں ☆ پادشاہاں را ہی دارد زیاں  
☆ پادشہ چوں بر ملّا خندان بود ☆ بیگماں در میشتش نقصان بود  
☆ باز صحبت داشتن با هر فقیر ☆ پادشاہاں را ہی سازد حقیر  
☆ با زنان بسیار اگر خلوت کند ☆ خویشان را شاه بے یت کند  
☆ هر که را فرّ جہاں داری بود ☆ میل او سوئے کم آزاری بود  
☆ عدل باید پادشاہاں را و داد ☆ تا ز عدلش عالمے گردند شاد  
☆ گر کند آہنگ ظلّے پادشاہ ☆ سود نکند مر ورا گنج و سپاہ  
☆ با زنان شاہے کہ در خلوت نشست ☆ دور نبود گر رود ملکش ز دست  
☆ چونکہ عادل باشد و میوں لقا ☆ باشد اندر مملکت او را بقا  
☆ چوں کند سلطان کرم بالشکری ☆ بہر او بازند صد جان سرسری

### রাজা-বাদশাহের অভ্যাস

৯৮. হে ভাই! চারটি অভ্যাস এমন রয়েছে যে গুলো রাজা বাদশাহদের জন্যও ক্ষতির কারণ হয়।
৯৯. যখন বাদশাহ খোলামেলা ও সবার সাথে হাস্যরত হয়, নিঃসন্দেহে তার দাপট ও গাভিরের জন্য একটি ক্ষতিকর হবে।
১০০. সবধরনের দরবেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাও বাদশাহদেরকে হেয় করে দেয়।
১০১. যদি নারীদের সঙ্গে অধিক মেলামেশা করে তাহলে এতে বাদশাহ নিজেকে প্রভাবহীন করে ফেলবে।

১০২. যে ব্যক্তির রাজত্বের দাপট থাকে, সে (যেন মানুষকে) কষ্ট কম দেওয়ার প্রতি আগ্রহী হয়।
১০৩. বাদশাহর উচিৎ ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করা, যেন তার ন্যায় বিচারে সারা পৃথিবী আনন্দিত ও সুখী হয়।
১০৪. যদি বাদশাহ জুলুম করার ইচ্ছা করে, তবে টাকা-পয়সা, মনি-মুক্তা ও সৈন্যসামন্ত তার কোন উপকারে আসবে না।
১০৫. যে বাদশাহ মহিলাদের সঙ্গে সময় বেশি কাটায়, তার রাজত্ব হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।
১০৬. যখন বাদশাহ ন্যায় বিচারক ও বাদশাহর সাক্ষাতকে মানুষ সৌভাগ্যজনক ও বরকতময় মনে করবে তখন রাজা তার রাজত্বে স্থায়ী হবেন।
১০৭. যখন কোন বাদশাহ সৈন্যদের প্রতি দয়াশীল হবেন তখন তার জন্য শত শত সৈন্য বিনা বাধায় প্রাণ বিলিয়ে দেবে।

## در بیان حسن خلق

- چار چیز آمد بزرگی را دلیل ☆ هر که این دارد بود مردِ جلیل
- علم را اعزاز کردن بے حساب ☆ حُسن را دادن جواب با صواب
- هر که دارد دانش و عقل و تمیز ☆ آہل علم و حلم را دارد عزیز
- دیگر آں باشد که جوید وصل دوست ☆ زانکہ از دشمن خذر کردن نکوست
- اے برادر گر خرد داری تمام ☆ نرم و شیریں گوئی با مردم کلام
- هر که باشد تلخ گوی و ترش روے ☆ دوستان از وے بگردانند روے
- هر که از دشمن نباشد پر حذر ☆ عاقبت بیند ازو رنج و ضرر
- در میانِ دوستان مسرور باش ☆ گر خبر داری ز دشمن دور باش

- در جوارِ خود عدو را ره مدہ ☆ از برائے آنکہ دشمن دور بہ
- با محباں باش دائم ہمنشیں ☆ تا توانی روئے اعدا را مہ بین
- اے پسر تدبیر رہ را توشہ کن ☆ پس حدیث این و آں یک گوشہ کن

## সুন্দর চরিত্রের বর্ণনা

১০৮. চারটি জিনিস হল বুয়ুগী ও মহত্বের দলিল যে ব্যক্তি এগুলোকে আয়ত্ত্ব করবে, সে হবে মর্যাদাবান।
১০৯. এক. ইলমকে সীমাহীন সম্মান দেওয়া, দুই. মাখলুককে (কথায়) সঠিক জবাব দেওয়া।
১১০. তিন. যে ব্যক্তি বিবেক-বুদ্ধি রাখে, সে ব্যক্তি ওলামা ও সহনশীলদেরকে প্রিয় মনে করে।
১১১. চার. আরেকটি জিনিস হচ্ছে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সু-সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করে। কেননা দুশমনদের থেকে দূরে থাকা ভালো।
১১২. হে ভাই! যদি তুমি পূর্ণজ্ঞান রাখ, মানুষদের সাথে নরম ও মিষ্টি (ভাষায়) কথা বল।
১১৩. যে ব্যক্তি তিক্তভাবে কথা বলে ও বদমেয়াজি হয় বন্ধু-বান্ধবরাও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (সম্পর্ক ছিন্ন করে)।
১১৪. যে ব্যক্তি শত্রু থেকে পূর্ণ সতর্ক না থাকে, অবশেষে সে দুশমনের পক্ষ থেকে কষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
১১৫. বন্ধুদের মাঝে আনন্দচিত্তে প্রফুল্ল থাকে, যদি তুমি (পরিণতির ব্যাপারে) হুশিয়ার থাক তাহলে দুশমন থেকে দূরে থাক।
১১৬. নিজের প্রতিবেশীর কাছে ও দুশমনকে স্থান দিও না, কেননা দুশমন দূরে থাকাই ভালো।
১১৭. সর্বদা বন্ধুদের সাথে একসঙ্গে উঠাবসা কর, যথাসম্ভব দুশমনের চেহারাও দেখ না।
১১৮. হে বৎস! আখেরাতের পথের জন্য পাথেয় তৈরির চেষ্টা কর। সুতরাং এদিক সেদিকের (বেহুদা) কথাকে একদিকে রেখে দাও।

### در بیان مہلکات

☆ چار چیز است اے برادر با خطر ☆ تا توانی باش نہ ہنہا پر حذر  
☆ قربت سلطان و اُلفت با بدایں ☆ رغبت دنیا و صحبت با زناں  
☆ قربِ سلطان آتش سوزاں بود ☆ با بدایں اُلفت ہلاکِ حباں بود  
☆ زہر دارد در دروں دنیا چوں مار ☆ گرچہ بینی ظاہر شش نقش و نگار  
☆ می نماید خوب و زیبا در نظر ☆ لیک از زہر ش بود جاں را خطر  
☆ زہر ایں مارِ منقش قاتل ست ☆ باشد از وے دور ہر کو عاقل ست  
☆ بچو طفلان منگر اندر سرخ و زرد ☆ چوں زناں مغرورِ رنگ و بو مگرد  
☆ زالِ دنیا چوں عروسِ آراست ست ☆ در دو روزے شوئے دیگر خواست ست  
☆ مقبل آں مردیکہ شد زیں جفت طاق ☆ پشت بر وے کرد و دادش سہ طلاق  
☆ لب بہ پیش شوی خنداں می کند ☆ پس ہلاک از زخمِ دندان می کند

### ধ্বংসকারী জিনিষসমূহ

১১৯. হে ভাই! চারটি জিনিস বিপজ্জনক, যথাসম্ভব তুমি সেগুলোকে পূর্ণরূপে পরিহার কর।
১২০. (ক) দুনিয়াদার বাদশাহর নৈকট্য, (খ) অসংলোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, (গ) দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও (ঘ) নারীদের সাথে অধিক সংসর্গ।
১২১. রাজা-বাদশাহর নৈকট্য জ্বলন্ত আগুনের ন্যায়। অসং লোকদের সংসর্গ প্রাণনাশের কারণ হয়।
১২২. দুনিয়া নিজের ভেতর সর্পের ন্যায় বিষ সংরক্ষণ করে। যদিও বাহ্যিক ভাবে তুমি তাকে চাকচিক্যময় দেখতে পাও।

১২৩. (দুনিয়া) দেখতে সুন্দর ও চমৎকার দেখায়, কিন্তু তার বিষে রয়েছে প্রাণনাশের আশঙ্কা।
১২৪. এই নকশী সাপের বিষ প্রাণনাশকারী, সেই বুদ্ধিমান যে এ সাপ থেকেও দূরে থাক।
১২৫. শিশুদের ন্যায় লাল-নীল জিনিসের দিকে তাকিয়ো না, নারীদের ন্যায় রং ও সুগন্ধির পাগল হয়ো না।
১২৬. দুনিয়া বৃদ্ধা দুলহানের ন্যায় সজ্জিত, অন্য স্বামী তালাশ করে বেড়ায়।
১২৭. সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে জোড়-বেজোড় থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে, দুনিয়াকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং তিন তালাক করে দিল।
১২৮. স্বামীর সামনে (দুনিয়াদারের সামনে) হাসি ঠোঁটে থাকে। অতঃপর দাঁত দ্বারা (দংশন করে) ধ্বংস করে দেয়।

### در بیان آہل سعادت

☆ شد دلیل نیک بختی چار چیز ☆ ہر کہ ایں چار شش بود باشد عزیز  
☆ اصل پاک آمد دلیلِ نیک بخت ☆ نیست بد اصلے سزائے تاج و تخت  
☆ نیک بختاں را بود رائے صواب ☆ آنکہ بد رایست باشد در عذاب  
☆ ہر کہ ایمین از عذابِ حق بود ☆ نیست مؤمن کافرِ مطلق بود  
☆ عمر دنیا چند روزے بیش نیست ☆ غافل ست آنکس کہ پیش اندیش نیست  
☆ ترک لذاتِ جہاں باید گرفت ☆ دامن صاحبِ دلاں باید گرفت  
☆ در پے لذاتِ نفسانی مباحش ☆ دوستدارِ عالمِ فانی مباحش  
☆ نیست حاصل رنجِ دنیا بُردنت ☆ عاقبت چوں می باید مردنت  
☆ از تنت چوں جاں رواں خواهد شدن ☆ خاک اندر استخواں خواهد شدن  
☆ مر ترا جز دادنِ جاں چارہ نیست ☆ رہزنت جز نفکِ آتارہ نیست

### সৌভাগ্যশালীদের বর্ণনা

১২৯. সৌভাগ্যের নিদর্শন চারটি জিনিস যাঁর কাছে থাকবে সে হবে সম্মানী।  
 ১৩০. বংশ মর্যাদা সৌভাগ্যের নিশানা, খারাপ বংশের কোন লোক শাহী টুপি ও সিংহাসনের উপযুক্ত নয়।  
 ১৩১. সৌভাগ্যশালীদের মতামত সঠিক হয়, যে ব্যক্তি খারাপ মতামত দেয় সে আযাবে পতিত হয়।  
 ১৩২. যে আল্লাহর শাস্তি হতে নির্ভয় হয় সে মুমিন নয়, বরং সে নিঃসন্দেহে কাফের।  
 ১৩৩. দুনিয়ার জীবন কয়েক দিনের অধিক নয়, সে ব্যক্তি বেখবর যে ভবিষ্যতের ফিকির করে না।  
 ১৩৪. দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ছেড়ে দেওয়া উচিত, আর আল্লাহঅলাদের আঁচল ধরা উচিত।  
 ১৩৫. জৈবিক ভোগ-বিলাসের পিছনে পড়ো না, ধ্বংসশীল পৃথিবীর বন্ধু হয়ো না।  
 ১৩৬. দুনিয়ার চিন্তার বোঝা বহন করে তুমি কিছুই পাবে না, অবশেষে যখন তোমাকে মরতেই হবে।  
 ১৩৭. যখন তোমার শরীর থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে, তোমার হাড়ের ভেতরেও মাটি প্রবেশ করবে।  
 ১৩৮. জীবন স্রষ্টার হুকুমে তোমার প্রাণ দেওয়া ছাড়া কোন গতি নেই, তোমার নফসে আম্মারাই তোমার জন্য ডাকাতস্বরূপ।

### দরিয়ান সبب عافیت

- عاقبت را گر بخوای اے عزیز ☆ می تواند یافتن در چار چیز  
 ایمنی و نعمت اندر خنداں ☆ تندرستی و فراغت بعد ازاں  
 چوں که با نعمت امانه باشد ☆ عافیت را زو نشانے باشدت  
 با دل فارغ چو باشی تندرست ☆ دیگر از دنیا نباید هیچ جست

- برمیاور تا توانی کام نفس ☆ تا نیفتی اے پسر در دام نفس  
 زیر پا آور هوائے نفس را ☆ کم بدو ده بهر هائے نفس را  
 نفس و شیطان می برند از ره ترا ☆ تا بیندازند اندر چہ ترا  
 نفس را سرکوب و دائم خوار دار ☆ تا توانی دورش از مردار دار  
 نفس بدراهر که سیرش می کند ☆ در گنه کردن دلیرش می کند  
 خلق خود را دور دار از هر مزه ☆ تا نیفتی در بلاؤ در بزه  
 ز آب و نان تالاب شکم را پر مساز ☆ بهجو حیواں بهر خود آخور مساز  
 روز کم خور گرچه صائم نیستی ☆ پر مخور آخر بهائم نیستی  
 اے که در خوابی همه شب تا به روز ☆ بهر گور خود چراغی بر فروز  
 خواب و خور جز پیشه انعام نیست ☆ خفتگان را بهره از انعام نیست  
 اے پسر بسیار خواهی خفت خیز ☆ گر خبر داری ز خود بے گفت خیز  
 دل دریں دنیائے دون بستن خطاست ☆ دامن از وے گر تو بر چینی رواست  
 از چه دل بندی بدنیاے دنی ☆ چون نه جاوید دروے بودنی  
 ظاهر خود را میارا اے فقیر ☆ تا که گردد باطنت بدر منیر  
 طالب هر صورت زیبا مباش ☆ در هوائے اطلس و دیبا مباش  
 از هوا بگذر خدا را بسنده شو ☆ زندگی می بایت ورژنده شو  
 خرقه پشمینه را بر دوش کن ☆ شربتے از نامرادی نوش کن  
 ایکه در بر می کشی پشمینه را ☆ پاک ساز از کنیه آول سینه را  
 گر همی خواهی نصیب از آخرت ☆ رو بدر کن جامهائے فاخرت



بے تکلف باش و آرایش مجو ☆ ترک راحت گیر و آسایش مجو  
در برت گو کسوت نیکو مباحش ☆ زیر پہلو جامہ خوبت گو مگاش  
ہیچو صوفی در لباس صوف باش ☆ در صفتہائے خدا موصوف باش  
مرد رہ را بوریہ قایلین بود ☆ زانکہ خستش عاقبت بالین بود  
مرد رہ را بود دنیا سود نیست ☆ ہرگز شش اندیشہ نابود نیست

### শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত বর্ণনা

১৩৯. হে প্রিয়! যদি তুমি প্রশান্তি চাও, চারটি জিনিসের মধ্যে শান্তি পেতে পার।
১৪০. (ক) নিরাপত্তা, (খ) স্বীয় পরিবারে স্বচ্ছলতা, (গ) সুস্থতা ও (ঘ) তারপর বামেলামুক্ত থাকা, এটাকেই তুমি সুখ-শান্তির বড় নিশানা মনে করবে।
১৪১. বামেলামুক্ত হৃদয়ের সাথে যখন তুমি সুস্থ থাক, তারপর দুনিয়ার আর কিছু অন্বেষণ করা উচিত নয়।
১৪২. হে বৎস! যথাসম্ভব নফসের চাহিদা পূর্ণ কর না, তাহলে তুমি নফসের ফান্দে পতিত হবে না।
১৪৩. নফসের চাহিদাগুলোকে পদদলিত কর, নফসকে তার পাওনা থেকে কম প্রদান কর।
১৪৪. নফস ও শয়তান তোমাকে (সু-পথ) থেকে নিয়ে যায়, যাতে তোমাকে কুপে (জাহান্নামে) ফেলে দিতে পারে।
১৪৫. সর্বদা নফসের মাথা ভেঙে দাও এবং লাঞ্চিত কর, যথাসম্ভব তাকে মৃত বস্তু (দুনিয়া) থেকে দূরে রাখ।
১৪৬. যে ব্যক্তি খারাপ নফসকে তৃপ্ত করে, সে যেন তাকে গোনাহ করার ক্ষেত্রে আরো সাহসী করে তোলে।
১৪৭. যে কোন স্বাদ থেকে স্বীয় গলা (জিহ্বা)-কে দূরে রাখ, যাতে তুমি বিপদ-আপদ এর সময়ও গোনাহে পতিত না হও।

১৪৮. রুটি, পানি (খানা-পিনা) দ্বারা ঠোঁট পর্যন্ত পেট পূর্ণ কর না। পশুদের মতো নিজের জন্য ঘাস খাওয়ার চারণভূমি বানিয়ে না।
১৪৯. দিনের বেলায় খানা কম খাও যদিও তুমি রোজাদার নও, পেট ভরে খেয়ানা, কারণ তুমি তো চতুষ্পদ প্রাণী নও।
১৫০. হে ওই ব্যক্তি যে দিবা-রাত্রি নিদ্রায় বিভোর, নিজের কবরের জন্য একটি বাতি প্রজ্জ্বলিত কর।
১৫১. শুধুমাত্র খাওয়া ও ঘুমানো চতুষ্পদ প্রাণীর কাজ বিনা কিছু নয়, নিন্দিতরা পুরস্কারের কোন অংশ পায় না।
১৫২. হে বৎস! অনেক ঘুমিয়েছ, উঠে যাও! যদি খবর রাখ তবে ডাকা ব্যতীত স্বেচ্ছায় উঠে যাও।
১৫৩. এ হীন দুনিয়ার মধ্যে অন্তরকে বাধা (মনযোগ দেওয়া) ভুল, যদি তুমি তা থেকে আঁচল টেনে নাও তাহলে ঠিক আছে।
১৫৪. দুনিয়ার সাথে কেন তুমি হৃদয় বাঁধছ? এখানে তাতে চিরদিন থাকবে না।
১৫৫. হে ফকীর! নিজের বাহ্যিক অবস্থাকে সাজাইও না, তাহলে তোমার আত্মা উজ্জ্বল চন্দ্রের নগর হয়ে যাবে।
১৫৬. কখনও এরূপ আকৃতির অন্বেষণকারী হয়ো না, রেশমী ও মসলিন কাপড়ের আশায় থাকিও না।
১৫৭. প্রবৃত্তিকে অত্রিক্রম করে আল্লাহর গোলাম হয়ে যাও, যদি তুমি বাস্তব জীবন চাও, তবে তালিওয়ালা কাপড় পরিধান কর।
১৫৮. পশমী কাপড়ের টুকরা কাঁধের ওপর রাখ, উদ্দেশ্য পূরণ না করার একটি শরবত পান করে নাও।
১৫৯. হে ওই ব্যক্তি যে পশমী কাপড়কে সীনায় রাখে, প্রথমে স্বীয় বক্ষকে হিংসা থেকে পবিত্র কর।
১৬০. যদি তুমি পরকালের অংশ প্রার্থনা কর, তবে যাও! স্বীয় অহংকারের পোষাককে (শরীর হতে) বের করে দাও।
১৬১. লৌকিকতামুক্ত হয়ে যাও, সৌন্দর্য অন্বেষণ করো না।
১৬২. যদিও তোমার বগলে উত্তম পোষাক না থাকে, যদিও তোমার বাহুর নীচে উত্তম কাপড় না থাকে।

১৬৩. তবুও আল্লাহঅলাদের শরীরে আল্লাহঅলাদের পোশাকই থাকে, তুমি আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হয়ে যাও।
১৬৪. আল্লাহঅলাদের জন্য চাটাই ও গালিচাস্বরূপ। কেননা অবশেষে ইটই তার বালিশ হবে।
১৬৫. আল্লাহর পথের যাত্রীদের জন্য দুনিয়াতে কোন লাভ নেই, কখনও তাদের সম্পদ না থাকার ভয় নেই।

### در بیان تواضع و صحبت درویشان

گر ترا عقل ست بادلش قریں ☆ باش درویش و بدرویشان نشیں  
همنشینی جز بدرویشان مکن ☆ تا توانی غیبت ایشان مکن  
حب درویشان کلید جنت است ☆ دشمن ایشان سزائے لعنت است  
پوشش درویش غیر از دلق نیست ☆ در پے کام و هوای خلق نیست  
مرد تا نهند بفرق نفس پائے ☆ ره کجا یابد بدرگاه خدای  
مرد ره در بند قصر و باغ نیست ☆ بر دل او غیر درد و داغ نیست  
گر عمارت را بری بر آسمان ☆ عاقبت زیر زمین گردی نهان  
گر چو رستم شوکت و زورت بود ☆ جائے چوں بهرام در گورت بود  
اے پسر از آخرت غافل مباش ☆ بامتاع این جہاں خوش دل مباش  
در بلیات جہاں صبار باش ☆ گاہ نعمت شاکر جبار باش

### বিনয় ও দরবেশদের সংসর্গের বর্ণনা

১৬৬. যদি তোমার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দুই থাকে, তবে দরবেশ (আল্লাহঅলা)  
হয়ে যাও এবং দরবেশদের সাথে উঠাবসা কর।

১৬৭. আল্লাহঅলাদের সঙ্গ ছাড়া কারো সঙ্গে উঠাবসা করো না, যথাসম্ভব তাদের গীবত করো না।
১৬৮. দরবেশদের ভালবাসা জান্নাতের চাবিকাঠি, তাদের দুশমন লানতের উপযুক্ত।
১৬৯. দরবেশদের পোষাক মোটা কাপড় ও পুরাতন কাপড়ের টুকরা ছাড়া আর কিছুই নয়, তারা মাখলুকের চাহিদা ও উদ্দেশ্যের পিছনে ব্যস্ত নয়।
১৭০. মানুষ যতক্ষণ নফসের মাথার ওপর পা না রাখবে, আল্লাহর নৈকট্যের কোথায় সে পথ পাবে?
১৭১. আল্লাহর পথের মানুষ মহল এবং বাগিচার ফিকিরে থাকে না। তাদের অন্তরে আল্লাহর মুহাব্বত ছাড়া কিছুই নেই।
১৭২. যদি তুমি বাড়িকে আকাশের ওপর ও নিয়ে যাও, অবশেষে (মৃত্যুর পর) তুমি জমিনের নীচেই লুকিয়ে যাবে।
১৭৩. যদি রক্তমের মতো তোমার শক্তি ও সাহসিকতা থাকে বাহরামের মতো তোমার জায়গা কবরেই হবে।
১৭৪. হে বৎস! আখেরাত থেকে বেখবর হয়ো না, এ পৃথিবীর সম্পদ দেখে খুশি হয়ো না।
১৭৫. পৃথিবীর বিপদাপদে ধৈর্যধারণকারী হও, আর নেয়ামতের সময় আল্লাহর শোকর আদায়কারী হও।

### در بیان دلائل شقاوت

چار چیز آثار بد بختی بود ☆ حبایل و کابلی سختی بود  
بیکس و ناکسی مر چار شد ☆ بخت بد را این همه آثار شد  
آنکه در بند عبادت می شود ☆ بیشک از آبل سعات می شود  
هر که سازد در جہاں با خواب و خور ☆ در قیامت باشدش ز آتش گذر  
روگرداں از مراد و آرزوئے ☆ پس بدرگاه خدا می آر روئے

কামরানى سر بناکامى کشد ☆ مرد رَه خط در نکو نامى کشد  
 هر که ترک کامرانى مى کند ☆ برخلافش زندگانی مى کند  
 امر و نهی حق چودادى اے ولید ☆ پس مرو و نباله نفس پلید  
 امر و نهی حق ز قرآن گوش دار ☆ جائے شادى نیست دنیا هوش دار

### দুর্ভাগ্যের প্রমাণসমূহের বর্ণনা

১৭৬. চারটি জিনিস দুর্ভাগ্যের নিশানা, মুর্থতা, অলসতা রিক্ততার কারণ।
১৭৭. সাহায্যহীন হওয়া এবং নীচ হওয়া, এ হল মোট চারটি এগুলো দুর্ভাগ্যের নিশানা।
১৭৮. যে ব্যক্তি ইবাদতের ফিকিরে থাকে নিঃসন্দেহে সে সৌভাগ্যশালীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।
১৭৯. নফসের চাহিদা অনুযায়ী যে পা রাখল (মনের চাহিদা অনুযায়ী চলে) সে কি করে দুষ্ট নফসের সাথে জিহাদ করতে পারবে।
১৮০. যে কেউ দুনিয়ার মধ্যে খাওয়া ও ঘুমের মধ্যে লেগে থাকে। কিয়ামতের দিবসে সে জাহান্নামের আগুন অতিক্রম করবে।
১৮১. নফসের আশা ও উদ্দেশ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তারপর আল্লাহর দরবারের দিক নিবিষ্ট হও।
১৮২. উদ্দেশ্য পূর্ণ করা (পার্থিব সফলতা) ব্যর্থতার প্রতি আকর্ষণ করে, এ পথের মানুষ নিজের সুনামের ওপর দাগ টেনে দেয় (মিটিয়ে দেয়)।
১৮৩. হে বৎস! যদি তুমি আল্লাহর আদেশ-নিষেধের প্রতি আস্থা রাখ তাহলে নাপাক নফসের পিছনে পড়িও না।
১৮৪. যে ব্যক্তি নফসের চাহিদা পূরণের মানসিকতা ছেড়ে দেয় সে ঐ নফসের বিপরীত জীবন যাপন করে।
১৮৫. আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ কুরআন থেকে শ্রবণ কর, স্মরণ রাখ, দুনিয়া আনন্দের জায়গা নয়।

### দরিয়ান ریاضت

گر همی خواهی که گردی سربلند ☆ اے پسر بر خود در راحت به بند  
 هر که بربست او در راحت تمام ☆ باز شد بر وے در دار السلام  
 غیر حق را هر که خواهد اے پسر ☆ کیست در عالم ازو گمراه تر  
 ای برادر ترک عژ و جাহ کن ☆ خویش را شائسته درگاه کن  
 عز و جاهت رو به پستی می کشد ☆ مر تو را بر تن پرستی می کشد  
 خوار گردد هر که باشد جাহ جوئے ☆ اے برادر قرب آں درگاه جوئے  
 نفس در ترک هوا مسکین بود ☆ گو شال نفس نادان این بود  
 چوں دلت از یاد حق ایمن بود ☆ نفسک آثاره کئی ساکن بود  
 هر که او را تکیه بر صانع بود ☆ در جهاں با لقمه قانع بود  
 اکتفا بر روزئے هر روزه کن ☆ گر نداری از خدا دریوزه کن

### সাধনা করার বর্ণনা

১৮৬. তুমি যদি আল্লাহর দরবারে উচ্চ মর্যাদাশীল হতে চাও, তাহলে নিজের ওপর আরামের দরজা বন্ধ করে দাও (মুজাহাদা কর)।
১৮৭. যে ব্যক্তি নিজের ওপর আরামের দরজা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে, তার ওপর বেহেশতের দরজা খুলে গিয়েছে।
১৮৮. হে বৎস! যে ব্যক্তি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকে চায় পৃথিবীতে তার চেয়ে গোমরাহ আর কে আছে?
১৮৯. হে ভাই! দুনিয়ার সম্মান ও মর্যাদা ছেড়ে দাও, নিজেকে আল্লাহর দরবারের উপযোগী বানিয়ে নাও।

১৯০. এ পার্থিব মর্যাদা ও সম্মান তোমার মাথা নীচের দিকে আকর্ষণ করে তোমাকে শরীরপূজা (আরামপ্রিয়তা)-এর দিকে আকর্ষণ করে।
১৯১. যে মানী ও সম্মানী হবে সে লাঞ্চিত হবে, অতএব হে ভাই! সেই (আল্লাহর) দরবারের নৈকট্য তালাশ কর।
১৯২. নফসের খাহেশকে ত্যাগ করলে নফস দুর্বল হয়ে যায়, নাদান নফসের সাজা এভাবেই হয়।
১৯৩. যখন তোমার অন্তর আল্লাহর যিকির (স্মরণ) হতে নির্ভর হয়ে যায়, হতভাগ্য নফসে আম্মারা তখন কিভাবে প্রশান্তি লাভ করে?
১৯৪. যে ব্যক্তির ভরসা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ওপর হবে, দুনিয়াতে সে এক লোকমার (সামান্য) উপরেই তুষ্ট হবে।
১৯৫. প্রতিদিন উপার্জনের উপরেই তুষ্ট থাক, যদি এটুকুও না থাকে তবে আল্লাহর নিকট ভিক্ষা চাও।

## در بیان محاببات نفس

- نفس نتوان کُشت إِلَّا با سه چیز ☆ چوں گویم یاد گیرش اے عزیز
- خنجر خاموشی و شمشیر جوع ☆ نیزه تنهائی و ترک هجوع
- هر که نبود مرتب این صلاح ☆ نفس او هرگز نیاید با صلاح
- چونکه دل بے یاد اللہ بود ☆ دیو ملعون یار و همراهت بود
- اہل دنیا را چو زر سیم آیدش ☆ لقمہائے چرب و شیریں آیدش
- هر که او در بند سیم و زر بود ☆ در عقوبت عاقبت مضطر بود
- آنکہ بہر آخرت کارش بود ☆ از خدا تشریف بسیارش بود
- مال دنیا خاکساراں را دہند ☆ آخرت پرہیزگاراں را دہند

- ہست شیطاناں اے برادر دشمنست ☆ غلّ آتش خواهد اندر گردنت
- مدبرے کو رو بدنیا آورد ☆ بہرہ کئی از عالم عقبی برد
- ای پسر بایاد حق مشغول باش ☆ وز خلألق دور ہچون غول باش

## নফসের সাধনার বর্ণনা

১৯৬. তিনটি জিনিস ব্যতীত নফসকে মারতে পারবে না, হে প্রিয় ভাই যখন আমি বলছি সেগুলো মুখস্থ করে রাখ।
১৯৭. (ক) চুপ থাকার খঞ্জর, (খ) ক্ষুধার তরবারি, (গ) একাকীত্ব ও অনিদ্রার বর্ষা।
১৯৮. যার এ হাতিয়ার যোগাড় হবে না, তার নফস কখনো সঠিক পথে আসবে না।
১৯৯. যখন তোমার অন্তর আল্লাহর যিকির মুক্ত হবে তখন অভিশপ্ত শয়তান তার বন্ধু এবং সাথী হবে।
২০০. দুনিয়াদারের হাতে যখন স্বর্ণ-রূপা আসে তার তৈলাক্ত ও মজাদার খাবারের প্রয়োজন হয়।
২০১. যে ব্যক্তি স্বর্ণ রূপার ফিকিরে থাকবে অবশেষে অশান্তিতে আক্রান্ত ও অস্থির হবে।
২০২. যার কাজ এক রাতের জন্য হবে সে আল্লাহর দরবারে অনেক সম্মান প্রাপ্ত হবে।
২০৩. (আল্লাহ তাআলা) দুনিয়ার সম্পদ মূল্যহীন লোকদেরকে দান করেন। আখেরাত (এর সম্পদ) পরহেযগারদেরকে দান করেন।
২০৪. হে ভাই! শয়তান তোমার দুশমন, সে আগুনের শিকল ও বেড়ি তোমার গলায় দেখতে চায়।
২০৫. যে দুর্ভাগা দুনিয়ার প্রতি আগ্রহশীল হয়, সে কবে আখেরাতের জগতে অংশগ্রহণ করবে।
২০৬. হে বৎস! আল্লাহর ফিকিরে লিপ্ত থাক এবং মখলুক হতে দূরে থাক।

## در بیان فقر

فقر خود را پیش کس پیدا مکن ☆ محنت امروز را فردا مکن  
مر ترا آنکس که فردا جاں دهد ☆ غم مخور آخر که آب و ناں دهد  
تا بکے چوں مور باشی دانه کش ☆ گر تو مردی فاقه را مردانه کش  
بر توکل گر بود فیروزیست ☆ حق دهد مانند مرغان روزیت  
از خدا شاکر بود مرد فقیر ☆ گر دهد قوتش لب نانِ فطیر  
خم مشو پیش تو آنکر همچو طاق ☆ تا نگردی جفت با آئلِ نفاق  
مردِ ره را نام و ننگ از خلق نیست ☆ نفرتش از جامهائے دلق نیست  
هر که را ذوقِ نکو نامی بود ☆ خاصِ مشارشش که او عامی بود  
گر ترا دل فارغ از زینت بود ☆ کے هوائے مرکب و زینت بود  
روئے دل چوں از هوا بر تافتی ☆ بعد از اں می داں که حق را یافتی

## দরিদ্রতা ও অভাব অনটনের বর্ণনা

২০৭. নিজের দারিদ্রতা ও অভাবের কথা কারো সামনে প্রকাশ করো না এবং আজকের মেহনত কালকের জন্য করিও না।
২০৮. যে সত্তা তোমাকে কাল প্রাণ দান করবেন, অবশেষে তিনিই তোমাকে খানা-পানি দান করবেন।
২০৯. তুমি কতদিন পর্যন্ত পিপড়ার ন্যায় শষ্যদানা বহন করবে, যদি তুমি প্রকৃত পুরুষ হও তবে আল্লাহঅলাদের মতো দারিদ্রতা ও অভাব বহন কর।
২১০. যদি তাওয়াঙ্কুলের ওপর সাফল্য লাভ (সামর্থ্য) হয়। আল্লাহ তাআলা পাখির ন্যায় তোমাকে রুজি দান করবেন।

২১১. আল্লাহঅলা লোকেরা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয় যদিও তাকে সদা রুটির টুকরা খাদ্য দেওয়া হয়।
২১২. মালদারের সামনে মেহরাবের মতো ঝুঁকবে না। যাতে তুমি মুনাফিকদের হয়ে না যাও।
২১৩. আল্লাহর পথের মানুষদের কাছ থেকে নাম যশ ও লজ্জায় কোন পরোয়া নেই। তালি দেয়া মোটা কাপড়ের প্রতি তার কোন ঘৃণা নেই।
২১৪. যার সুনামের প্রতি আগ্রহ থাকে তাকে আল্লাহর খাস বান্দা বিশেষ লোক মনে করো না বরং সে সাধারণ মানুষ।
২১৫. যদি তোমার অন্তর সৌন্দর্যমুক্ত হয় কিভাবে তার সরদারি ও গদির অকাঙ্ক্ষা হবে।
২১৬. যখন তুমি অন্তরের চেহারাকে খাহেশ থেকে ফিরিয়ে নেবে তারপর মনে করবে যে, তুমি আল্লাহকে পেয়েছ।

## در بیان دریافتن حقیقت نفس اماره

چوں شتر مرغی شناس این نفس را ☆ نے کشد بار و نہ پرد بر هوا  
گر بہر گویش گوید اشترم ☆ و نہ نہی بارش بگوید طائر  
چوں گیاه زہر رنگش دلکش ست ☆ لیک طعمش تلخ و بولیش ناخوش ست  
گر بطاعت خوانیش سستی کند ☆ لیک اندر معصیت چستی کند  
نفس را آں بہ کہ در زنداں کنی ☆ ہرچہ فرماید خلافِ آں کنی  
کامِ نفس بد بر آوردن خطاست ☆ زانکہ دشمن را پروردن خطاست  
نیست درمانش بجز جوع و عطش ☆ تاکہ سازی رام اندر طاعتش  
چوں شتر در رہ در آئی و بارکش ☆ بارِ طاعت بر درِ جبار کش  
بارِ ایزد را بجاں باید کشید ☆ ورنہ ہنچو سگ زباں باید کشید

- ☆ ১১৭. এ নফসকে একটি উটপাখির মতো মনে করবে যে পাখি না বোঝা বহন করতে পারে না বাতাসে উড়তে পারে।
- ☆ ১১৮. যদি তুমি তাকে উড়তে বল তখন সে বলে আমি উট, আর যদি তার ওপর বোঝা রাখ, তাহলে বলবে আমি তো পাখি।
- ☆ ১১৯. বিষাক্ত ঘাসের ন্যায় তার রং মনে হয় কিন্তু স্বাদ তিক্ত এবং তার গন্ধ অপছন্দীয়।
- ☆ ১২০. যদি তুমি তাকে নফসে আম্মারাকে ইবাদতের জন্য আহ্বান কর তাহলে অলসতা করে কিন্তু নাফরমানীর মধ্যে সাহসিকতা প্রদর্শন করে।
- ☆ ১২১. এটাই উত্তম যে, তুমি নফসকে বন্দী করে রাখবে সে যা আদেশ করবে তার বিপরীত করবে।
- ☆ ১২২. খারাপ নফসের উদ্দেশ্য পূর্ণ করা অন্যায়। কেননা দুষমনকে প্রতিপালন করা অন্যায় কাজ।
- ☆ ১২৩. তার চিকিৎসা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বৈ কিছুই নয়, যাতে তুমি তাকে ইবাদতে বন্ধি করতে পার।
- ☆ ১২৪. উটের ন্যায় রাস্তায় নেমে আস এবং বোঝা বহন কর, আল্লাহর দরবার পর্যন্ত আনুগত্যের বোঝা বহন কর।
- ☆ ১২৫. আল্লাহ বোঝাকে মনে প্রাণে বহন করা উচিত, নতুবা কুকুরের ন্যায় জিহ্বা লম্বা করা (অপমানের বোঝা বহন করা) উচিত।
- ☆ ১২৬. যে ব্যক্তি এ সকল (আনুগত্যের) বোঝা থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে নেয়, তার ওপর ভুরি ভুরি লা'নত (শাস্তি) হবে।
- ☆ ১২৭. যে ব্যক্তি উট পাখির ন্যায় নিজ বোঝা থেকে পলায়ন করল সে স্বীয় জিন্দেগীর বাগান থেকে পাতা ঝরিয়ে দিল। অর্থাৎ সুন্দর জীবনকে নষ্ট করে দিল।
- ☆ ১২৮. যে স্বীয় (প্রভুর) আনুগত্যের বোঝা বহন করে, দুনিয়াতে তার জীবন সৌন্দর্য লাভ করে।
- ☆ ১২৯. যখন তুমি আমানতের বোঝাকে (পূর্বে) কবুল করেছ। সুতরাং (এখন) তা বহন করতে মনে কষ্ট না হওয়া উচিত।
- ☆ ১৩০. প্রথম দিন (আমানত কবুল করার দিন) তুমি নিজেই বাড়াবাড়ি করেছ এবং সেই বাড়াবাড়ি তুমি অজ্ঞতাবশত করেছ।
- ☆ ১৩১. হে বৎস! নড়াচড়া কর, অলস হয়ো না। যখন সুস্থ তখন শারিরীকভাবে অলস হয়ো না।
- ☆ ১৩২. যে ব্যক্তি ইবাদতে অলস হবে সে ভ্রষ্টতা ও বঞ্চনা প্রাপ্ত হবে।
- ☆ ১৩৩. ইবাদতের সময় বাতাসের ন্যায় দ্রুতগতি হও এবং দুনিয়ার সকল কাজ থেকে মুক্ত হয়ে যাও।
- ☆ ১৩৪. রাস্তা অতিভয়ানক এবং চোরেরা ঘাঁটিতে আছে, কোন পথপ্রদর্শক নিয়ে যাও, যাতে জমিনের ওপর পড়ে না থাক।
- ☆ ১৩৫. তোমার ঠিকানা অনেক দূরে এবং তোমার বোঝা অনেক ভারি, তাই চেষ্টা কর এবং অন্যদের থেকে পিছনে থেকো না।

২৩৬. যে ব্যক্তি পথে ভারী বোঝা বহনকারী হবে প্রতিনিয়ত তার চক্ষু থেকে বৃষ্টির ন্যায় অশ্রু ঝরবে।
২৩৭. তুমি একটি দুর্বল শরীরের অধিকারী (অতএব) নিজের বোঝা হালকা কর, নতুবা পথিমধ্যে স্থায়ী কার্যসম্পাদন করা কঠিন হবে।
২৩৮. তোমার বোঝা কি? হীন দুনিয়ার যার পিছনে পড়ে তুমি লালসিত ও অপদস্থ হয়ে গিয়েছ।

### در بیان ترک خودرانی و خودستائی

- ☆ سر چه آرائی بدستار اے پر ☆ تا توانی دل بدست آر اے پر
- ☆ تا نگیری ترک عز و مال و حباه ☆ از ہمہ بر سر نیائی چوں کلاه
- ☆ نیست مردی خویش را آراستن ☆ قصد جاں کرد آنکہ او آراست تن
- ☆ نیست برتن بہتر از تقوی لباس ☆ در تکلف مرد را نبود آس
- ☆ ہر کہ او در بند آرائش بود ☆ در جہاں فرزند آسائش بود
- ☆ عاقبت جز نامرادی نبودش ☆ بہرہ از عیش و شادی نبودش
- ☆ خودستائی پیشہ شیطان بود ☆ ہر کہ خود را کم زند مرد آں بود
- ☆ گفت شیطان من ز آدم بہترم ☆ تا قیامت گشت ملعون لا جرم
- ☆ از تواضع خاک مردم می شود ☆ نور نار از سرکشی گم می شود
- ☆ راندہ شد ابلیس از مستکبری ☆ گشت مقبول آدم از مستغفری
- ☆ شد عزیز آدم چو استغفار کرد ☆ خوار شد شیطان چو استکبار کرد
- ☆ دانہ پست افتد زبر دستش کنند ☆ خوشہ چوں سر بر کشد پستش کنند

### নিজেকে প্রকাশ করা ও নিজ প্রশংসা ছেড়ে দেওয়ার বর্ণনা

২৩৯. হে বৎস! পাগড়ি দিয়ে কেন নিজেকে সাজাচ্ছ, যথাসম্ভব অন্তরকে হাতে (আয়ত্তে) আন।
২৪০. তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত সম্মান মর্যাদাকে ছাড়বে না, টুপির মতো সকলের মাথায় স্থান নিতে পারবে না। (সম্মানিত হতে পারবেনা)।
২৪১. নিজেকে সজ্জিত করা কৃতিত্ব নয়, যে নিজেকে সজ্জিত করল সে প্রাণ নাশের ইচ্ছা করল।
২৪২. শরীরের ওপর তাকওয়ার চেয়ে উত্তম কোন পোশাক নেই, আল্লাহঅলাদের ভিত্তি কৃত্রিমতার ওপর থাকে না।
২৪৩. যে ব্যক্তি সাজ-সজ্জার ফিকিরে থাকে পৃথিবীতে সে আরাম-আয়েশের গোলাম হয়ে যায়।
২৪৪. তার পরিণাম বঞ্চনা ব্যতীত কিছুই হবে না, আরাম এবং আনন্দ থেকে সে কিছুই পাবে না।
২৪৫. নিজের প্রশংসা নিজে করা শয়তানের কাজ, যে ব্যক্তি নিজেকে ছোট মনে করে সে মহৎ পুরুষ।
২৪৬. শয়তান বলেছিল আমি মানুষ হতে উত্তম, অহংকার হেতু কিয়ামত পর্যন্ত লানতের উপযোগী হল।
২৪৭. বিনয় দ্বারা মানুষ মাটি হয়ে যায়, আগুনের আলো অহংকার দ্বারা বিলীন হয়ে যায়।
২৪৮. ইবলীস অহংকার করার ফলে বিতাড়িত হল। আদম (আ.) ক্ষমাপ্রার্থনা দ্বারা সৌভাগ্যবান হয়ে গেলেন।
২৪৯. আদম (আ.) যখন ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন, সম্মানী হলেন আর শয়তান যখন অহংকার করল অপদস্থ হল।
২৫০. বীজ যখন মাটির নিচে চাপা পড়ে তখন তা বৃক্ষরূপে সুউচ্চ হয় আর থোকা যখন মাথা উঁচু করে তখন তাকে নিচে ফেলা হয়।

### در بیان آثار ابلہاں

☆ چار چیز آمد نشانِ ابلہی با تو گویم تا بیانی آگهی  
☆ عیب خود را بد نہ بیند در جہاں باشد اندر جستن عیب کاں  
☆ تخم بخل اندر دل خود کاشتن آنگہ اُمید سخاوت داشت  
☆ ہر کہ خلق از خلق او خشنود نیست ہیچ قدرش بر در معبود نیست  
☆ ہر کہ او را پیشہ بد خوئی بود کار او پیوستہ بد روئی بود  
☆ خوئے بد بر تن بلائے حباں بود مردم بد خو نہ از انساں بود  
☆ بخل شائے از درختِ دوزخ است واں بخیلک از سگانِ مسلخ است  
☆ روئے جنت را کب بیند بخیل پشہ افتادہ اندر پائے پیل  
☆ باش از بخل بخیلاں بر کراں تا نباشی از شمارِ ابلہاں

### বোকাদের চিহ্নসমূহের বর্ণনা

২৫১. চারটি জিনিস বোকামীর চিহ্ন, আমি তোমাকে সেগুলোর বর্ণনা দিচ্ছি যাতে তুমি বুঝে নিতে পার।
২৫২. দুনিয়াতে নিজের দোষকে খারাপ মনে করো এবং অন্য মানুষের দোষ অশ্বেষণে লেগে থেকো না।
২৫৩. কৃপণতার বীজ স্থায়ী অন্তরে বপন করা। সে সময় অন্যের অনুদানের আশা করা।
২৫৪. যার চরিত্রের কারণে মাখলুক সন্তুষ্ট নয়, মাবুদের দরবারে তার কোন মূল্য নেই।
২৫৫. যার কর্ম হবে বদঅভ্যাসমূলক, তার ফলাফল হবে সর্বদা অপমানজনক।

২৫৬. বদঅভ্যাস শরীরের মধ্যস্থ জন্য বিপজ্জনক, বদঅভ্যাসের মানুষ প্রকৃত মানুষ নয়।
২৫৭. কৃপণতা দোষখের গাছের একটি শাখা, আর কৃপণ বেচারী কসাই খানার কুকুরের ন্যায় বিশাল ধন-ভান্ডার থাকার পরও তা থেকে ভোগ করার ভাগ্য নেই।
২৫৮. কৃপণ বেহেশতের চেহারা করে দেখবে, সে এমন আযাবে থাকবে যেন হাতীর পায়ের নীচে পতিত একটি মশা।
২৫৯. কৃপণদের কৃপণতা থেকে দূরে থাক, যেন তুমি বোকাদের দলভুক্ত না হও।

### در بیان عافیت

☆ از بلا تا رستہ گردی اے عزیز باز باید داشت دست از دو چیز  
☆ رو تو دست از نفس و دنیا باز دار تا بلاها را نباشد با تو کار  
☆ گر بحر ص و آز گردی مبتلا با تو رو آرد ز ہر سو صد بلا  
☆ آنکہ نبود ہیچ نقدش در میاں ہر کب باشد بود اندر اماں  
☆ نفس و دنیا را رہا کن اے پسر تا رہی تا از ہر بلاؤ از خطر  
☆ اے بسا کس کز برائے نفس زار در بلا افتاد و گشت از غم نزار  
☆ از برائے نفس مرغِ نامراد آمد و در دام صیادِ اوفتاد  
☆ تا دلت آرام یابد اے پسر بود و نابود جہاں یکسر شمر  
☆ از عذابِ قہر حق ایمن مباش در پے آزارِ ہر مؤمن مباش  
☆ در بلا یاری نخواہ از ہیچ کس زانکہ نبود جز خدا فریاد رس  
☆ ہر کہ را رنجاندہ عذرش نخواہ تا نباشد خصمت اندر عرصہ گاہ  
☆ گر غنا خواہد کسے از ذو المنن در قناعت می توانش یافتن



## নিরাপদ থাকার বর্ণনা

২৬০. হে প্রিয়! তুমি যদি বিপদ থেকে মুক্ত থাকতে চাও তাহলে দুইটি জিনিস থেকে হাতকে বিরত রাখা উচিত।
২৬১. যাও তুমি নফস এবং দুনিয়া থেকে হাতকে বিরত রাখ, যেন বিপদাপদ তোমার নাগাল না পায়।
২৬২. যদি তুমি লোভ লালসায় লিপ্ত হও তাহলে সর্বদিক থেকে তোমার দিকে শত শত বিপদ আসতে থাকবে।
২৬৩. যার থলেতে কোন নগদ টাকা-পয়সা না থাকে সে যেখানেই থাকুক, নিরাপত্তায় থাকবে।
২৬৪. হে বৎস! নফস এবং দুনিয়াকে ছেড়ে দাও, যেন তুমি সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাও।
২৬৫. হে বৎস! অনেক মানুষ যে, অপদস্থ নফসের জন্য বিপদে পড়ে আছে এবং পেরেশানীতে দুর্বল হয়ে গিয়েছে।
২৬৬. নফসের কারণেই বঞ্চিত পাখি শিকারীর ফাঁদে পড়ে গেল।
২৬৭. হে বৎস! যেন তোমার অন্তর শান্তি পায়, দুনিয়াতে থাকাও না থাকাকে তুমি সমান মনে কর।
২৬৮. আল্লাহর আযাব ও গযব থেকে নির্ভয় হয়ো না, কোন ঈমানদার কে কষ্ট দেওয়ার পিছনে পড়িও না।
২৬৯. বিপদাপদে কোন মানুষের কাছে সাহায্য চেয়ো না, কেননা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন সাহায্যকারী নেই।
২৭০. যাকে তুমি কষ্ট দিয়েছ তার নিকট ওয়র পেশ কর (ক্ষমা প্রার্থনা কর) যেন হাশরের ময়দানে সে তোমার বিরুদ্ধে বাদী না হয়।
২৭১. যদি কেউ আল্লাহর কাছে ধন-সম্পদ প্রার্থনা করে তবে সে তা অল্প তুষ্টিতেই লাভ করতে পারে।

## در بیان عقل عاقلان

- ☆ هر کرا عقل ست و دانش اے عزیز ☆ دور باید بودنش از چار چیز
- ☆ کار خود با ناسزا نکند رہا ☆ مردی نکند بجائے ناسزا
- ☆ عقل داری میل بدکاری مکن ☆ زیں چون بگذشتی سبکساری مکن
- ☆ تا شوی پیش از همه از روزگار ☆ دست برنان و نمک بکشاده دار
- ☆ تا تو باشی در زمانہ دادگر ☆ زیر دستان را نکو دار اے پسر
- ☆ هر که بر پند خود آمد استوار ☆ پند او را دیگران بندند کار
- ☆ هر که از گفتار خود باشد ملول ☆ قول او را دیگرے نکند قبول
- ☆ هر چه باشد در شریعت ناپسند ☆ دور باش از وے چو هستی هوشمند
- ☆ تا صواب کار بینی سر بسر ☆ بر مراد خود مکن کار اے پسر

## জ্ঞান ও জ্ঞানীদের বর্ণনা

২৭২. হে প্রিয়! যার জ্ঞান ও বুদ্ধি আছে তাকে চারটি জিনিস থেকে দূরে থাকা উচিত।
২৭৩. নিজের কাজ অনুপযুক্ত হাতে ছেড়ে দিও না, অসমীচীন আচরণের ক্ষেত্রে মানবতা দেখিও না।
২৭৪. যদি তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে থাকে তবে নাফরমানীর প্রতি আকৃষ্ট হইও না। যখন ইহা অতিক্রম (হাসিল) কর, (তখন) পাগলামি করিও না।
২৭৫. যার অন্তর সহনশীলতা দ্বারা আলোকিত হবে তার শরীরের সাথে বাহ্যিক চরিত্রও ঠিক হয়ে যায়।

২৭৬. যাতে তুমি সকলের চেয়ে অগ্রবর্তী হতে পার, (তাই) নূন রুটির ব্যাপারে হাত খোলা রাখ।
২৭৭. যদি তুমি যুগের ইনসাফকারী হতে চাও, তাহলে অধিনস্তদের সাথে সদ্যবহার কর।
২৭৮. যে ব্যক্তি স্বীয় নসীহতে মজবুত আমলকারী হবে, অন্য লোক তার নসিহতের ওপর আমল করবে।
২৭৯. যে ব্যক্তি নিজের কথার ওপর বিরক্ত হল (আমল করল না) তার কথাকে অন্যরাও কবুল করবে না।
২৮০. যেসব জিনিস শরীয়তে অপছন্দনীয়, তুমি দূরদর্শী হও, তাহলে সেগুলো হতে দূরে থাক।
২৮১. যদি তুমি নিজের কাজকে পূর্ণ সঠিক দেখতে চাও হে বৎস! স্বীয় প্রবৃত্তির ওপর কাজ করো না।

### در بیان رستگاری

- ☆ هست بیشک رستگاری در سه چیز ☆ با تو گویم یاد گیر شش اے عزیز
- ☆ زان کیے ترسیدن ست از ذوالجلال ☆ دوّم آمد جستنِ قُوْتِ حلال
- ☆ سو می رفتن بود در راهِ راست ☆ رستگار است آنکه این خصلت وُراست
- ☆ گر تواضع پیش گیری اے جواں ☆ دوست دارندت همه خلق جہاں
- ☆ سر مکن در پیش دنیا دار پست ☆ ورکنی بیشک رود دینت ز دست
- ☆ ہر کہ او را حرص دنیا دار شد ☆ بیگماں ازوے خدا بیزار شد
- ☆ بہر زر مستائے دنیا دار را ☆ تا چہ خواہی کردن این مردار را
- ☆ مردگانند اغنیائے روز گار ☆ اے پسر با مردگان صحبت مدار
- ☆ مال و زر بچد بدست آورده گیر ☆ بعد ازاں در گورِ حسرت برده گیر

### আখেরাতের মুক্তির বর্ণনা

২৮২. নিঃসন্দেহে (আখেরাতের) মুক্তি রয়েছে তিনটি জিনিসের মধ্যে। হে প্রিয় বৎস! সেগুলো বলে দিচ্ছি তুমি মুখস্থ করে নাও।
২৮৩. এর মধ্যে একটি হল আল্লাহকে ভয় করা, দ্বিতীয়টি হল হালাল রুজি অন্বেষণ করা।
২৮৪. তৃতীয় সোজা পথে চলা! সেই মুক্তি পাবে, যার এ অভ্যাসগুলো অর্জিত।
২৮৫. হে যুবক! যদি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন কর দুনিয়ার সমস্ত মাখলুক তোমাকে বন্ধু মনে করবে।
২৮৬. দুনিয়াদারের সামনে মস্তক অবনত করো না, যদি তুমি এরূপ কর তবে তোমার দীন ও হাত হতে বেরিয়ে যাবে।
২৮৭. যে ব্যক্তি দুনিয়াদারের প্রতি লালায়িত হয়েছে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তা প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।
২৮৮. সোনার (দুনিয়া লাভের) জন্য দুনিয়াদারের প্রশংসা করো না, তুমি এ (দুনিয়াদার) দিয়ে কি করতে চাও?
২৮৯. কালের ধনী লোকেরা (সকলেই) মৃত, হে বৎস! মৃতদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখ না।
২৯০. মনে করো, তোমার হাতে অটেল সম্পদ এসে পড়েছে আরও মনে রাখ যে, এর দ্বারা কবরে আফসোস নিয়ে যাবে।

### در بیان فضیلت ذکر

- ☆ باش دائم اے پسر در یادِ حق ☆ گر خبرداری ز عدل و دادِ حق
- ☆ زنده دار از ذکر صبح و شام را ☆ در تغافل گذر این ایام را
- ☆ یادِ حق آمد غذا این روح را ☆ مرهم آمد این دلِ مجروح را

### যিকিরের গুরুত্ব

یادِ حقِ گر مونسِ جانت بود ☆ کئے ہوائے کاخ و ایوانت بود  
 گر زمانے غافل از رحماں شوی ☆ اندراں دم ہدم شیطان شوی  
 مؤمنّا ذکرِ خدا بسیار گوی ☆ تا بیابی در دو عالم آبروی  
 ذکر را إخلاص می باید نخست ☆ ذکر بے إخلاص کئے باشد درست  
 ذکر بر سه چیز باشد بے خلاف ☆ تا ندانی این سخن را از گزاف  
 عام را نبود بجز ذکرِ زباں ☆ ذکر خاصاں باشد از دل بیگماں  
 ذکر خاص الخالص ذکرِ سرّ بود ☆ ہر کہ ذاکر نیست او خاسر بود  
 ذکر بے تعظیم گفتن بدعت است ☆ واندراں یک شرط دیگر حرمت است  
 ہست مر ہر عضو را ذکرے دگر ☆ ہفت اعضا ہست ذاکر اے پسر  
 ذکر چشم از خوف حق بگریستن ☆ باز در آیاتِ او نگریستن  
 یاری ہر عاجز آمد ذکر دست ☆ ذکر پاخویشاں زیارت کردن ست  
 استماع قولِ رحس ذکر گوش ☆ تا توانی روز و شب در ذکر گوش  
 اشتیاقِ حق بود ذکرِ دلت ☆ کوشش تا این ذکر گردد حاصلت  
 آنکہ از جہل است دائم در گناہ ☆ کے حلاوت یابد از ذکر آلہ  
 خواندنِ قرآن بود ذکر لساں ☆ ہر کرا این نیست ہست از مفلساں  
 شکرِ نعمتہائے حق می کن مدام ☆ تا کند حق بر تو نعمتہا مدام  
 حمدِ خالق را بر زباں دار اے پسر ☆ عمر تا برباد ندہی سر بسر  
 لبِ مجنباں جز بذکر کردگار ☆ زانکہ پاکان را ہمیں بودست کار

২৯১. হে বৎস! সর্বদা আল্লাহর স্মরণে থাক, যদি আল্লাহর ইনসার এবং ক্ষমা সম্পর্কে খবর রাখ।
২৯২. যিকির দ্বারা সকাল-সন্ধ্যাকে জীবিত রাখ, এ (মূল্যবান) সময় গুলোকে অবহেলায় কাটাইও না।
২৯৩. রুহের খাদ্য হল আল্লাহর যিকির এবং জখমী বা ক্ষত অন্তরের জন্য হল মলম।
২৯৪. যদি আল্লাহর যিকির তোমার প্রাণের সাথী হয়, তাহলে কিভাবে শাহী মহল ও বালাখানার প্রতি তোমার আগ্রহ হতে পারে।
২৯৫. যদি তুমি কখনও আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হও, তবে তুমি তখনি শয়তানের সাথী হবে।
২৯৬. হে মুমিন! আল্লাহর যিকির বেশি বেশি কর, তাহলে তুমি উভয় জাহানে সম্মান পাবে।
২৯৭. যিকিরের জন্য প্রথমে ইখলাস চাই, ইখলাস ছাড়া যিকির কিভাবে সঠিক হবে?
২৯৮. সিংসন্দেহে যিকির তিন প্রকার। তুমি এ কথাকে বেহুদা মনে করো না। সাধারণ মানুষ-এর যিকির মৌখিক বৈ কিছুই নয় আর বিশিষ্ট লোকদের যিকির নিঃসন্দেহে অন্তর থেকে হয়।
২৯৯. বিশিষ্ট মহান ব্যক্তি বর্গের যিকির বাতেনী (আত্মিক) হয় আর যে যিকিরকারী নয় সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৩০০. শ্রদ্ধাহীনভাবে যিকির করা অপছন্দীয় কাজ এবং তার মধ্যে একটি শর্ত হল ভক্তি নিয়ে যিকির করা।
৩০১. প্রত্যেক অপের জন্য আলাদা আলাদা যিকির আছে, হে বৎস! সাতটি অঙ্গ যিকিরকারী।
৩০২. চোখের যিকির আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করা, অতঃপর আল্লাহর (কুদরতের) নিশানাসমূহে দৃষ্টিপাত করা।
৩০৩. অক্ষম ও দুর্বল মানুষের সাহায্য করা হাতের যিকির, আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাত করা পায়ের যিকির।

৩০৪. আল্লাহর কথা শোনা কানের যিকির, যথাসম্ভব দিবারাত্রি যিকিরে থাকার চেষ্টা কর।

৩০৫. আল্লাহর প্রতি আগ্রহ তোমার অন্তরের যিকির, চেষ্টা কর যেন এ যিকির গুলো তুমি অর্জন করতে পার।

৩০৬. যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত সবসময় গোনাহের মধ্যে থাকে, সে কবে আল্লাহর যিকিরের স্বাদ লাভ করবে।

৩০৭. কুরআন তেলাওয়াত করা মুখের যিকির, যার এ যিকির নেই সে মিসকীনদের অন্তর্ভুক্ত।

৩০৮. সর্বদা আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে থাক। যেন আল্লাহ তাআলা তোমার উপরে নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দেন।

৩০৯. হে বৎস! সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা মুখে রাখ, যেন তোমার জীবনটা বরবাদ না হয়ে যায়।

৩১০. আল্লাহর যিকির ব্যতীত ঠোট নাড়িও না। কেননা পবিত্র লোকদের কাজ হলো যিকির করা।

### দরবান عمل چهارچیز

بر همه کس نیک باشد چار چیز ☆ با تو گویم یاد گیرش اے عزیز  
اول آن باشد که باشی دادگر ☆ هم ز عقل خویش باشی با خبر  
با شکیبائی تقرّب کردن ست ☆ حرمت مردم بحب آوردن ست

### চারটি জিনিসের আমল সম্পর্কে বর্ণনা

৩১১. সকল লোকদের জন্য চারটি জিনিস উত্তম, হে প্রিয় বৎস! তোমাকে বলছি, সে গুলো মুখস্থ করে নাও।

৩১২. প্রথম এই যে, তুমি ইনসাফকারী হয়ে যাও, তারপর স্বীয় জ্ঞান দ্বারা সকল কাজের (ভালো-মন্দ) খেয়াল রাখ।

৩১৩. (তৃতীয়ত) ধৈর্যের সাথে আল্লাহর নৈকট্য অবলম্বন কর, (চতুর্থত) মানুষের সম্মান বজায় রাখ।

### دربانِ خصلتِ ذمیه

چار چیز دیگر اے نیکو سرشت ☆ هست از جمله خلایق نیک و زشت  
زاں چهار اول حد کیننی بود ☆ زاں گذشتے عجب و خود بینی بود  
خشم را دیگر فرو ناخوردن ست ☆ خصلت چارم بخیلی کردنست  
ای پسر کم گرد گردِ ایں خصال ☆ از برائے آن که زشت اندایں فعال  
غلّ و غش بگذار چوں زر پاک شو ☆ پیش از آنکه خاک گردی خاک شو  
حرص بگذار و قناعت پیشه کن ☆ آخر از مردن یکے اندیشه کن  
با محبّاں باش دائم همیشیں ☆ تا توانی روئے اعدا را میں

### খারাপ অভ্যাসের বর্ণনা

৩১৪. হে মহান ব্যক্তিত্ব! আরো চারটি জিনিস আছে, যা সমস্ত মাখলুকের নিকটই খারাপ।

৩১৫. সে চারটির প্রথমটি হল শত্রুতা, হিংসা, তারপর হল অহংকার ও আত্মপূজা।

৩১৬. আরেকটি অভ্যাস হল ক্রোধকে হজম না করা। চতুর্থ অভ্যাস হল কৃপণতা করা।

৩১৭. হে বৎস! এ অভ্যাসগুলোর আশেপাশেও ঘুরা-ফিরা করোনা এ জন্য যে, এসকল কাজই খারাপ।

৩১৮. হিংসা ও কপটতা ছেড়ে দাও। সোনার ন্যায় পবিত্র হয়ে যাও। মাটি হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তুমি মাটি হয়ে যাও।

৩১৯. লালসা ছেড়ে দাও এবং অল্পে তুষ্টকে পেশা বানাও, সর্বোপরি মৃত্যুর ব্যাপারে একবার চিন্তা কর।

৩২০. সর্বদা বন্ধুদের সাথে উঠাবসা কর, সথাসম্ভব দুষ্মনের চেহারা দেখিও না।

## در بیان سعادت و نصیحت

- ☆ بر سعادت چار چیز آمد دلیل ☆ شرح ایں ہر چار بشنوائے خلیل
- ☆ از سعادت ہر کرا باشد نشان ☆ باشدش تدبیرہا با دوستان
- ☆ ہر کرا باشد سعادت رہنمائے ☆ صبر دارد از جفائے ناسزائے
- ☆ ہر کرا بخت و سعادت گشت یار ☆ در جہاں باشد بدشمن سازگار
- ☆ گر تو خود نارِ ہوا را کُشتی ☆ داں کہ از آہل سعادت گشتی
- ☆ گر بود با دوستان تدبیر تو ☆ یار باشد دولتِ شبگیر تو
- ☆ از سر خود ہر کہ کارے می کند ☆ بخت و دولت زو فرارے می کند
- ☆ دشمن خود را نباید زد تیر ☆ گر توانی کشت او را باشکر
- ☆ تا توانی جور نا آہلاں بکش ☆ گر ہی خواہی کہ یابی عیش خوش
- ☆ چوں ترا آمد مقامے سازگار ☆ بر نہ بندی رخت زانجا نہ ہار
- ☆ در نصیحت آں کہ نپذیرد سخن ☆ با چنین کس پند خود ضائع مکن
- ☆ خوی بد را نیک کردن مشکل ست ☆ جہد کردن بہر او بے حاصل ست
- ☆ بسندہ را گر نیست درکار رضا ☆ کئے تواند باز گرداند قضا
- ☆ ہر کہ او استیضہ با سلاطین کند ☆ کارِ خود را سر بسر ویراں کند
- ☆ ہر کہ او باغی شود از بادشاہ ☆ روزِ او چوں تیرہ شب گردد تباہ

## সৌভাগ্য ও উপদেশের বর্ণনা

৩২১. সৌভাগ্যের ওপর চারটি জিনিস প্রমাণ হিসেবে এসেছে, হে বন্ধু! এ চারটি জিনিসের ব্যাখ্যা শুনে নাও।

- ৩২২. সৌভাগ্যের চিহ্ন যার নসীব হয় তার সকল বিচার বিবেচনা বন্ধুদের নিয়েই হয়।
- ৩২৩. সৌভাগ্য যার পথপ্রদর্শক হয় সে নীচু লোকদের বাড়াবাড়িতে ও ধৈর্য ধারণ করে।
- ৩২৪. খোশনসীবী ও সৌভাগ্যশালী যার সাহায্যকারী হয়েছে সে দুনিয়াতে দুশমনদের সাথে আপোষকারী হবে।
- ৩২৫. যদি তুমি প্রবৃত্তির আগুন নিভিয়ে দিতে পার দুনিয়াতে দুশমনদের রাখবে যে, তুমি সৌভাগ্যশালীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছ।
- ৩২৬. যদি তোমার সকল বিচার বিবেচনা উত্তম বন্ধুদের সাথে হয় তবে শেষ রাত্রের সম্পদ (ভোর রাতের ইবাদত) তোমার সাথী হবে।
- ৩২৭. যে ব্যক্তি নিজের মতামত দ্বারা কাজ করে সৌভাগ্য ও সম্পদ তার থেকে পলায়ন করে।
- ৩২৮. স্বীয় দুশমনকে কুড়াল মারা উচিত নয়, যদি তুমি তাকে চিনি (মিষ্টি ভাষা) দ্বারা মারতে (বশ করতে) পার।
- ৩২৯. যথাসম্ভব নীচুও সাধারণ মানুষদের জুলুম অত্যাচার সহ্য কর, যদি তুমি উত্তম জীবন পেতে চাও।
- ৩৩০. যদি তোমার সমীচীন জায়গা হস্তগত হয় তবে সেখান থেকে সামান্য পত্র গুটিয়ে নিও না।
- ৩৩১. যে ব্যক্তি উপদেশের কথা গ্রহণ করে না এমন মানুষের ক্ষেত্রে নিজের উপদেশকে বরবাদ করো না।
- ৩৩২. কু-অভ্যাসকে সু-অভ্যাসে পরিণত করা মুশকিল, তার জন্য চেষ্টা করাও বৃথা।
- ৩৩৩. বান্দা যদি কোন কাজে (আল্লাহর ফয়সালার ওপর) সন্তুষ্ট না হয়, তবে আল্লাহর ফয়সালাকে সে কিভাবে ফিরাতে পারবে?
- ৩৩৪. যে ব্যক্তি বাদশাহর সাথে যুদ্ধ করে, সে নিজের কাজকে সম্পূর্ণরূপে বরবাদ করে।
- ৩৩৫. যে ব্যক্তি বাদশাহর সাথে বিদ্রোহ করে, তার দিবস অন্ধকার রাতের ন্যায় বরবাদ হয়ে যায়।

### در بیان علامت مدبران

☆ چار چیز آمد نشانِ مدبری ☆ یادگیرش گر تو روشن خاطری  
☆ پس بجابل دادنِ سیم و زرت ☆ مدبری باشد بابلہ مشورت  
☆ در حقیقت مدبر است آن بو الفضول ☆ هر که پند دوستان نکند قبول  
☆ هست ازاں مدبر جہاں را نفرتن ☆ هر که از دنیا نگیرد عبرتے  
☆ دیو ملعونش سبک گره کند ☆ مشورت هر کس که با ابلہ کند  
☆ آنچنان کس کے بود از مقبلاں ☆ آنکہ مال و زر دہد با حابلاں  
☆ می کند اسراف و می سازد تلف ☆ زر چو جابل را ہی آید بکف  
☆ از جہالت بگسلد پیوند را ☆ نشنود از دوست مدبر پند را  
☆ تا نباشی در شمار مدبراں ☆ عبرتے گیر از زمانہ اے جوان  
☆ نزد او ادبار گمراہی بود ☆ هر کرا از عقل آگاہی بود

### দুর্ভাগাদের বর্ণনা

৩৩৬. চারটি জিনিস হল হতভাগ্যের চিহ্ন। তোমার অন্তর যদি উজ্জ্বল হয় তবে তা স্মরণ রাখ।  
৩৩৭. বোকা মানুষের সাথে পরামর্শ করা দুর্ভাগ্যজনক এবং মুর্খকে তোমার সোন-রূপা দিয়ে দেওয়াও বোকামি।  
৩৩৮. যে ব্যক্তি বন্ধুদের উপদেশ কবুল করে না বস্তুতঃ সেই বেহুদা লোক দুর্ভাগা।  
৩৩৯. যে ব্যক্তি দুনিয়া হতে শিক্ষা গ্রহণ করে না ঐ বদনসীবকে দুনিয়াবাসী বড়ই ঘৃণা করে।

৩৪০. যে ব্যক্তি বোকার সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে অভিশপ্ত শয়তান তাড়াতাড়ি পথভ্রষ্ট করে।  
৩৪১. যে ব্যক্তি কোন মুর্খকে ধন-সম্পদ প্রদান করে এরূপ লোক কবে সৌভাগ্যশীল হবে?  
৩৪২. স্বর্ণ যখন মূর্খের হাতে আসে তখন সে তা অপাত্রে খরচ করে।  
৩৪৩. দুর্ভাগা লোক বন্ধুদের উপদেশ শুনে না, তার কারণে তাদের সাথে সম্পর্ক ও ছিন্ন করে ফেলে।  
৩৪৪. সময় থেকে উপদেশ গ্রহণ কর হে যুবক, যেন তুমি হতভাগ্যদের মধ্যে গণ্য না হও।  
৩৪৫. যে ব্যক্তি জ্ঞান সম্পর্কে সতর্ক থাকে তার মতে হতভাগ্য হওয়াই ভ্রষ্টতা।

### در بیان آنکہ چہار چیز از حقیر نباید شمرد

☆ می نباید خُرد لیکن در نظر ☆ چار چیز آمد بزرگ و معتبر  
☆ باز بیماری کزو دل ناخوش ست ☆ زان یکے خصم ست و دیگر آتش ست  
☆ ایں ہمہ تا خُرد ننماید ترا ☆ چارمی دانش کہ آراید ترا  
☆ از بلائے او کند روزے نفیر ☆ هر کہ در چشمش عدو باشد حقیر  
☆ بینی از وے عالمے را سونختہ ☆ ذرّہ آتش چو شد افروختہ  
☆ زانکہ دارد علم قدرِ بے شمار ☆ علم اگر اندک بود خوارش مدار  
☆ ورنہ بینی عجز در بے چہارگی ☆ رنج اندک را مکن غم خوارگی  
☆ خوف آن باشد کہ بدگردد مزاج ☆ درد سر را نجوید کس علاج  
☆ پیش ازاں کز پا در آئی اے پسر ☆ باش از قول مخالف پر حذر  
☆ وائے آن ساعت کہ گیرد التہاب ☆ آتش اندک توان کشتن بآب

### চারটি জিনিসকে ছোট মনে করা উচিত নয়

৩৪৬. চারটি জিনিস বড় এবং নির্ভরযোগ্য, কিন্তু তা দেখতে ছোট মনে হয়।  
 ৩৪৭. এর মধ্যে একটি হল দুশমন এবং দ্বিতীয়টি আগুন। তারপর অসুস্থতা, যার ফলে মন মরা থাকে।  
 ৩৪৮. চতুর্থত জ্ঞান বুদ্ধি যা তোমাকে সুসজ্জিত করে, এসব জিনিস যেন কখনো তোমার ছোট মনে না হয়।  
 ৩৪৯. যার দৃষ্টিতে শত্রু নগন্য হয়, একদিন সে তার বিপদে আক্রান্ত হয়ে হা হতাশ করবে।  
 ৩৫০. ক্ষুদ্র আগুন যখন প্রজ্জ্বলিত হয়, তার দ্বারা তুমি এক (গোটা) পৃথিবীকে প্রজ্জ্বলিত দেখবে।  
 ৩৫১. ইলম যদিও সামান্য হয় তাকে নগন্য মনে করোনা। কেননা ইলম সীমাহীন মর্যাদার অধিকারী।  
 ৩৫২. সামান্যতম রোগেরও চিকিৎসা কর, অন্যথায় নিঃসঙ্গতায় সময় অক্ষমতা অবলোকন করবে (জটিল হয়ে গেলে চিকিৎসা সম্ভব হবে না)।  
 ৩৫৩. যদি কোন ব্যক্তি মাথা ব্যথার চিকিৎসা তালাশ (গ্রহণ) না করে, তখন এমন ভয় থাকবে যে, হয়তো মস্তিষ্ক বিগড়ে যাবে।  
 ৩৫৪. দুশমনের কথায় পূর্ণ ভীতিতে থাক এর পূর্বে যে, তুমি (তা দমনে) অক্ষম হয়ে যাবে হে বৎস!  
 ৩৫৫. অল্প আগুনকে পানি দ্বারাও নিভানো যায়, আফসোস হয় সে সময় যখন লেলিহান শিখা প্রজ্জ্বলিত হতে থাকে।

### در بیان مذمت خشم و غضب

- اے پسر ہر کس کہ دارد چار چیز ☆ چار دیگر ہم شود موجود نیز  
 عاقبت رسوائی آید از لجاج ☆ خشم را نکند پشیمانی علاج  
 بے گمان از کبر خیزد دشمنی ☆ حاصل آید خواری از کاهل تنی  
 چون لجوجی در میان پیدا شود ☆ بسندہ از شومی آن رسوا شود

- خشم خود را چونکہ راند جاہل ☆ جز پشیمانی نبود حاصل  
 ہر کہ گشت از کبر بالا گردنش ☆ دوستان گردند آخر دشمنش  
 کاہلی را ہر کہ سازد پیشہ ☆ آید از خواری پیلش تنیہ  
 خشم خود را گر فرو نچورد کس ☆ عاقبت بیند پشیمانی بے  
 ہر کہ او افتادہ تن پرورست ☆ نیست آدم کمتر از گاؤ و خرست

### ক্রোধের অপকারিতার বর্ণনা

৩৫৬. হে বৎস! যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি জিনিস (দোষ) বিদ্যমান থাকবে, অন্য চারটি জিনিসও তার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে।  
 ৩৫৭. রাগড়ার ফলে অবশেষে লাঞ্চিত হতে হয় লজ্জিত হওয়া ক্রোধের চিকিৎসা নয় অর্থাৎ রাগপড়ে যাওয়ার পর অনুতপ্ত হলেও ক্রোধের ক্ষতিপূরণ হয় না।  
 ৩৫৮. নিঃসন্দেহে অহংকার দ্বারা শত্রুতার উৎপত্তি হয়, অলসতার ফলে অপমান সহ্যে হয়।  
 ৩৫৯. তখন পরস্পর রাগড়া সৃষ্টি হয়, বান্দা তার অমঙ্গলে লাঞ্চিত হয়।  
 ৩৬০. তখন কোন মুখ স্বীয় ক্রোধকে পরিচালিত করে, লজ্জিত হওয়া ব্যতীত তার কিছুই লাভ হয় না। অর্থাৎ মুখতা বশতঃ ক্রোধ লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।  
 ৩৬১. অহংকার হেতু যার ঘাড় উঁচু হয় অবশেষে তার বন্ধু ও দুশমনে পরিণত হয়।  
 ৩৬২. যে ব্যক্তি অলসতাকে পেশা বানায়, তার পায়ে লাঞ্চার কুড়াল পতিত হবে।  
 ৩৬৩. যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় ক্রোধকে হজম (দমন) না করে, অবশেষে সে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দেখতে পাবে (সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে)।  
 ৩৬৪. যে ব্যক্তি অলস এবং শরীর প্রতিপালক (বিলাস প্রিয়) সে মানুষ নয়, বরং সে গরু গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট।

### در بیان بے ثباتی چہار چیز و پرہیز ازاں

☆ چہار چیز اے خواجہ کم دارد بقا ☆ گوش کن اے مؤمن نیکو لقا  
☆ جور سلطان را بقا کمتر بود ☆ پس عتاب اصدقا کمتر بود  
☆ دیگر آل مہرے کہ باشد از زنان ☆ بے بقا چوں صحبت ناجنس داں  
☆ با رعیت چوں کند سلطان ستم ☆ مر ورا باشد بقا در ملک کم  
☆ ورتو را از دوستان آید عتاب ☆ کم بقا باشد چو خط بر روئے آب  
☆ گرچہ باشد زن زمانے مہرباں ☆ چون کم آید بہرہ بکشاید زباں  
☆ چون بناجنسان نشیند آدمی ☆ کمترک بیند از ایشان ہمدی  
☆ زاغ چوں فارغ ز بوئے گل بود ☆ نفرتش از صحبت بلبل بود  
☆ صحبت ناجنس جاں کاہی بود ☆ جملہ را زیں حال آگاہی بود  
☆ چوں ترا ناجنس آید در نظر ☆ اے پسر چون باد ازوے درگذر

### চারটি জিনিস ক্ষণস্থায়ী এবং তা পরিত্যাগের বর্ণনা

৩৬৫. হে সাহেব! চারটি জিনিসের স্থায়িত্ব কম। হে ভাগ্যবান মুমিন! শুনে রাখ।  
৩৬৬. বাদশাহর জুলুমের স্থায়িত্ব কম হয়। অতঃপর বন্ধুর তিরস্কারের স্থায়িত্ব কম, যা ক্ষণিক পরেই মিল হয়ে যায়।  
৩৬৭. দ্বিতীয়ত সেই ভালবাসা যা নারীর কাছে দেখ, অযোগ্যদের সংসর্গের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী মনে কর। ভিনজাতির সংস্রব ও নারীর প্রেম নিবেদন ও ভালবাসা ক্ষণস্থায়ী।  
৩৬৮. বাদশাহ যখন প্রজাদের ওপর জুলুম করে দেশে তার স্থায়িত্ব কম হবে।

৩৬৯. যদি বন্ধুদের পক্ষ থেকে তোমার তিরস্কার করা হয়। পানির ওপর দাগ কাটার ন্যায় তার স্থায়িত্বও কম হবে।  
৩৭০. নারী যদিও কিছু সময় দয়াপরবশ হয়। কিন্তু যখন (খোরপোষের) অংশ কম হয়ে যায় তখন মুখ খোলে (সমালোচনা এবং অভিযোগ করতে থাকে)।  
৩৭১. যখন মানুষ অনুপযুক্তদের দলে ভিড়ে তখন তাদের সম্পর্ক খুবই কম দেখতে পাবে, কারণ তাদের সাথে সখ্যতা খুব কমই গড়ে উঠে।  
৩৭২. কাক যখন ফুলের সুগন্ধ থেকে মুক্ত হয় ফুলের প্রতি অনুরক্ত না হওয়ার কারণে, বুলবুলির সঙ্গকে অপছন্দ করে।  
৩৭৩. নীচু (অযোগ্য) লোকের সঙ্গ মানে প্রাণনাশ করা, ক্ষতি করা, এ ব্যাপারে সকলেরই জানা উচিত।  
৩৭৪. যখন তুমি কোন অনুপযুক্তকে দেখতে পাও, হে বৎস, তা থেকে তুমি বাতাসের গতিতে অতিক্রম কর।

### در بیان آنکہ چہار چیز از چہار چیز کمال می یابد

☆ چار چیز از چہار دیگر شد تمام ☆ چون شنیدی یاد می دار اے غلام  
☆ دانش مرد از خرد گیرد کمال ☆ از عمل دینت ہی یابد جمال  
☆ دینت از پرہیز کامل می شود ☆ نعمت با شکر شامل می شود  
☆ هست دانش را کمالات از خرد ☆ بے عمل را آہل دیں کس نشمرد  
☆ شکر نعمت را کمالے می دہد ☆ غافلاں را گوشمالے می دہد  
☆ شکر ناکردن زوال نعمت است ☆ بہرہ شاگرد کمال نعمت است  
☆ علم را بے عقل نتواں کار بست ☆ بیش بے عقلاں نمی باید نشست  
☆ بے خرد دانش و بال است اے پسر ☆ علم مرغ و عقل بال است اے پسر  
☆ ہرکہ علمے دارد و نبود بر آں ☆ از طریق علم باشد بر کراں



### চারটি জিনিস চারটি জিনিস দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে

৩৭৫. চারটি জিনিস অন্য চারটি জিনিস দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে, হে বৎস!  
যখন তুমি শুনলে স্মরণ রাখ।
৩৭৬. মানুষের ইলম (জ্ঞান) আকল (বিবেক-বুদ্ধি) দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে,  
তোমার দীন আমল দ্বারা সৌন্দর্য লাভ করে।
৩৭৭. তোমার দীন খোদাভীরতা দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে, তোমার নেয়ামত  
বুদ্ধি পায় শোকর দ্বারা।
৩৭৮. ইলমের পরিপূর্ণতা আকল দ্বারা হয়, বে আমলকে কেউ দীনদাররূপে  
গণ্য করে না।
৩৭৯. শোকর নেয়ামতকে পূর্ণতা দান করে। নেয়ামতের  
অবহেলাকারীদেরকে (আল্লাহ) শাস্তি দেন অর্থাৎ অপছন্দ করেন।
৩৮০. শোকর না করা নেয়ামত দূর হওয়ার কারণ, শোকরকারীদের প্রাপ্য  
হল নেয়ামত পূর্ণ হওয়া।
৩৮১. ইলমকে আকল ব্যতীত কাজে লাগানো যায় না, বে-আকলদের সামনে  
না বসাই উচিত।
৩৮২. হে বৎস! আকল ব্যতীত ইলম বিপদ স্বরূপ, ইলম হল পাখি, আর  
আকল হল তার ডানা (ডানা ব্যতীত পাখি যেমন অচল, তদ্রূপ আকল  
ব্যতীত ইলমও অচল।)
৩৮৩. যে ব্যক্তির ইলম আছে, কিন্তু তার ওপর আমল করে না, সে জ্ঞানের  
পথ হতে বহু দূরে।

### در بیان آنکه بازگردانیدن آں محالست

چار چیز است آنکه بعد از رفتنش ☆ از محالات ست باز آوردنش  
چون حدیث رفت ناگه بر زباں ☆ یا که تیرے جست بیروں از کماں  
باز چوں آرد حدیث گفته را ☆ کس نہ گرداند قضاے رفتہ را

باز کے گردو چو تیر انداختی ☆ ہم چنیں عمرت کہ ضائع ساختی  
ہر کہ بے اندیشہ گفتارش بود ☆ پس ندامتہائے بسیارش بود  
تا نہ گفتی می توانی گفتنش ☆ چوں بہ گفتی کی تو اس بنہشتنش

### যেসব বস্তু ফেরত আনা অসম্ভব সেগুলোর বর্ণনা

৩৮৪. চারটি জিনিস রয়েছে যেগুলো চলে যাওয়ার পর ফেরত আনা অসম্ভব  
ব্যাপার।
৩৮৫. যখন কোন কথা মুখ হতে বেরিয়ে গেল অথবা কোন তীর ধনুক থেকে  
বেরিয়ে গেল।
৩৮৬. বলে দেওয়া কথা তুমি কিভাবে ফিরিয়ে আনবে? নির্ধারিত ভাগ্য  
লিখনকে কেউ পরিবর্তন করতে পার?
৩৮৭. যখন তুমি তীর মেরেছ তখন তুমি তাকে কিভাবে ফেরত আনবে,  
একইভাবে সেই বয়সকেও ফেরত আনতে পারবে না যাকে তুমি বিনষ্ট  
করেছ।
৩৮৮. চিন্তা-ভাবনাহীন যার কথা হবে (পরিণাম না ভেবে কথা বললে)  
অবশেষে তাকে অধিক লজ্জিত হতে হয়।
৩৮৯. যতক্ষণ তুমি বলেনি, (যে কোন সময়) বলতে পার, যখন বলেই  
ফেলেছ, তাকে কিভাবে গোপন করবে?

### در بیان غنیمت دانستن عمر

عمر را می دانی غنیمت هر نفس ☆ چوں رود دیگر نیاید باز پس  
هیچ کس از خود قضا را رد نہ کرد ☆ هر که راضی از قضا شد بد نہ کرد  
هر که می خواهد کہ باشد در اماں ☆ مہر می باید نہادن بر دہاں  
می سزد گر عمر را داری عزیز ☆ چوں رود پیشش نخواہی دید نیز

### জীবনকে মূল্যবান মনে করার বর্ণনা

৩৯০. প্রতিটি মুহূর্তেই জীবনকে মূল্যবান মনে কর, যখন তা চলে যাবে পুণরায় আর ফিরে আসবে না।
৩৯১. কোন ব্যক্তি নিজ থেকে আল্লাহর ফয়সালাকে পরিবর্তন করেনি, যে আল্লাহর হুকুমের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেল সে মন্দ করেনি।
৩৯২. যে ব্যক্তি নিরাপত্তায় থাকতে চায় তার মুখের ওপর মোহর মেরে রাখা (চুপ থাকা) উচিত, কেননা চুপ থাকলে নিরাপদ থাকে।
৩৯৩. তোমার জীবনকে প্রিয় মনে করা সমীচীন অর্থাৎ যখন যাবে তখন আর খেতে পাবে না বিগত জীবন ফিরে আসবে না।

### در بیان خاموشی و سخاوت

- ☆ حاصل آید چار چیز از چار چیز ☆ یاد گیر ایں نکته از من اے عزیز
- ☆ خامشی را هر که سازد پیشه ☆ گردد ایمن نبودش اندیشه
- ☆ گر سلامت بایست خاموش باش ☆ گردد ایمن آن که نیکی کرد فاش
- ☆ از سخاوت مرد یابد سروری ☆ شکر نعمت را دهد افزون تری
- ☆ هر که او شد ساکت و خاموش کرد ☆ از سلامت کسوتے بر دوش کرد
- ☆ گر همی خواهی که باشی در امان ☆ رو نکویی کن تو با خلق، جهان
- ☆ هر که عادت شود جود و کرم ☆ در میان خلق گردد محترم
- ☆ هر که کار نیک یا بد می کند ☆ آں همه می داں که با خود می کند
- ☆ اے برادر بندهٔ معبود باش ☆ تا توانی باسنا و جود باش
- ☆ باش از بخل بخیلاں پر حذر ☆ تا نه سوزد مر ترا نارِ سقر

### চুপ থাকাও দানশীলতার বর্ণনা

৩৯৪. চার জিনিস দ্বারা চার জিনিস অর্জিত হয় হে প্রিয়! এ সুস্বাদু বিষয়টি আমার থেকে মুখস্থ করে নাও।
৩৯৫. চুপ থাকাকে যে ব্যক্তি পেশা বানিয়ে নেয়, সে নিরাপদ হবে, তার কোন ভয় নেই।
৩৯৬. যদি নিরাপত্তা চাও তাহলে চুপ থাক, যে ব্যক্তি ন্যায় বিচার করল সে শঙ্কামুক্ত ও নিরাপদ হল।
৩৯৭. দানশীলতা দ্বারা মানুষ নেতৃত্ব লাভ করে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন নেয়ামতকে অনেক বৃদ্ধি করে।
৩৯৮. যে ব্যক্তি চুপ থাকল এবং নীরবতা অবলম্বন করল, সে নিরাপত্তার একটি পোষাক কাঁধের ওপর রাখল।
৩৯৯. যদি তুমি নিরাপত্তায় থাকতে চাও যাও! দুনিয়ার মাখলুকের সাথে সদাচরণ কর।
৪০০. দানশীলতা ও অনুগ্রহ যার অভ্যাস, সে মাখলুকের মাঝে সম্মানী হবে।
৪০১. যে ব্যক্তি ভালো অথবা খারাপ কাজ করে, জেনে রাখ! সে সব নিজের জন্যই করে। নিজের কৃতকর্মের সুফল কুফল সে ভোগ করবে।
৪০২. হে ভাই! মাবুদের গোলাম বনে যাও যথাসম্ভব দানশীলতা ও অনুগ্রহের সাথে থাক।
৪০৩. কৃপণদের কৃপণতার ব্যাপারে পূর্ণ সতর্ক থাক। যেন (কৃপণতার ফলে) তোমাকে দোষখের আগুন না জ্বালায়।

### در بیان چیزے کہ خواری آرد

- ☆ چار چیزت بر دهد از چار چیز ☆ نشنود ایں نکته جز اہل تمیز
- ☆ هر که زو صادر شود ایں چار کار ☆ بیند او چار دگر بے اختیار
- ☆ چون سوال آورد گردد خوار مرد ☆ ماند تنها هر که استخفاف کرد
- ☆ هر که در پایان کاری نه نگرد ☆ عاقبت روزے پشیمانی خورد

هر که نکند احتیاط کارها ☆ بر دلش آخر نشیند بارها  
هر که گشت از غوئے بد ناسازگار ☆ دوستان بے شک کنند از وے فرار

### যেসব কারণে অপমানিত হয় তার বর্ণনা

৪০৪. চারটি জিনিস তোমাকে অপর চারটি জিনিস থেকে ফল দেবে, এ সুস্বাদু বিষয়গুলো জ্ঞানীজন ব্যতীত কেউ বুঝবে না।
৪০৫. যার থেকে এ চারটি জিনিস পাওয়া যাবে, সে অন্য চারটি জিনিস বিনা ইচ্ছায় দেখতে পাবে।
৪০৬. যখন মানুষ ভিক্ষা করে তখন অপমানিত হয়, যে (অন্যকে) তুচ্ছ জ্ঞান করল সে একাকী থেকে গেল। (তার অহংকার হেতু তার সাথে কেউ মিশবে না)।
৪০৭. যে কোন কাজের পরিণামের দিকে তাকাল না অবশেষে একদিন সে লজ্জিত হবে।
৪০৮. যে কাজের সময় সতর্কতা অবলম্বন করে না, পরিশেষে তার অন্তরে অনেক বোঝা পড়বে।
৪০৯. যে ব্যক্তি মন্দ অভ্যাসের ফলে মিশুক না হয়, নিঃসন্দেহে বন্ধুরা তার থেকে পলয়ন করবে।

### দরবান آنچه آدمی را شکست آورد

آدمی را حیا چیز آرد شکست ☆ با تو گویم گوش دار اے حق پرست  
دشمن بسیار و وام بے شمار ☆ جور بے حد و عیال پر تظار  
وائے مسکینه که غرق دام شد ☆ هر دمش از غصه نوح آشام شد  
هر کرا بسیار باشد دشمنش ☆ خیره گردد هر دو چشم روشنش  
هر کرا اطفال بسیارش بود ☆ در زمانه زاری کارش بود

### যেসব জিনিস মানুষের জন্য পরাজয় ডেকে আনে তার বর্ণনা

৪১০. চারটি জিনিস মানুষের জন্য পরাজয় বয়ে আনে, হে সত্যবাদী মানব! তোমাকে বলছি মনযোগ দিয়ে শুন।
৪১১. অধিক শত্রু, অধিক ঋণ, সীমাহীন গোনাহ, অধিক সন্তান।
৪১২. সেই মিসকিন ও অসহায় যে ঋণের মধ্যে ডুবে গিয়েছে, প্রতিনিয়ত তার দুঃখ-চিন্তায় রক্ত চোষা হয়ে গেছে।
৪১৩. যার দুশমন অধিক হয় তার উজ্জ্বল চক্ষু অন্ধকার হয়ে যায়, পথহারা হয়ে যায়।
৪১৪. যার ছেলে-সন্তান অধিক হয় পরবর্তীতে কান্নাকাটি ও অনুতাপই তার কাজ হবে।

### در بیان صفت زنان و صبیان

چار چیز است از خطاها اے پسر ☆ گوش دارش با تو گویم سر بسر  
اول از زن داشتن چشم وفا ☆ ساده دل را بس خطا باشد خطا  
ایمنی ز بله خطائے دیگر ست ☆ صحبت صبیان ازینها بدتر ست  
حیاری از مکر دشمن ایمنی ☆ که کند دشمن بغیر از دشمنی

### নারী ও শিশুদের বর্ণনা

৪১৫. হে বৎস! চারটি জিনিস মারাত্মক ভুল, আমি তোমাকে সবকিছু বলছি তুমি শুন রাখ।
৪১৬. প্রথম নারীর বিশ্বস্ততার আশা রাখা (স্বীয় দোষ-ত্রুটি প্রকাশের পর)। সহজ সরল স্বামীর জন্য এটা ভুলই ভুল।
৪১৭. বোকাদের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা আরেক ভুল, শিশুদের সংসর্গ এর চেয়েও মারাত্মক।
৪১৮. চতুর্থ হল দুশমনের কৌশল থেকে নিশ্চিত হওয়া, দুশমন দুশমনি ছাড়া আর কি করতে পারে?

## در بیان عطائے حق

چار چیز ست از عطاہائے کریم ☆ با تو گویم یادگیرش اے سلیم  
فرض حق اول بجا آوردن ست ☆ والدین از خویش راضی کردن ست  
حکم دیگر چیست با شیطان جہاد ☆ چارمی نیکی بہ خلق نامراد

## আল্লাহ দানসমূহের বর্ণনা

৪১৯. চারটি জিনিস আল্লাহর দানসমূহের অন্তর্গত, হে সাধাসিধে বৎস! তোমাকে বলছি তুমি স্মরণ রাখ।  
৪২০. প্রথমত আল্লাহর ফরযগুলো আদায় করা, নিজের ইচ্ছায় মা-বাবাকে সম্বুস্ত করা।  
৪২১. আরেকটি হুকুম হলো শয়তানের সঙ্গে জিহাদ করা। চতুর্থত বশ্বিত মাখলুকের সাথে সদাচরণ করা।

## در بیان آنکہ عمر زیادہ کند

می فزاید عمر مرد از چار چیز ☆ ایں نصیحت بشنو اے جان عزیز  
اول آوردن گوش آواز خوش ☆ ولگے دیدن جمالِ ماه و شش  
سوم آمد ایمنی بر مال و جان ☆ می فزاید عمر مردم را ازاں  
آنکہ کارش بر مراد دل بود ☆ در بقا افزونیش حاصل بود

## যেসব জিনিস হায়াত বৃদ্ধি করে তার বর্ণনা

৪২২. চারটি জিনিস দ্বারা মানুষের বয়স বৃদ্ধি পায়। হে প্রিয় বৎস! এ উপদেশটি শোনে নাও।

৪২৩. সুন্দর আওয়াজ (কথা) শ্রবণ করা এবং চন্দ্রতুল্য সৌন্দর্য (আল্লাহঅলাদের চেহারা) দর্শন করা।  
৪২৪. তৃতীয়ত জান মালের ব্যাপারে নিরাপদ হওয়া। এর দ্বারা (দুশ্চিন্তামুক্ত অবস্থায় শরীর মন ভালো থাকার ফলে) মানুষের হায়াত বৃদ্ধি পায়।  
৪২৫. যার কর্ম হৃদয়ের চাহিদা অনুযায়ী হয় তার জীবন দীর্ঘায়ু লাভ করে।

## در بیان آنکہ عمر را بکاهد

عمر مردم را بکاهد پنج چیز ☆ یاد دارش چوں شنیدی اے عزیز  
شد یکے زان پنج در پیری نیاز ☆ پس غریبی ولگے رنج دراز  
هر که او بر مرده اندازد نظر ☆ عمر او بیشک بکاهد اے پسر  
پنجم آمد ترس و بیم از دشمنان ☆ عمر را لہنا ہی دارد زیاں  
هر که او از دشمنان ترس بود ☆ کار او هر لحظه دیگر ساں بود  
از خدا ترس و مترس از دشمنان ☆ کز ہمہ دارد خدایت در اماں

## সেসব জিনিসের বর্ণনা যা বয়স কমিয়ে দেয়

৪২৬. পাঁচটি জিনিস মানুষের বয়স কমিয়ে দেয়। হে প্রিয়! যখন শুনলে তাকে স্মরণ রাখে।  
৪২৭. সেই পাঁচটি থেকে একটি হল বৃদ্ধ বয়সে পরমুখাপেক্ষী হওয়া। অতঃপর মুসাফিরী এবং দীর্ঘ অসুস্থতা।  
৪২৮. যে ব্যক্তি মর্দার ওপর দৃষ্টিপাত করে তার হায়াত অবশ্যই হ্রাস পায়।  
৪২৯. পঞ্চম হলো দুশমনের পক্ষ থেকে ভয় ভীতি, দীর্ঘায়ুর ক্ষেত্রে এ জিনিসগুলো ক্ষতিকর।  
৪৩০. যে ব্যক্তি দুশমনদের থেকে ভীত হয় সর্বদা তার কাজ সঠিক না হয়ে ভিন্ন রকম হয়।  
৪৩১. আল্লাহকে ভয় কর দুশমনকে ভয় করো না, তাতে আল্লাহ তোমাকে সব (অনিষ্ট) থেকে নিরাপদ রাখবেন।

## در بیان باعث زوال سلطنت

☆ চার چیز آمد فساد پادشاه ☆ با تومی گویم و لے دارش نگاہ  
☆ اول اندر مملکت جورِ امیر ☆ دیگران غفلت که باشد در وزیر  
☆ رنج شه باشد خیانت در دبیر ☆ بد بود گر قوتے یابد آسیر  
☆ چون کند بر ملک شه میرے ستم ☆ پادشه را زیں سبب باشد آلم  
☆ چون بود غافل وزیر و بے خبر ☆ ملک شه از وے شود زیر و زبر  
☆ گر خلل در کاتب دیواں بود ☆ عاقبت رنج دلِ سلطان بود  
☆ گر آسیراں را شود قوت پدید ☆ در ولایت فتنها گردد جدید  
☆ چون صلاحیت در وجود شه بود ☆ دست میراں از ستم کوته بود  
☆ گر نباشد واقف و دانا وزیر ☆ پادشه را زو بود رنج کثیر  
☆ گر ندارد شه سیاست را بکار ☆ ملک ویراں گردد از هر نابکار

## রাজত্ব চলে যাওয়ার কারণ সম্পর্ক বর্ণনা

৪৩২. চার জিনিসে বাদশাহর পতন আসে, আমি তোমাকে বলছি সে গুলো তুমি খেয়ার রাখ।  
৪৩৩. প্রথমত দেশে রাজার অত্যাচার, দ্বিতীয় সেই (অলসতা) উদাসীনতা যা উজীরের মধ্যে বিদ্যমান।  
৪৩৪. মুনশী (হিসাব রক্ষকের) খেয়ানত বাদশাহর জন্য পেরেশানি, কয়েদি যদি শক্তি পায়, সামর্থ্যবান হয় তাহলে মারাত্মক বিপজ্জনক হবে।  
৪৩৫. যখন বাদশাহর দেশে কোন আমীর (গভর্নর প্রজাদের ওপর) জুলুম করে, এ কারণে বাদশাহ দুর্ভোগ পোহাতে অর্থাৎ তার রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে।

৪৩৬. যখন নির্বোধ উজির অলস হয়, তার ফলে রাজার দেশ ধ্বংস হয়ে যায়।  
৪৩৭. যদি কাচারির কেরানির মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তাহলে অবশেষে বাদশাহর অন্তরে কষ্ট হবে।  
৪৩৮. যদি কয়েদিদের শক্তি প্রকাশ পায়, তাহলে রাজ্যের মধ্যে নতুন নতুন ফিতনা সৃষ্টি হবে।  
৪৩৯. যদি বাদশাহর ব্যক্তিত্বে যোগ্যতা থাকে, তবে গভর্নরদের জুলুমের হাত সংকুচিত হয়।  
৪৪০. মুনশী যদি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান না হয়, এতে বাদশাহর অনেক পেরেশানি হয়।  
৪৪১. যদি বাদশাহ শাসনকে কাজে না লাগায়, তাহলে অনুপযুক্তের দ্বারা দেশ বরবাদ হয়ে যাবে।

## در بیان آنکه آبرونریزد

☆ دور باش از پیچ خصلت اے پسر ☆ تا نہ ریزد آبرویت در نظر  
☆ آولا کم گوئی با مردم دروغ ☆ زانکه گردی از دروغت بے فروغ  
☆ هرکه استیزه کند با مهتران ☆ آب روئے خود بریزد بے گمان  
☆ پیش مردم هرکه را نبود آدب ☆ گر بریزد آبرو نبود عجب  
☆ از سبکساراں مباحث اے نیک خوی ☆ کز سبکساری بریزد آبروی  
☆ اے پسر با مهتران کمتر ستیز ☆ وز حماقت آبروئے خود مریز  
☆ گر بعالم آبرو می بایت ☆ دائماً خلق نکو می بایت  
☆ هرکه آهنگ سبکساری کند ☆ آبروئے خویش بیزاری کند  
☆ جز حدیث راست با مردم گوی ☆ تا نگردد آبرویت آجوی

از خلاف و از خیانت باش دور ☆ تا بود پیوسته در روئے تو نور  
گر ہی خواهی کہ گویندت نکو ☆ اے برادر ہیچ کس را بد گو  
تا نباشی در جهان اندوگیس ☆ از حسد بر روزگار کس میں

### যেসব জিনিস মানহানি ঘটায় তার বর্ণনা

৪৪২. হে বৎস! পাঁচটি অভ্যাস থেকে দূরে থাক, যেন মানুষের সম্মুখে তোমার সম্মানহানি না ঘটে।
৪৪৩. প্রথমত মানুষের সাথে মিথ্যা বলো না, কেননা মিথ্যা বললে তুমি মর্যাদাহীন হয়ে যাবে।
৪৪৪. যে ব্যক্তি বড়দের সাথে লড়াই (ঝগড়া) করে, নিঃসন্দেহে সে নিজের মানহানি ঘটায়।
৪৪৫. মানুষের সামনে যার শিষ্টাচারবোধ নেই তার যদি মানহানি ঘটে, তবে আশ্চর্যের কিছু নয়।
৪৪৬. হে সৎ চরিত্রবান! তুমি হাক্কাক লোকদের দলভুক্ত হয়ো না, কেননা হাক্কামী দ্বারা মানহানি হয়।
৪৪৭. হে বৎস! বড়দের সঙ্গে ঝগড়া কম কর এবং বোকামী দ্বারা নিজের অসম্মানী করো না।
৪৪৮. যদি দুনিয়াতে তোমার সম্মান চাও তবে সব সময় তোমার আচরণ ভালো হওয়া উচিত।
৪৪৯. যে ব্যক্তি হাক্কামীর ইচ্ছা করে সে যেন স্বীয় সম্মানকে ঘৃণা করে।
৪৫০. মানুষের সাথে সত্য কথা ব্যতীত বলো না, যেন তোমার সম্মান নদীর পানির মতো বিলীন না হয়।
৪৫১. ওয়াদা খেলাফী ও খেয়ানত করা থেকে দূরে থাক, যেন সব সময় তোমার চেহারা নূর থাকে।
৪৫২. যদি চাও যে মানুষ তোমাকে ভালো বলুক তবে হে ভাই! কোন লোককে মন্দ বলো না।
৪৫৩. যদি তুমি পৃথিবীতে পেরেশান না হও, তবে হিংসাবশত করো দিকে দৃষ্টিপাত করো না।

### در بیان آنکه آبرویفزاند

- می فزاید آبرو از بیخ چیز ☆ با تو گویم بشنو اے اہل تمیز  
در سخاوت کوشش گر داری غنا ☆ تا فزاید آبرویت در سخا  
بر دباری و وفاداری گزین ☆ زانکہ آبِ روئے افزاید ازین  
ہر کہ او بر خلق بخشاید ہی ☆ بیشک آبِ روئے افزاید ہی  
چون بکار خویش حاضر بودہ ☆ آبِ روئے خویش را افزودہ  
از سخاوت آبِ روئے افزوں شود ☆ وز بخیلی بے خرد ملعون شود  
ہر کرا بر خلق بخشاش شود ☆ آبروئے او در افزایش بود  
باش دائم بُردبار و با وفا ☆ تا بروئے خویش بینی صد ضیا  
تا بماند رازت از دشمن نہاں ☆ بر خود با دوستاں کمتر رساں  
تا نگر دی پیش مردم شرمسار ☆ آنچہ خود نہادہ باشی بر مدار  
اے برادر پردہ مردم مدر ☆ تا ندرد پردہ ات را شخصے دگر  
با ہوائے دل مکن زہار کار ☆ تا نیارد پس پشیمانی بار  
قدرِ مردم را شناس اے محترم ☆ تا شناسد دیگرے قدرے تو ہم  
ہر کرا قدرے نباشد در جہاں ☆ زندہ مشمارش کہ ہست از مردگاں  
از قناعت ہر کرا نبود نشاں ☆ کے تو انگر سازدش مالِ جہاں  
دائمًا می باش از حق ترسکار ☆ نیز باش از رحمتش امید وار  
با تواضع باش و خو کن با ادب ☆ صحبت پرہیزکاران کن طلب

☆ تاکه گردد در هنر نام تو فاش  
☆ صبر و حلم و علم تریاق دل اند  
☆ قاتل اند اے خواجہ ناداناں چو زهر  
☆ مردم از تریاق می یابد نجات  
☆ فخر جمله عملها ناں دادن ست  
☆ گرچه دانا باشی و اہل هنر  
☆ خویش را کمتر ز ہر نادان شمر

### যেসব জিনিস সম্মান বৃদ্ধি করে তার বর্ণনা

৪৫৪. পাঁচটি জিনিস দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি পায়, হে জ্ঞানী! তোমাকে বলছি শুনে রাখ।
৪৫৫. যদি সম্পদশালী হও তবে দানশীল হওয়ার চেষ্টা কর। যেন দানশীলতা দ্বারা তোমার সম্মান বৃদ্ধি পায়।
৪৫৬. সহনশীলতা ও বিশ্বস্ততা অবলম্বন কর, যেন এর দ্বারা তোমার সম্মান বৃদ্ধি পায়।
৪৫৭. যে ব্যক্তি কোন মাখলুকের ওপর দয়া করে, নিঃসন্দেহে তার সম্মান বৃদ্ধি পায়।
৪৫৮. যখন তুমি স্বীয় কাজে উপস্থিত থাকলে অর্থাৎ নিজের কাজ নিজে করলে তবে তুমি নিজের সম্মানকে বৃদ্ধি করলে।
৪৫৯. দানশীলতা দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি পায় আর যে মুর্থ কৃপণতা করে সে অভিশপ্ত হয়।
৪৬০. যে ব্যক্তি মাখলুকের ওপর দয়া করে তার সম্মান বৃদ্ধি পেতে থাকবে।
৪৬১. সর্বদা সহনশীল ও বিশ্বস্ত থাক। যাতে নিজ চেহারা শত ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাও অর্থাৎ এতে তোমার সম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।
৪৬২. যেন তোমার গোপন রহস্য দুশমনের নিকট গোপন থাকে। নিজের গোপন কথা বন্ধুদের কাছেও কম বল কারণ বন্ধুদের মাধ্যমে মাধ্যমে শত্রুর নিকট তা পৌঁছে যাওয়া অসম্ভব নয়।

৪৬৩. যেন লোক সমক্ষে লজ্জিত না হও যা তুমি নিজে রাখনি, তা উঠাইও না।
৪৬৪. হে ভাই! মানুষের (ইজ্জতের) পর্দা ফেঁড়ো না অর্থাৎ কাউকে লজ্জিত করোনা। যেন তোমার পর্দাও কেউ না ফাঁড়ে অর্থাৎ তোমাকে ও কেউ লজ্জিত না করে।
৪৬৫. মনোবৃত্তির বশে কখনো কাজ করো না, যেন তোমার জন্য লজ্জার বোঝা না বয়ে আনে।
৪৬৬. হে সাহেব! যাতে তোমার জিহ্বা লম্বা হয় (বুক ফুলিয়ে কথা বলতে পার) হাত খাটো রাখ, সবদিকে দৌড়ায়ো না।
৪৬৭. হে সম্মানী! মানুষের মর্যাদা চেনে নাও যেন অন্যরাও তোমার মর্যাদা অনুধাবন করতে পার।
৪৬৮. যার দুনিয়াতে কোন সম্মান নেই তাকে জীবিত গণ্য করো না, সে মৃতদের দলভুক্ত।
৪৬৯. যার অঙ্গে তুষ্টির চিহ্ন না থাকে তাকে সারা পৃথিবীর সম্পদ কিভাবে সম্পদশালী বানাবে?
৪৭০. যখন তুমি স্বীয় দুশমনের ওপর বিজয় লাভ কর ক্ষমা সামনে আন এবং অপরাধ ক্ষমা করে দাও।
৪৭১. সর্বদা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং তার রহমতেও আশাবাদী থাক।
৪৭২. বিনয়ের সাথে থাক, এবং ভদ্রতার অভ্যাস কর, খোদাভীরুদের সংসর্গ অন্বেষণ কর।
৪৭৩. সহনশীলতা অন্বেষণ কর এবং কষ্ট দিও না। যেন জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তায় তোমার নাম প্রসিদ্ধ হয়।
৪৭৪. ধৈর্য, জ্ঞান ও সহনশীলতা অন্তরের (যখমের) প্রতিষেধক। লালসা, শত্রুতা এবং হিংসা প্রাণ নাশক বিষ স্বরূপ।
৪৭৫. কালের জ্ঞানীরা (আল্লাহঅলাগণ) প্রতিষেধক স্বরূপ এবং মুখরা বিষের ন্যায় ধ্বংসকারী।
৪৭৬. মানুষ প্রতিষেধক দ্বারা মুক্তি লাভ করে, বিষ খেয়ে কেউ বা জীবন লাভ করেছে?

৪৭৭. সকল আমলের মাঝে গৌরবময় হল রুটি দান করা, বন্ধুদের জন্য আপ্যায়নের দরজা খোলা রাখা।

৪৭৮. যদি তুমি বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হও, তবুও নিজেকে অজ্ঞতার চেয়ে ছোট মনে কর।

### দরিয়ান علامত নাদা

শুদ দু খصلت مرد نادا را نشان ☆ صحبت صبايا و رغبت با زنا

### মুখতার চিহ্ন সম্পর্কে বর্ণনা

৪৭৯. দুটি অভ্যাস মুখ লোকদের চিহ্ন, বালকদের সংসর্গ এবং নারীদের প্রতি আকর্ষণ।

### দরিয়ান সফত زندগানী

নাখশী দর زندগানী অলিদি ☆ মরদ রা অখুই বদ গরুদ পদিদ  
আন্ধে নবুদ মরদ রা ফল নকু ☆ মরদে মিডানশ কে নবুদ জন্দে অ  
হর কে গুইদ এযিব তু অন্দর হযুর ☆ মী নমاید রাহত অ জলমত বনুর  
মর তরা হর কস কে বাশদ রহনমائی ☆ শকর অ মী বায়দ অরুদন বজায়  
মর খরুদমندان্‌ এলম রা শনাস ☆ জলক নীকু শরম নীকু তর লবাস  
হাল খুদ রা অ দু কস পনহা মদার ☆ অর জলীবি হাজক ও অর যার এনার  
তা তুওয়ানী বা জনা সযিবত মজুয়ী ☆ রার খুদ রা নীজ বা ঐশান মগুয়ী  
অখ্‌চ অন্দর শর' বাশদ নাপসন্দ ☆ গরুদ অ হর গরুদ অ হুশমন্দ  
হর চা রা কুদসত বর তু হক হরাম ☆ দুৱ দার অর ওয়ী কে বাশী নীক নাম

চুনকে রুওয়ী বর তু বকশاید খদায় ☆ দল কশাদে দার ও তগী কম নমায়  
তাজে রুয়ী ও খুব সখন বাশ অই ☆ তা বুদ নাম তু দর এলম সখী  
বর খুৱ অন্দে মরগ অই বুলহুস ☆ চুনকে ওকত অইদ নে গরুদ পীশ ও পস  
দল জ' ও গশ হমীশে পাক দার ☆ তা তুওয়ানী কীনে দর সীনে মদার  
তকীে কম কন খুৱাজে বর কুদার খুৱীশ ☆ দল মনে বর রহমত জবার খুৱীশ  
বহতরীস চীজে বুদ জলক নকুসত ☆ জলক জলক নীক রা দারন্দ দুসত  
রু ফরু তর বাশ দান্ম অই জলফ ☆ কীস বুদ অরানশ অইল সলফ  
আন্ধে বাশদ দর কফ শহুৱত অসীর ☆ গরুচ অরাদ সত অ রা বন্দে গীর  
গর তু বীনী নাকস রা দস্টগাহ ☆ হাজত খুদ রা অরু হর গরুদ খুৱাহ  
বর দর নাকস কুদম হর গরুদ মবর ☆ ওর বে বীনী হম মীরস অর ওই খবর  
তা তুওয়ানী কার, অলে রা মসার ☆ কার ফরমীশ ওলং কমতর নুৱার

### জীবন যাপনের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা

৪৮০. হে বৎস! জীবনের প্রতি বিষন্নতা মানুষের মধ্যে কুঅভ্যাসের কারণ দেখা দেয়।  
৪৮১. যে ব্যক্তির কাজ কর্ম ভালো নয়, তাকে মৃত মনে কর, সে জীবিত নয়।  
৪৮২. যে ব্যক্তি তোমার দোষ সম্মুখেই বলে দেয়, সে তোমাকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে পথ দেখায়।  
৪৮৩. যে ব্যক্তি তোমার জন্য পথ প্রদর্শক হয়, তার কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত।  
৪৮৪. পৃথিবীতে জ্ঞানীদের পরিচয়, উত্তম পোষাক, ভালো অভ্যাস এবং লজ্জা (এ টিকে) চিনে নাও।  
৪৮৫. স্বীয় অবস্থাকে দু'ব্যক্তির নিকট গোপন রেখো না, দক্ষ ডাক্তার এবং খাঁটি বন্ধু থেকে।



৪৮৬. যদি তুমি সকল কাজের শুদ্ধতা দেখতে চাও; হে বৎস! নিজের ইচ্ছামত কাজ করো না।

৪৮৭. যথাসম্ভব মহিলাদের সংসর্গ অন্বেষণ করো না। নিজের গোপন কথা এদের কাছে বলো না।

৪৮৮. যা কিছু শরীয়তে অপছন্দনীয় হে জ্ঞানী, তার আশেপাশেও ঘুর না।

৪৮৯. যে জিনিসকে আল্লাহ তোমার ওপর হারাম করেছেন, তাকে নিজের থেকে দূরে রাখ, তাহলে তোমার সুনাম হবে।

৪৯০. যখন আল্লাহ তোমার ওপর রিযিকের দ্বার খুলে দিয়েছেন, তুমি অন্তর প্রশস্ত রাখ এবং সংকীর্ণতা কম দেখাও।

৪৯১. হে ভাই! হাসিমুখে এবং মিষ্টিভাষী থাক, যাতে দুনিয়াতে তোমার নাম দানশীল হিসাবে খ্যাত থাকে।

৪৯২. হে লোভী! মৃত্যুর দুশ্চিন্তায় থাক না, যখন মৃত্যুর সময় আসবে আগ পিছ হবে না।

৪৯৩. অন্তরকে সর্বদা হিংসা খেয়ানত মুক্ত রাখ। যথাসম্ভব অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না।

৪৯৪. হে সাহেব! নিজের আমলের ওপর ভরসা কম কর। স্বীয় পরাক্রমশালীর রহমতের প্রতি মনোনিবেশ কর।

৪৯৫. উত্তম চরিত্র হলো উৎকৃষ্ট জিনিস, উত্তম মাখলুক চরিত্রবানকে বন্ধু মনে কর।

৪৯৬. হে ছেলে! সর্বদা নিচু মস্তকে থাক। কারণ এটি পূর্বসূরিদের স্বভাব।

৪৯৭. যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির হাতে বন্দী। যদিও সে আযাদ, কিন্তু তাকে পরাধীন মনে কর।

৪৯৮. যদি কোন নীচু লোকের সামর্থ্য দেখতে পাও, তবুও স্বীয় প্রয়োজনে কখনো তার কাছে প্রার্থনা করো না।

৪৯৯. নীচু লোকদের দরজায় কখনো পা বাড়িও না। যদি তাকে দেখ তবে তার থেকে সংবাদও জিজ্ঞেস করো না।

৫০০. যথাসম্ভব কোন বোকা লোকের কাজ করো না। তাকে কাজের আদেশ দাও কিন্তু মজুরি কম দাও।

## در بیان احترام از دشمنان

از دو کس پرہیز کن اے ہوشیار ☆ تا نہ بینی نکبتے در روزگار  
اول از دشمن کہ او استیزہ روست ☆ ولگے از صحبت نادان دوست  
خویش را از نزد دشمن دور دار ☆ یار نادان را ز خود مجبور دار  
اے پسر کم گوی با مردم دُرشست ☆ ور بگوئی با تو گردانند پشت  
بہترین خصلت اگر دانی کراست ☆ آنکہ داد انصاف و انصافش نخواست  
چوں حدیث خوب گوئی با فقیر ☆ بہ بود زانش کہ پوشانی حریر  
خشم خوردن پیشہ ہر سرورست ☆ تلخ باشد وز شکر شیریں ترست  
ہر کہ با مردم نہ سازد در جہاں ☆ زندگانی تلخ دارد بے گمان  
آنکہ شوخ ست و ندارد شرم نیز ☆ دانکہ او ناپاک زادست اے عزیز  
از ملامت تا بہانی در اماں ☆ باش دائم ہمنشین زیر کان

## দুশমনদের থেকে দূরে থাকার বর্ণনা

৫০১. হে দূর্বশী! দু'ব্যক্তি থেকে দূরে থাক। যেন কালের কোন বিপদ দেখতে না হয়।

৫০২. প্রথমত ওই দুশমন থেকে যে ঝগড়াটে এবং (দ্বিতীয়ত) মূর্খ বন্ধুর সংসর্গ থেকে।

৫০৩. নিজেকে দুশমনের নিকট থেকে দূরে রাখ। মূর্খ বন্ধুকে নিজের থেকে আলাদা রাখ।

৫০৪. হে বৎস! মানুষের সাথে শক্ত কথা কম বল, আর যদি বল তবে সে তোমার থেকে পৃষ্ঠ ফিরিয়ে নেবে।

৫০৫. উত্তম চরিত্র কারও যদি জানতে চাও তবে সেই যে ন্যায় বিচার করে কিন্তু তোমার থেকে ন্যায় বিচার চায়নি।

৫০৬. যখন তুমি ফকিরের সাথে ভালো কথা বল, এটা তাকে রেশমী পোষাক পরিধান করানোর চেয়েও উত্তম।

৫০৭. ক্রোধ হজম করা প্রত্যেক নেতার বৈশিষ্ট্য। ইহা তিক্ত তবে চিনির চেয়েও মিষ্ট।

৫০৮. যে ব্যক্তি মানুষের সাথে দুনিয়াতে মিলেমিশে থাকে না নিশ্চয় তার জীবন তিক্ত হবে।

৫০৯. যে ব্যক্তি বেয়াদব এবং লজ্জাও নেই হে প্রিয়! জেনে রাখ সে হারামজাদা (জারজ সন্তান)।

৫১০. যেন তুমি তিরস্কার থেকে নিরাপদ থাকতে পার, সর্বদা দূরদর্শী লোকদের সংস্পর্শে থাক।

### در بیان آنکه خواری آورد

هشت خصلت آورد خواری بروی ☆ با تو می گویم گرهی گوی گوی  
اول آن باشد که مانند گس ☆ مرد ناخوانده شود مہمان کس  
هر که او مہمان کسی ناخوانده شد ☆ نزد مردم خوار و زار رانده شد  
دیگر آن باشد که نادانے رود ☆ کد خدائے خانه مردم شود  
کار کردن بر حدیث آن دو مرد ☆ کز سر جہل اند دائم در نبرد  
هر که بنشیند ز بردست صدور ☆ گر رسد خواری برویش نیست دور  
نیست جمع را چو بر قول تو گوش ☆ صد سخن گر باشدش یکسر پوش  
حاجت خود را مگو بادشمنان ☆ زیں بتر خواری نباشد در جہاں  
از فرومایہ مراد خود مجوی ☆ تا نیاید مر تو را خواری بہ روی  
با زن و کودک مکن بازی ہلا ☆ تا نگردي خوار و زار و مبتلا

### যেসব জিনিস লাঞ্ছনা বয়ে আনে তার বর্ণনা

৫১১. আটটি জিনিস চেহারায় লাঞ্ছনা বয়ে আনে, যদি তুমি বলতে বল, তাহলে আমি তোমাকে বলছি।

৫১২. প্রথমত এই যে মাছির মতো আহ্বান ছাড়াই কারো মেহমান হয়ে যাওয়া।

৫১৩. যে অনাহৃত ব্যক্তি কারো মেহমান সে মানুষের নিকট লাঞ্ছিত অপদস্থ এবং বিতাড়িত হল।

৫১৪. দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তি যে মূর্খ মানুষের ঘরের সর্দার হয়ে যায়।

৫১৫. তৃতীয়ত সেই দুঃব্যক্তির কথার ওপর কাজ করা। যারা মূর্খতাবশত সর্বদা ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে।

৫১৬. চতুর্থত যে ব্যক্তি সর্দারদের চেয়ে উঁচু স্থানে বসে, যদি তার চেহারায় লাঞ্ছনা আসে, তবে তা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয়।

৫১৭. পঞ্চমত যখন কোন (হীন লোকের) দল তোমার কথা না শুনে (মানে), যদি শত কথাও থাকে, তবে তাদের থেকে গোপন করে নাও।

৫১৮. ষষ্ঠ নিজের প্রয়োজন দুশমনদের কাছে বলো না, পৃথিবীতে এর চেয়ে মারাত্মক অপমান আর নেই।

৫১৯. সপ্তম হীন লোকের কাছে নিজের প্রয়োজন উত্থাপন করো না, যেন তোমার চেহারায় লাঞ্ছনা না আসে।

৫২০. অষ্টম সাবধান নারী ও শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করো না, যেন তুমি অপমানিত লাঞ্ছিত ও বিপদগ্রস্ত না হও।

### در بیان زندگانی خوش

در جہاں شش چیزی آید بکار ☆ اولًا یار و طعام خوشگوار  
خوش بود یار موافق در جہاں ☆ باز مخدومے کہ باشد مہرباں  
هر سخن کاں راست گوی و درست ☆ بہ ز دنیا زانکہ دروے نفع تست  
آنچه ارزانت عالم دو بہاش ☆ عقل کامل داں تو زو دل شاد باش

☆ دشمن حق را نباید داشت دوست ☆ باز گشت جمله چوں آخر بدوست  
☆ عیب کس با او نمی باید نمود ☆ زانکه نبود هیچ لحه بے غدود  
☆ از خدا خواه آنچه خواهی اے پسر ☆ نیست در دست خلایق خیر و شر  
☆ بندگان را نیست ناصر جز اِله ☆ یاری از حق خواه و از غیرش نخواه  
☆ آنکه از قهر خدا ترسد بے ☆ بیگماں ترسد ازوے هر کس  
☆ از بدی گفتن زباں را هر که بست ☆ کرد شیطان لعین را زیر دست

### আনন্দময় জীবনের বর্ণনা

৫২১. দুনিয়াতে ছয়টি জিনিস কাজে আসে, প্রথমত বন্ধু ও মানোরম খাবার।
৫২২. পৃথিবীতে উপযুক্ত বন্ধু থাকা উত্তম, তারপর দয়ালু মুরব্বী।
৫২৩. যে কথটি তুমি সত্য এবং সঠিক বলবে, তা সারা পৃথিবী হতে উত্তম।  
কেননা তাতে তোমারই ফায়দা।
৫২৪. সেই জিনিস যার মূল্য হিসাবে সারা পৃথিবী সস্তা, জেনে রাখ (তা হল)  
পূর্ণ জ্ঞান, তা হাসিল হয়ে গেলে তুমি আনন্দিত থাক।
৫২৫. আল্লাহর দুশমনকে বন্ধু মনে করা উচিত নয়, পরিশেষে যখন  
সকলকেই তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।
৫২৬. কারো দোষ তার নিকট প্রকাশ না করা উচিত, কেননা গোস্ত নষ্ট  
রক্তের জমাট পিঁ থেকে মুক্ত নয়।
৫২৭. হে বৎস! যা কিছু চাওয়ার আল্লাহর কাছে চাও, ভালো-মন্দ মাখলুকের  
হাতে নয়।
৫২৮. বান্দাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোন সাহায্যকারী নেই। সাহায্য  
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর এবং তিনি ব্যতীত অন্যদের কাছে চেয়ো না।
৫২৯. যে ব্যক্তি আল্লাহর গণ্যকে খুব ভয় পায়, নিশ্চয় তাকে সকলে ভয়  
করে।
৫৩০. যে ব্যক্তি অন্যায় কথা হতে জিহ্বাকে বন্ধ রাখল সে বিতাড়িত  
শয়তানকে পরাজিত করল।

### در بیان آنکه اعتماد در انشاید

☆ کس نیابد پنج چیز از پنج کس ☆ یاد گیر از ناصح خود اے صاحب نفس  
☆ نیست اول دوستی اندر ملوک ☆ ایں سخن باور کن اہل سلوک  
☆ سفلہ را با مرؤت ننگری ☆ هیچ بد خوے نیابد مہتری  
☆ ہر کہ بر مال کساں دارد حسد ☆ بوئے راحت بر دماغش کے رسد  
☆ آنکہ کذب ست و می گوید دروغ ☆ نیست او را در وفا داری فروغ

### যে জিনিস ভরসার উপযুক্ত নয় তার বর্ণনা

৫৩১. পাঁচ (প্রকারের) জিনিস পাঁচ প্রকারের মানুষ থেকে পায় না।  
প্রাণচঞ্চলা উপদেশদানকারী থেকে মুখস্থ করে নাও।
৫৩২. প্রথমত বাদশাহের মধ্যে (খাঁটি) বন্ধুত্ব নেই। আল্লাহর পথে চলমান  
ব্যক্তির একথা বিশ্বাস করেন।
৫৩৩. কোন নীচুকে তুমি মানবতা বিশিষ্ট দেখবে না। কোন অসৎ চরিত্র  
মানুষ নেতৃত্ব পাবে না।
৫৩৪. যে ব্যক্তি মানুষের সম্পর্কে হিংসা করে। রহমতের স্রাণ মস্তিষ্কে  
পৌছবে?
৫৩৫. যে ব্যক্তি মিথ্যুক এবং মিথ্যা কথা বলে, তার বিশ্বস্ততায় কোন উন্নতি  
(আস্থা) নেই।

### در بیان نصیحت و خیر اندیشی

☆ ہر کہ را سہ کار عادت باشد شش ☆ در جہاں بخت و سعادت باشدش  
☆ اولاً گر بیند او عیب کساں ☆ در ملامت هیچ نگشاید زباں

هر کرا بینی بره ناصواب ☆ سر برایش آر تا یابی ثواب  
زحمت خود را ز مردم دور دار ☆ بار خود بر کس میکن زنهار

### উপদেশ ও মঙ্গল কামনার বর্ণনা

৫৩৬. যার তিনটি কাজের অভ্যাস থাকবে দুনিয়াতে তার সফলতা ও সৌভাগ্য অর্জিত হবে।
৫৩৭. প্রথম এই যে, যদি সে মানুষের দোষ দেখে তবে তিরস্কারের উদ্দেশ্যে মুখ খোলে না।
৫৩৮. যাকে তুমি বিপথে দেখ তাকে সুপথে আনয়ন কর, যাতে সওয়াব লাভ করতে পার।
৫৩৯. নিজের কষ্টকে মানুষের থেকে দূরে রাখ অর্থাৎ উপকার করতে গিয়ে নিজের কষ্টকে বরণ করে নাও। নিজের বোঝা কখনো কারো ওপর ফেলো না।

### در بیان تسلیم

گر همی خواهی که باشی رستگار ☆ رخ مگردان اے برادر از سه کار  
اولاً دیدن بود حکم قضا ☆ بعد از آن جستن بجان و دل رضا  
چیت سویم دور بودن از جفا ☆ هر که این دارد بود آبل صفا  
هر که دارد دانش و عقل و تمیز ☆ جز بره حق نه بخشد هیچ چیز  
صدق کالوده گردد با ریا ☆ که بود آن خیر مقبول خدا  
گر عمل خالص نباشد همچو زر ☆ قلب را ناقد نیارد در نظر  
تا توانگر باشی اندر روزگار ☆ نفس را از آرزوها دور دار

### আত্মসমর্পনের বর্ণনা

৫৪০. যদি তুমি মুক্তি পেতে চাও, হে ভাই! তিনটি কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।
৫৪১. প্রথমে দেখতে হয় আল্লাহর ফয়সালা। তারপর মনে প্রাণে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা।
৫৪২. তৃতীয়টি কি? জুলুম হতে দূরে থাকা। যার এ গুণগুলো থাকবে সেই পরিচ্ছন্ন অন্তরের অধিকারী অর্থাৎ আল্লাহর অলী।
৫৪৩. যার জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি আছে আল্লাহর পথ ছাড়া (কোথাও) কোন জিনিস দান করে না।
৫৪৪. যে দান রিয়া (কপটতা) মিশ্রিত সেই দান করে আল্লাহর নিকট মকবুল হবে?
৫৪৫. যদি আমল স্বর্ণের মতো খাঁটি না হয়। যাচাইকারী খাদযুক্ত অচল মুদ্রাকে নজরে আনে না (গ্রহণ করে না)।
৫৪৬. যেন তুমি কালের (প্রসিদ্ধ) দানশীল হও। নফস (প্রবৃত্তি)-কে সকল আকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে রাখ।
৫৪৭. আমি তোমাকে এমন শিক্ষা দিলাম, হে বৎস! তাসলীম ও রেজাকে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করাকে মেনে নাও।

### در بیان کرامات حق

چار چیز است از کرامتهائے حق ☆ یاد دارش چوں ز من گیری سبق  
اولاً صدق زبانت در سخن ☆ ولگه حفظ امانت فهم کن  
پس سخاوت هست از فضل إله ☆ فضل حق داں در نظر داری نگاه  
تا توانی دور باش از سود خوار ☆ زانکه هست از دشمنان کردگار  
هر کرا حق داده باشد این چهار ☆ باشد آنکس مؤمن و پرہیزگار  
پیش مردم آنکه رازت کرد فاش ☆ هدم آن ابلہ باطل مباش

☆ هر که باشد مانع عشر و زکوة ☆ وانکه غافل وار بگذارد صلاة  
☆ پر حذر باش از چنان کس نهنهار ☆ تا نه سوزد مر ترا آسب نار

### আল্লাহর অনুগ্রহের বর্ণনা

৫৪৮. চারটি জিনিস আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। যখন আমার কাছ থেকে সবক নিজেছ তাকে মুখস্থ রাখ।
৫৪৯. প্রথমত কথা-বার্তায় তোমার মুখের সত্যবাদীতা এবং আমানতের হেফাজত বুঝে নাও।
৫৫০. অতঃপর দানশীলতা আল্লাহর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। তাকে আল্লাহর অনুগ্রহ মনে কর যদি তোমার দৃষ্টি থাকে।
৫৫১. যথাসম্ভব সুদখোর থেকে দূরে থাক, কেননা সে আল্লাহর দুশমনদের অন্তর্ভুক্ত।
৫৫২. যাকে আল্লাহ তাআলা এ চারটি জিনিস দিয়েছেন, সে ব্যক্তি ঈমানদার ও পরহেযগার হবে।
৫৫৩. যে ব্যক্তি মানুষের সামনে তোমার গোপন কথা ফাঁস করে দিল সে অসৎ ও নির্বোধের বন্ধু হয়ো না।
৫৫৪. যে ব্যক্তি ওশর ও যাকাত আদায়ে বাধ সাধে এবং যে ব্যক্তি অমনোযোগীর ন্যায় নামায আদায় করে।
৫৫৫. খবরদার! এমন মানুষকে পুরোপুরি ভয় কর, যেন জাহান্নামের অগ্নি তোমাকে প্রজ্জ্বলিত করতে না পারে।

### در بیان فروخردن خشم

☆ لذتِ عمرت اگر باید بدهر ☆ باش دائم پر حذر از خشم و قهر  
☆ چون نگرود خلق باخوئے تو راست ☆ گر بخوئے مردماں سازی رواست  
☆ اے برادر تکیه بر دولت مکن ☆ یاد دار از ناصح خود ایس سخن

☆ سود نکند گر گریزی از قضا ☆ هر چه می آید بداں می ده رضا  
☆ زان چه حاصل نیست دل خرسند دار ☆ گوش دل را جانب ایس پند دار  
☆ هر که او با دوستاں یک دل بود ☆ جمله مقصود دلش حاصل بود

### ক্রোধ হজম করার বর্ণনা

৫৫৬. যুগ যুগ ধরে যদি তুমি যিন্দেগীর স্বাদ লাভ করতে চাও, তাহলে সর্বদা রাগ ও ক্রোধকে ভয় কর।
৫৫৭. যদি মাখলুক তোমার অভ্যাসের সাথে একমত না হয়, তুমি মানুষের অভ্যাসের সাথে একমত হও তাহলে ঠিক আছে।
৫৫৮. হে ভাই! সম্পদের ওপর ভরসা করো না, স্বীয় মঙ্গলকামীর নিকট থেকে একথা স্মরণ রাখ।
৫৫৯. যদি তাকদীরের ফয়সালা থেকে পলায়ন কর তাহলে লাভ হবে না। যা কিছু আসে তার ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ কর।
৫৬০. যা কিছু তোমার হাসিল হয়নি তার ওপর খুশি থাক, এ উপদেশের প্রতি অন্তরের কান লাগিয়ে মনযোগ দিয়ে শুন।
৫৬১. যে ব্যক্তি বন্ধুদের সাথে একমত হয়, তার মনের সকল উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

### در بیان جهان فانی

☆ در جهان دانی که باشد معتبر ☆ آں که او را باک نبود از خطر  
☆ کم کند باکس وفا ایس روزگار ☆ جور دارد نیستش با مهر کار  
☆ آنکه با تو روز غم بودست یار ☆ روز شادی هم پیرش نهنهار  
☆ روز نعت گر تو پردازی به کس ☆ روز محنت باشدت فریاد رس

☆ چوں بیایی دولتت از مستعان ☆ اندر آں دولت پیرس از دوستان  
☆ مر ترا هر کس که یارِ غم بود ☆ چوں رسد شادی هماں هدم بود

### ধ্বংসশীল দুনিয়ার বর্ণনা

৫৬২. তুমি কি জান যে, পৃথিবীতে কে গ্রহণযোগ্য? সে সেই, যে বিপদকে ভয় করে না।
৫৬৩. কাল মানুষের সাথে কমই বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়, জুলুম করতে অভ্যস্ত, ভালবাসা ও মানবতার সম্পর্ক নেই।
৫৬৪. যে ব্যক্তি দুঃখের দিন তোমার বন্ধু ছিল, খবরদার! খুশির দিনেও তার অবস্থা জিজ্ঞাসা কর।
৫৬৫. যদি তুমি সুখের দিনে কারো সাথে সম্পর্ক রাখ, সে দুঃখের দিনে তোমার সাহায্যকারী হবে।
৫৬৬. যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সম্পদ পাও, সেই সম্পদের (আনন্দের) ভেতর বন্ধুদের অবস্থার খোঁজ নাও।
৫৬৭. যে ব্যক্তি তোমার বিপদের বন্ধু হবে, যখন সুখ আসবে তখনও সে তোমার বন্ধু হবে।

### در بیان معرفت اللہ

☆ معرفت حاصل کن اے جانِ پدر ☆ تا بیایی از خدائے خود خبر  
☆ هر که عارف شد خدائے خویش را ☆ در فنا بیند بقائے خویش را  
☆ هر که او عارف نباشد زنده نیست ☆ قرب حق را لائق و ارزنده نیست  
☆ هر که او را معرفت حاصل نشد ☆ هیچ با مقصود خود واصل نشد  
☆ نفس خود را چوں تو بشناسی دلا ☆ حق تعالی را بدانی با عطا  
☆ عارف آں باشد که باشد حق شناس ☆ هر که عارف نیست گردد ناسپاس

☆ هست عارف را بدل مهر و وفا ☆ کار عارف جمله باشد باصفا  
☆ هر که او را رفعت بخشد خدائے ☆ غیر حق را در دل او نیست جائے  
☆ نزد عارف نیست دنیا را خطر ☆ بلکه بر خود نیستش هرگز نظر  
☆ معرفت فانی شدن در وے بود ☆ هر که فانی نیست عارف کے بود  
☆ عارف از دنیا و عقبی فارغ ست ☆ ز آنچه باشد غیر مولی فارغ ست  
☆ همتِ عارف لقاے حق بود ☆ زانکه در حق فانی مطلق بود

### আল্লাহর মা'রিফাতের বর্ণনা

৫৬৮. হে ছেলে! মা'রিফাত (প্রভু পরিচয়) অর্জন কর, যেন স্বীয় প্রভু সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভ কর।
৫৬৯. যে স্বীয় প্রভুর পরিচয় লাভ করল, সে বিলীন হওয়ার মাঝেই নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পেল।
৫৭০. যে মা'রিফাত লাভ করল না সে জীবিত নয়, সে প্রভুর নৈকট্য লাভের উপযুক্ত নয়।
৫৭১. যার মা'রিফাত অর্জন হয়নি সে স্বীয় উদ্দেশ্যের কিছুই লাভ করল না।
৫৭২. হে নফস! যখন তুমি স্বীয় আত্মাকে চিনবে, আল্লাহ তাআলাকেই প্রকৃত দাতা মনে করবে।
৫৭৩. আরেফ সে ব্যক্তি যে, আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছে, যে আল্লাহর পরিচয় পায়নি সে অকৃতজ্ঞ।
৫৭৪. খোদাপ্রেমীর অন্তরে দয়া ও বিশ্বস্ততা আছে। খোদা প্রেমীর সকল কাজ পরিচ্ছন্ন হয়।
৫৭৫. যাকে আল্লাহ মা'রিফাত দান করেন, তার অন্তরে গায়রুল্লাহর কোন স্থান নেই।
৫৭৬. খোদাপ্রেমীর নিকট দুনিয়ার কোন মূল্য নেই বরং তার দৃষ্টি নিজের ওপরও পড়ে না।
৫৭৭. আল্লাহতে বিলীন হওয়ার নামই হল মা'রিফাত। যে নিজেকে বিলীন করে না সে কিভাবে খোদাপ্রেমী হবে?

৫৭৮. প্রকৃত খোদাপ্রেমী দুনিয়া ও আখেরাত হতে বেখবর। আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু থেকে সে বেখবর।

৫৭৯. খোদাপ্রেমীর উদ্দেশ্য হল আল্লাহর মুলাকাত। কেননা সে আল্লাহর ভেতর একেবারে বিলীন হয়ে যায়।

### در بیان مذمت دنیا

☆ با چه ماند ایں جہاں گویم جواب ☆ آنکہ بیند آدمی چیزے بخواب  
☆ چوں شود بیدار از خواب اے عزیز ☆ حاصلے نبود ز خوابت هیچ چیز  
☆ ہم چنینیں چوں زندہ افتاد و مرد ☆ هیچ چیزے از جہاں با خود نبرد  
☆ ہر کرا بودست کردار نکو ☆ در رہ عقبی بود ہمراہ او  
☆ ایں جہاں را چوں زنہ داں خوبروی ☆ خویش را آرید اندر چشم شوی  
☆ مرد را می پرورد اندر کنار ☆ مکر و شیوہ می نماید بے شمار  
☆ چوں بیابد خفتہ شو را ناگہاں ☆ بے گمان سازد ہلاکش آں زماں  
☆ بر تو باید اے عزیز پر ہنر ☆ کز چنینیں مکارہ باشی پر حذر

### দুনিয়ার খারাবির বর্ণনা

৫৮০. এ পৃথিবী কিসের সদৃশ আমি তার জবাব বলছি। তা হল, যেমন মানুষ কোন জিনিস স্বপ্নে দেখে।

৫৮১. হে প্রিয়! যখন তুমি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হবে, স্বপ্ন হতে তোমার কোন জিনিস অর্জিত হবে না।

৫৮২. এমনভাবে যখন কোন জীবিত ব্যক্তি মৃত্যু মুখে পড়ে, সে নিজের সঙ্গে দুনিয়া হতে কোন জিনিস নিয়ে যায় না।

৫৮৩. যার নেক আমল আছে তাই আখেরাতের পথে তার সঙ্গী হবে।

৫৮৪. এ দুনিয়াকে একজন সুন্দরী নারীর মতো মনে কর, যে স্বামীর সামনে নিজেকে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে।

৫৮৫. (একদিকে) স্বামীকে নিজ কোলে লালন পালন করে। (অন্যদিকে) সীমাহীন ষড়যন্ত্র ও অহংকার করে।

৫৮৬. যখন স্বামী একাকী শয়ন অবস্থায় পায়। নিঃসন্দেহে সেই সময়ই তাকে ধ্বংস করে দেয়।

৫৮৭. হে প্রিয় জ্ঞানী! তোমার জন্য উচিত এরূপ ষড়যন্ত্রকারী থেকে পূর্ণ সতর্ক থাকা।

### در بیان ورع

☆ در ورع ثابت قدم باش اے پسر ☆ گر ہی خواہی کہ گردی معتبر  
☆ خانہ دیں گردد آباد از ورع ☆ لیک می گردد خرابی از طمع  
☆ ہر کہ از علم ورع گیرد سبق ☆ دور باید بودنش از غیر حق  
☆ ترسگاری از ورع پیدا شود ☆ ہر کہ باشد بے ورع رسوا شود  
☆ با ورع ہر کس کہ خود را کرد راست ☆ جنبش و آرامش از بہر خداست  
☆ آنکہ از حق دوستی دارد طمع ☆ در محبت کاؤبش داں بے ورع

### সংযমশীলতার বর্ণনা

৫৮৮. হে বৎস! সংযমশীলতায় অটল থাক, যদি তুমি বিশ্বস্ত হতে চাও।

৫৮৯. সংযমশীলতায় দীনের ঘর আবাদ হয়, কিন্তু লালসার কারণে ধ্বংস আসে।

৫৯০. যে ব্যক্তি ইলম এবং সংযমশীলতা থেকে শিক্ষা নেয়, তাঁর উচিত আল্লাহ ছাড়া অন্যদের থেকে দূরে থাকা।

৫৯১. আল্লাহর ভয় পরহেযগারী থেকে পয়দা হয়। যে পরহেযগারী না হয় সে অপমানিত হয়।

৫৯২. যে সংযমশীলতা দ্বারা নিজেকে ঠিক রেখেছে তার নড়া চড়া কাজকর্ম ও আরাম করা আল্লাহর জন্য।

৫৯৩. যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্বের আশা করে পরহেযগারী ব্যক্তিত্ব তাকে ভালবাসার দাবিতে মিথ্যাবাদী মনে কর।

### در بیان تقوی

☆ چیت تقوی ترک شبهات و حرام  
☆ از لباس و از شراب و از طعام  
☆ هر چه افزونست اگر باشد حلال  
☆ نزد اصحابِ ورع باشد وبال  
☆ چون ورع شد یار با علم و عمل  
☆ حسنِ اخلاص ترا ناید خلل  
☆ ناگہاں اے بنده گر کردی گناه  
☆ توبہ کن در حال و عذر آں بخواه  
☆ چوں گناه نقد آمد در وجود  
☆ توبہ نسبیہ ندارد هیچ سود  
☆ در انابت کاملی کردن خطاست  
☆ بر امید زندگانی کال بیوفاست

### খোদাভীরতার বর্ণনা

৫৯৪. তাকওয়া বা খোদাভীর কি জিনিস? পোষাক এবং খানপিনা থেকে সন্দেহজনক ও হারাম কাজকে ছেড়ে দেওয়া।

৫৯৫. যা কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত যদিও হালাল খোদাভীরদের নিকট মুসিবতস্বরূপ।

৫৯৬. যখন ইলম ও আমলের সাথে তাকওয়া সাহায্যকারী হবে, তোমার ইখলাসের সৌন্দর্য হ্রাস পাবে না।

৫৯৭. হে আল্লাহর বান্দা! যদি হঠাৎ তুমি গোনাহ করে ফেল। তাৎক্ষণিকভাবে তওবা কর এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর।

৫৯৮. যখন নগদ গোনাহ অস্তিত্বে আসল বাকী তওবা কেনা উপকারে আসবে না।

৫৯৯. বেঁচে থাকার আশায় তওবা এবং আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করার ব্যাপারে অলসতা করা অন্যায়। কেননা জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই।

### در بیان فوائد خدمت

☆ تا توانی اے پسر خدمت گزین  
☆ بندۀ چوں خدمت مرداں کند  
☆ بہر خدمت ہر کہ بر بندد میاں  
☆ ہر کہ پیش صالحاں خدمت کند  
☆ خادماں را ہست در جنت مآب  
☆ خادماں باشند انخواں را شفیع  
☆ گرچہ خادم عاصی و مفلس بود  
☆ می دہد ہر خادمے را مستعان  
☆ بہر خدمت ہر کہ بر بندد کمر  
☆ ہر کہ خادم شد جنانش می دہند

### খেদমতের উপকারিতার বর্ণনা

৬০০. হে ছেলে! যথাসম্ভব খেদমত অবলম্বন কর। যাতে তোমার উদ্দেশ্যের ঘোড়া জিনের নিচে (বসে) থাকে।

৬০১. যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর বান্দার খেদমত করে ঘূর্ণয়মান গম্বুজ (আকাশ অর্থাৎ সারা পৃথিবী) তার খেদমত করে।

৬০২. যে ব্যক্তি খেদমতের জন্য কোমর বাঁধে। সে পৃথিবীর মুসিবত থেকে নিরাপদে থাকে।

৬০৩. যে ব্যক্তি নেককারদের সম্মুখে খেদমত করে আল্লাহ তাআলা তাকে সম্মান ও সম্পদ দান করেন।



৬০৪. খেদমতকারীদের ঠিকানা জান্নাতে। হাশরের দিন হিসাব ও শাস্তি ব্যতীত জান্নাতে যাবে।

৬০৫. খেদমতকারী ভাইদের সুপারিশকারী হবে। এদের জায়গা বেহেশতে সমুচ্ছ হবে।

৬০৬. যদি খেদমতকারী গোনাহগার ও নিঃস্ব হয় তবুও একশ কৃপণ ইবাদতকারী থেকে উত্তম।

৬০৭. আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক খেদমতকারীকে দান করেন রোযাদারদের এবং রাত জাগরণকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব ও প্রতিদান।

৬০৮. খেদমতের জন্য যে কোমর বাঁধে সে মা'রিফতের গাছ থেকে ফল পাবে।

৬০৯. যে খেদমতকারী হল তাকে জান্নাত দান করেন এবং পরন্তু তাকে জিহাদকারীদের সমপরিমাণ সওয়াবও দান করেন।

### در بیان صدقه

تا اماں باشی ز قهر کردگار ☆ صدقه می ده در نهان و آشکار  
 صدقه ده هر با مداد و هرپگاه ☆ تا بلاها از تو گرداند راله  
 هر که او را خیر عادت می شود ☆ بے گماں عمرش زیادت می شود  
 آنکه نیکی می کند در حق ناس ☆ بهترین مردماں او را شناس  
 آنکه از دے هست مردم را ضرر ☆ در میان حلق زو نبود بتر  
 دیں ندارد هر که نبود ترسگار ☆ نیست عقل آزار که باشد نابکار  
 با ورع باش اے پسر گر مومنی ☆ کافری از قهر حق گر ایمنی  
 هر کرا نبود ورع ایمانش نیست ☆ هر کرا نبود حیا إحسانش نیست  
 توبه بنود هر کرا توفیق نیست ☆ حق نہ بیند هر کرا تحقیق نیست

### সদকা করার বর্ণনা

৬১০. যদি তুমি আল্লাহ তাআলার ক্রোধ থেকে নিরাপদ থাক তবে প্রকাশ্যে ও গোপনে সদকা দিতে থাক।

৬১১. প্রতিদিন সকালে সদকা দাও যেন আল্লাহ তাআলা তোমার থেকে বিপদাপদ দূর করে দেন।

৬১২. যার দান করার অভ্যাস হবে নিঃসন্দেহে তার হায়াত বৃদ্ধি পাবে।

৬১৩. যে ব্যক্তি মানুষের কল্যাণকর কাজ করে তাকে সবচেয়ে উত্তম মানুষ মনে কর।

৬১৪. যার দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয়, মাখলুকের মধ্যে তার চেয়ে নিকৃষ্ট আর কেউ নেই।

৬১৫. যে সংযমশীল নয় ভেতরে দীন নেই। যে ব্যক্তির কোন জ্ঞান নেই সে কর্মহীন।

৬১৬. হে ছেলে! যদি তুমি মুমিন হও তবে সংযমশীল হও, যদি আল্লাহর গণ্যকে ভয় না কর তবে তুমি কাফের হয়ে যাবে।

৬১৭. যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই তার ঈমান নেই এবং যার লজ্জা নেই তার ইখলাস নেই।

৬১৮. যার তাওফীক নেই তার তওবা (নসীব) হয় না এবং যার অনুসন্ধান নেই সে সঠিক বিষয় উপলব্ধি করতে পারে না।

### در بیان تعظیم مهمان

اے برادر مهمان را نیک دار ☆ هست مهمان از عطائے کردگار  
 مهمان روزی بخود می آورد ☆ پس گناه میرزاں را می برد  
 هر کرا جبار دارد دشمنش ☆ باز دارد مهمان از مسکنش  
 اے برادر دار مهمان را عزیز ☆ تا بیایی عزت از رحماں تو نیز  
 مؤمنی کو داشت مهمان را نکو ☆ حق کشاید باب جنت را برو

☆ ھر ڪرا شد طبع از مھمان ملول ☆ از وے آزارد خدا و ھم رسول  
 ☆ بندہ کو خدمت مھمان ڪند ☆ خويش را شائستہ رحماں ڪند  
 ☆ ھر ڪہ مھمان را بروے تازہ دید ☆ از خدا اَلطاف بے اندازہ دید  
 ☆ از تڪلف دور باش اے ميزباں ☆ تا گرائی نبودت از مھمان  
 ☆ مھمان را اے پسر اعزاز ڪن ☆ گر بود ڪافر برو در باز ڪن  
 ☆ مھمان ھست از عطاہائے ڪريم ☆ ھر ڪہ زو پنهان شود باشد لئيم  
 ☆ معرفت داری گرہ بروز بند ☆ چوں رسد مھمان برویش در بند  
 ☆ خیز و بر خوان ڪسے مھمان مشو ☆ چوں رسد مھمان ازو پنهان مشو  
 ☆ ھر ڪہ مھمان را گرامی می ڪند ☆ ڪوششے در نيك نامی می ڪند  
 ☆ ھر ڪہ مھمانت شود از خاص و عام ☆ پیش او می باید آوردن طعام  
 ☆ آنچہ داری ز اندک و بیش اے پسر ☆ بُرد باید پیش درویش اے پسر  
 ☆ ناں بدہ بر جانعاں بہر خدائے ☆ تا دھندت در بہشت عدن جائے  
 ☆ با تن غور آں کہ بخشد جامہ ☆ حق دہد او را ز رحمت نامہ  
 ☆ ھر ڪہ ثوبے با تن عارے دہد ☆ در دو عالم ایزدش نورے دہد  
 ☆ گر بر آری حاجت محتاج را ☆ بر سر از اقبال یابی تاج را  
 ☆ ھر ڪرا باشد دولت بخت یار ☆ خیر و رزد در نہان و آشکار  
 ☆ اے پسر ہرگز مخور نانِ بخیل ☆ کم نشین در عمر بر خوانِ بخیل  
 ☆ نانِ ممک جملہ رنجست و عنا ☆ می شود نانِ سخنی نور و صفا  
 ☆ تا نخوانندت بخوانِ ڪس مرو ☆ در پئے مردار چون ڪر گس مرو

چشمِ نیکی از خسیسِ دوں مدار ☆ سقفِ ویراں را تو براستوں مدار  
 گر کنی خیرے تو آں از خود میں ☆ ہر چہ بینی نیک بین و بد میں

### মেহমানের সম্মান করার বর্ণনা

৬১৯. হে ভাই! মেহমানকে খুশি রাখ, মেহমান হল আল্লাহর দান।
৬২০. মেহমান স্বীয় খাদ্য সঙ্গে নিয়ে আসে। অতঃপর মেজবানের গোনাহ নিয়ে যায়।
৬২১. যাকে আল্লাহ স্বীয় দুশমন মনে করেন তার ঘর থেকে মেহমানকে দূরে রাখেন।
৬২২. হে ভাই! মেহমানকে সম্মান কর যেন তুমিও আল্লাহর কাছে সম্মান লাভ কর।
৬২৩. যে মুমিন মেহমানকে খুশি রাখল আল্লাহ তাআলা তার ওপর বেহেশতের দরজা খুলে দেন।
৬২৪. মেহমান দেখে যার মন খারাপ হয় তার প্রতি আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) অসন্তুষ্ট হন।
৬২৫. যে বান্দা মেহমানের খেদমত করে সে নিজকে আল্লাহর (রহমতের) যোগ্য করে।
৬২৬. হে মেহমানকে সজীব মুখে দেখল সে আল্লাহর পক্ষ থেকে অগণিত দয়া লাভ করবে।
৬২৭. মে মেজবান! লৌকিকতা থেকে দূরে থাক, মেহমান তোমার জন্য বোঝা নয়।
৬২৮. হে বৎস! মেহমানকে সম্মান কর, যদি সে কাফের ও হয় তবুও তার জন্য দরজা খোলা রাখ।
৬২৯. মেহমান আল্লাহর দানের অন্তর্ভুক্ত, যে তার থেকে পলায়ন করে সে ইতর।
৬৩০. যদি তোমার খোদাপ্রেম থাকে তবে সম্পদে গিরা দিও না, যখন মেহমান আসে তবে তার সামনে দরজা বন্ধ করো না।

৬৩১. উঠ! এবং কারো দস্তুরখানের ওপর মেহমান হয়ো না, যখন কোন মেহমান পৌঁছে তার থেকে পলায়ন করো না।

৬৩২. যে মেহমানের সম্মান করে সে সুনাম অর্জনে অনেক চেষ্টা করে।

৬৩৩. বিশিষ্ট অথবা সাধারণ যে কেউ তোমার মেহমান হোক তার সামনে খানা হাজির করা উচিত।

৬৩৪. হে ছেলে! কম বেশি তোমার যা কিছু আছে তা দরবেশের সামনে হাজির করা উচিত।

৬৩৫. ক্ষুধার্তদিগকে আল্লাহর ওয়াস্তে রুটি দান করে, যেন তোমাকে চিরকাল বেহেশতে স্থান দেয়।

৬৩৬. নগ্ন দেহকে যে একটি জামা দান করলো আল্লাহ তাআলা তার জন্য রহমতের ভাণ্ডার জামা করেন।

৬৩৭. যে ব্যক্তি উলঙ্গ শরীরকে একটি কাপড় দেয় আল্লাহ তাআলা তাকে উভয় জাহানে বড় নূর দান করেন।

৬৩৮. যদি তুমি কোন অভাবীর প্রয়োজন পূর্ণ কর, তাহলে তোমার মাথায় সৌভাগ্যের টুপি স্থান পাবে।

৬৩৯. যার ভাগ্য সম্পদের সঙ্গী হবে সে দান করবে প্রকাশ্যে ও গোপনে।

৬৪০. হে বৎস! কখনো কৃপণের রুটি খেয়ো না, জীবনে কখনো কৃপণের দস্তুরখানে ও বসো না।

৬৪১. কৃপণের রুটি সম্পূর্ণ দুঃখ যন্ত্রণার কারণ, দানশীলের রুটি নূর এবং জ্যোতির্ময়।

৬৪২. যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে না ডাকে, কারো দস্তুরখানায় যেয়োনা, শকুনের মতো মৃত প্রাণীর পিছনে দৌড়িয়ে না।

৬৪৩. ইতর-কঙ্কুস থেকে মঙ্গলের আশা করো না, তুমি বিরান ছাদকে পিলারের ওপর রেখো না।

৬৪৪. যদি তুমি কোন মঙ্গলের কাজ কর তবে নিজের পক্ষ থেকে (করেছ) মনে করো না, যা কিছু দেখ (আল্লাহর হুকুমত অনুযায়ী) ভালোটি দেখ, খারাপটি দেখো না।

## در بیان علامتِ احمق

سه علامت دال که در احمق بود ☆ اَوَّلًا غافل ز یاد حق بود  
گفتن بسیار عادت باشدش ☆ کاهلی اندر عبادت باشدش  
اے پسرچوں احمق و جاہل مباحش ☆ یکدم از یاد خدا غافل مباحش  
هر که او از یاد حق غافل بود ☆ از حماقت در ره باطل بود  
هیچ از فرمان حق گردن متاب ☆ تا نمائی روز محشر در عذاب  
باطل را اے پسر گردن منه ☆ نقد مرداں را بهر کودن منه  
در قضائے آسمانی دم مزن ☆ هر کسے را بیش بین و کم مزن  
دست خود را سوئے نامحرم میار ☆ جانب مال یتیمیاں ہم میار  
تا توانی راز با هدم گموائے ☆ گر تو باشی نیز با خود ہم گموائے  
تا شوی آزاد و مقبول اے عزیز ☆ بے طمع می باش گر داری تمیز

## বোকার চিহ্নসমূহের বর্ণনা

৬৪৫. তিনটি চিহ্ন মনে রাখ, যা বোকার মধ্যে থাকে। প্রথমত আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হবে।

৬৪৬. কথা বেশি বলার অভ্যাস হবে এবং ইবাদতে অলসতা থাকবে।

৬৪৭. হে ছেলে! বোকা এবং মূর্খের মতো হইও না। এক মুহূর্ত ও আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত হয়ো না।

৬৪৮. যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হবে সে বোকামীর কারণে বাতিলের পথে থাকবে।

৬৪৯. আল্লাহর আদেশ থেকে কখনো ঘাড় ঘুরাইও না, যাতে তুমি আখেরাত আযাবে নিপতিত না হও।

৬৫০. হে ছেলে! কোন অন্যায়ের অনুগত হইও না, কোন নির্বোধের কাছে মান ব্যক্তিত্বের পুঁজি (উপদেশ) রেখো না।

৬৫১. আসমানী ফয়সালার মধ্যে মন্তব্য করো না। প্রতিটি মানুষকে বড় মনে কর, ছোট মনে করো না।

৬৫২. স্বীয় হাতকে কোন অপরিচিতের সাথে মিলিও না, এতিমের মালের দিকেও (হাত) নিও না।

৬৫৩. যথাসম্ভব গোপন কথা সাথীদেরকে বলো না, যদি তুমি একাকী থাক তবে নিজের সাথেও বলো না।

৬৫৪. হে প্রিয়! যেন তুমি আয়াদ এবং গ্রহণযোগ্য হও, লালসা মুক্ত থাক, যদি তোমার হিতাহিত জ্ঞান থাকে।

### در بیان علامتِ فاسق

هست فاسق را سه خصلت در نهاد ☆ باشد اول در دلش حبّ فساد  
خصلتش آزردن خلق خداست ☆ دور دارد خویش را از راه راست

### পাপিষ্ঠের চিহ্নসমূহের বর্ণনা

৬৫৫. প্রথমত পাপিষ্ঠের মেজাজে তিনটি অভ্যাস থাকে। প্রথমত তার অন্তর ফাসাদের প্রতি আকর্ষণ থাকবে।

৬৫৬. (দ্বিতীয়) তার স্বভাব হল আল্লাহর মাখলুককে কষ্ট দেওয়া। তৃতীয় সে নিজেকে সোজা পথ থেকে দূরে রাখে।

### در بیان علامتِ شقی

هست ظاهر سه علامت در شقی ☆ می خورد دائم حرام از احمق  
بے طہارت باشد و بے گاہ خیز ☆ ہم از اہل علم باشد در گریز  
اے پر گریز از اہل علوم ☆ تا نہ سوزد مر ترا نار سموم

تا توانی بیچ کس را بد گوئی ☆ پیش مردم ہم عیب کس هرگز مجوے  
با طہارت باش و پاکی پیش کن ☆ وز عذاب گور ہم اندیش کن

### দূর্ভাগার চিহ্নসমূহ

৬৫৭. দূর্ভাগার মধ্যে তিনটি চিহ্ন সুস্পষ্ট। বোকামীর কারণে সে সর্বদা হারাম খায়।

৬৫৮. নাপাক থাকে এবং অসময়ে (নিদ্রা থেকে) উঠে। জ্ঞানীদের থেকে (দূরে) পলায়ন করে।

৬৫৯. হে ছেলে! জ্ঞানীদের থেকে পলায়ন করো না, যেন তোমাকে দোষখের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত না করে।

৬৬০. যথাসম্ভব কোন ব্যক্তিকে মন্দ বলো না।

৬৬১. পবিত্রতার সাথে থাক ও পবিত্রতাকে পেশা বানাও এবং কবর আযাবকে ভয় কর।

### در بیان علامتِ بخیل

سه علامت ظاهر آمد در بخیل ☆ با تو گویم یاد گیرش اے خلیل  
أولاً از سالکان ترساں بود ☆ وز بلائی جوع ہم لرزاں بود  
چوں رسد در ره بخویش و آشنا ☆ بگذرد زانجا و گوید مرجبا  
نیست از مالش کسے را فائده ☆ کم رسد با کس ز خویش مانده

### কৃপণের চিহ্নসমূহের বর্ণনা

৬৬২. কৃপণের তিনটি সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্ণিত হয়েছে। হে বন্ধু! আমি তোমাকে বলছি তুমি তা মুখস্ত করে নাও।

৬৬৩. প্রথমত ভিক্ষুকদেরকে ভয় পায় এবং ক্ষুধার বিপদে প্রকম্পিত হয়।

৬৬৪. যখন রাস্তার কোন আপনজন ও পরিচিতের সম্মুখীন হয়, সেই স্থান অতিক্রম করে আর মারহাবা বলে।

৬৬৫. তার সম্পদ দ্বারা কারো ফায়দা হয় না। তার খাঞ্চা থেকে কারো নিকট খানা কমই পৌঁছে।

### در بیان قساوت قلب

سخت دل را سه علامت یافتم ☆ چوں بدیدم رو ازو بر تانتم  
با ضعیفاں باشدش جور و ستم ☆ هم قناعت نبودش با بیش و کم  
موعظت هر چند گوئی بیشتر ☆ در دل سختش نباشد کار گر  
آهل دنیا را بمعنی مرده داں ☆ تا نباشی همنشیں بامرد گاں

### অন্তর কঠিন হওয়ার বর্ণনা

৬৬৬. আমি কঠিন হৃদয়ের তিনটি চিহ্ন পেয়েছি, যখন আমি দেখলাম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

৬৬৭. যে দুর্বলদের প্রতি অন্যায়, অত্যাচার করে। সে কম বেশির ওপর তুষ্ট হয় না।

৬৬৮. তুমি যত বেশি উপদেশ দেবে তার কঠিন হৃদয়ে কোন রেখাপাত করবে না।

৬৬৯. দুনিয়াদারকে মূলত মৃত মনে কর, তুমি কখনো মৃতদের বন্ধু হয়ো না।

### در بیان حاجت خواستن

حاجت خود را بجوئے از زشت روئے ☆ آنکه دارد روئے خوب از وئے بجوئے  
مؤمنے را با تو چون افتاد کار ☆ تا توانی حاجت او را بر آر

حاجت خود جز از سلطان نخواه ☆ چوں بجوایی یافت از درباں نخواه  
از وفات دشمنان شادی مکن ☆ از کس پیش کس آزادی مکن

### প্রয়োজন প্রার্থনা করার বর্ণনা

৬৭০. বদ-মেজাজ কৃপণের কাছে স্বীয় প্রয়োজন প্রার্থনা করো না, যে সজীব চেহারার অধিকারী তার কাছে প্রার্থনা কর।

৬৭১. যখন কোন মুমিনের তোমার কাছে প্রয়োজন হয়, যথসম্ভব তার প্রয়োজন পূর্ণ কর।

৬৭২. বাদশাহ ছাড়া কারো নিকট নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করো না, যদি তার কাছে না পাও, দারোয়ানের কাছে চেয়ো না।

৬৭৩. দুশমনের মৃত্যুতে আনন্দ করো না, কারো সম্মুখে কারো ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করো না।

### در بیان قناعت

با قناعت ساز دائم اے پر ☆ گرچه پہچ از فقر نبود تلخ تر  
هر سحر بر نیز و استغفار کن ☆ فرصتے اکنون که داری کار کن  
همنشیں خویش را غیبت مکن ☆ غیر شیطان بر کسے لعنت مکن  
چوں شود هر روز در عالم جدید ☆ از گناہاں توبہ می باید گزید  
هر که را ترس نباشد از خدا ☆ حق بترساند ز هر چیزی ورا  
تا توانی حاجت مسکین برار ☆ تا برآرد حاجت را کردگار  
هست مالت جمله در کف عاریت ☆ گر بماند از تو باشد زاریت  
عاریت را باز می باید سپرد ☆ پہچ کس دیدی کہ زر با خویش بُرد

☆ حاصل از دنیا چه باشد اے امیں ☆ نہ گزے کرپاس وسہ گز از زمیں  
☆ ہر چه دادی در رہ حق آن تست ☆ آنچه ماند از تو بلائے جان تست  
☆ ہر کہ با اندک ز حق راضی شود ☆ حاجت او را خدا قاضی شود  
☆ ہست دنیا بر مثال قطرہ ☆ بگذر از وے گر تو داری بہرہ  
☆ ہر کہ سازد بر سر پل خانہ ☆ نیست عاقل او بود دیوانہ  
☆ از خدا نبود روا جستن غنا ☆ ہست مؤمن را غنا رنج و عنا  
☆ فقر و درویشی شفائے مؤمن ست ☆ زآنکہ اندر وے صفائے مؤمن ست  
☆ مال و اولادت بمعنی دشمن اند ☆ گرچہ نزدیک تو چشم روشن اند  
☆ «إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ» را یاد گیر ☆ مال و ملک ایں جہاں را برباد گیر  
☆ مرد رہ را بود دنیا سود نیست ☆ ہر گز شش اندیشہ نابود نیست  
☆ ہر کہ از صدقش دل صافی بود ☆ خرقة با لقمہ کافی بود  
☆ ہر کہ در بسند زیادت می شود ☆ دور از آہل سعادت می شود  
☆ بندگان حق چوں جاں را باختند ☆ اسپ ہمت تا ثریا تاختند  
☆ تا نبازی در رہ حق آنچه ہست ☆ آنچه می باید کجا آید بدست

## অল্পে তুষ্টির বর্ণনা

৬৭৪. হে ছেলে! সর্বদা অল্পে তুষ্টির সাথে থাক, যদিও দরিদ্রতা থেকে তিক্ত জিনিস আর নেই।  
৬৭৫. প্রতি ভোর রাতে উঠো এবং ইস্তেগফার কর। এখন যে সুযোগ আছে তাকে কাজে লাগাও।

৬৭৬. স্বীয় বন্ধুদের গীবত করো না। শয়তান ব্যতীত কারো ওপর অভিসম্পাত করো না।  
৬৭৭. যখন প্রতিদিন নতুন দিন আসে, গোনাহসমূহ থেকে তাওবা করা উচিত।  
৬৭৮. যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না, আল্লাহ তাআলা তাকে প্রতিটি জিনিস দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করেন।  
৬৭৯. যথাসম্ভব অসহায়দের প্রয়োজন পূর্ণ কর, যেন আল্লাহ তাআলা তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করেন।  
৬৮০. তোমার সমস্ত সম্পদ তোমার হাতে ধার স্বরূপ। যদি (মৃত্যুর পর) অবশিষ্ট থেকে যায় তবে তা তোমার অক্ষমতা।  
৬৮১. ঋণ ফেরত দেওয়া উচিত। কাউকে দেখেছ কি? যে, স্বর্ণ সংগে নিয়ে গেছে।  
৬৮২. হে আমানতদার! দুনিয়া হতে কি অর্জন হবে? শুধু নয় গজ কাপড় আর তিন গজ জমি।  
৬৮৩. আল্লাহর পথে তুমি যা কিছু দিয়ে দিয়েছ, তাই তোমার মালিকানাধীন। যা কিছু তোমার কাছে রয়ে গেল তা (কিয়ামতের দিন) প্রাণের ওপর বিপদ হবে।  
৬৮৪. যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে অল্পে তুষ্ট হবে আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজন পূর্ণকারী হবেন।  
৬৮৫. দুনিয়া (একটি) পুলস্বরূপ, যদি তুমি (আখিরাতের) পথমুখি হও, তবে তা অতিক্রম করে যাও।  
৬৮৬. আল্লাহর কাছে সম্পদ প্রার্থনা করা বৈধ নয়। কষ্ট ও যন্ত্রণা মুমিনের জন্য ধনাঢ্যতা।  
৬৮৭. দরিদ্রতা ও নিঃস্বতা মুমিনের জন্য (বাতেনী) রোগমুক্তি, কেননা তাতে মুমিনের জন্য পরিচ্ছন্নতা রয়েছে।  
৬৮৮. তোমার সম্পদ ও সন্তান মূলত দুশমন। যদিও তোমার মতে চোখের জ্যোতি (স্বরূপ)।  
৬৮৯. নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও সম্মানাদি পরীক্ষার বস্তু, একে স্মরণ রাখ। এ পৃথিবীর সম্পদ ও রাজত্বকে বরবাদ মনে কর।

৬৯০. আল্লাহর পথের পথিকের জন্য দুনিয়াতে থেকে লাভ নেই। তার দুনিয়ায় থাকা না থাকার জন্য কোন আফসোস নেই।
৬৯১. যার অন্তর সততার কারণে পরিচ্ছন্ন থাকে তার একটি মোটা কাপড়ের জামা এবং একটি লোকমাই যথেষ্ট।
৬৯২. যে ব্যক্তি প্রাচুর্যের চিন্তায় মত্ত থাকে, সে সৌভাগ্যশীলদের থেকে দূরে থাকে।
৬৯৩. আল্লাহর বান্দাগণ যখন প্রাণের খেলা (বাড়ি) ধরেছে, সাহসের ঘোড়াকে সুরাইয়া পর্যন্ত দৌড়িয়েছে।
৬৯৪. যতক্ষণ পর্যন্ত সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে না দাও, তোমার যা কিছু দরকার (আল্লাহর সন্তুষ্টি) তা কোথেকে হস্তগত হবে।

### در بیان نتائج سخا می گوید

در سخا کوشش اے برادر در سخا ☆ تا بیانی از پی شدت رخا  
 باش پیوسته جو انمرد اے انی ☆ زانکه نبود دوزخی مرد سخی  
 در رخ مرد سخی نور و صفاست ☆ زانکه در جنت قرین مصطفاست  
 حق تعالیٰ بر در جنت نوشت ☆ اینکه جائے اسخیا باشد بهشت  
 اسخیا را با جهنم کار نیست ☆ جائے مُسک جز درون نار نیست  
 کارِ آہل بحل را تبلیس داں ☆ در جهنم ہدم ابلیس داں  
 ہچ ممسک نگذرد سوئے بہشت ☆ بلکہ با او گے رسد بوئے بہشت  
 آنکہ می خوانند مر او را سقر ☆ آہل کبر و بخل را باشد مقرر  
 ای پسر در مردی مشہور باش ☆ وز بخیلی وز تکبر دور باش  
 با سخا باش و تواضع پیشہ گیر ☆ تا شود روئے دلت بدر منیر

### দানশীলতার ফলাফলের বর্ণনা

৬৯৫. হে ভাই! দানশীলতার চেষ্টা কর। যেন তুমি কঠোরতার পর সচ্ছলতা লাভ কর।
৬৯৬. হে ভাই! সর্বদা দানশীল থাক। কেননা দানশীল লোক জাহান্নামী হয় না।
৬৯৭. দানশীল লোকের চেহারায় নূর এবং পরিচ্ছন্নতা থাকে। কেননা সে জান্নাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গী হবে।
৬৯৮. আল্লাহ তাআলা জান্নাতের দরজায় লিখেছেন যে, বেহেশত হল দানশীলদের স্থান।
৬৯৯. দানশীলদের জাহান্নামের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। কঙ্কুসের স্থান দোযখে বৈ নয়।
৭০০. কৃপনদের কাজ ধোঁকাবাজি জেনে রাখ, তাকে দোযখের ইবলীসের সাথী মনে কর।
৭০১. কোন কৃপন জান্নাতের দিকে যেতে পারবে না। বরং সে বেহেশতের ঘ্রাণও পাবে না।
৭০২. যাকে মানুষ দোযখ বলে তা অহংকারী ও কৃপনদের স্থান হবে।
৭০৩. হে ছেলে! মানবতায় প্রসিদ্ধ হয়ে যাও। কৃপণতা এবং অহংকার থেকে দূরে থাক।
৭০৪. দানশীলদের সাথে থাক এবং বিনয়কে পেশা বানাও, যেন তোমার হৃদয়ের চেহারা উজ্জ্বল চন্দ্র হয়ে যায়।

### در بیان کارهای شیطانی

چار خصلت فعل شیطانی بود ☆ داند لہنا ہر کہ رحمانی بود  
 عطشہ مردم چو بگذشت از یکے ☆ باشد آل از فعل شیطان بیشکے  
 خون بینی نیز از شیطان بود ☆ آنکہ ظاہر دشمن انساں بود  
 خامیازہ فعل شیطان ست وقتے ☆ اے پسر ایمن مباش از مکروئے

### শয়তানী কর্মসমূহের বর্ণনা

৭০৫. চারটি জিনিস শয়তানী কাজ। যারা আল্লাহঅলা তারা তা জানে।  
 ৭০৬. যখন কারো হাঁচি বেরিয়ে যায়, তা নিঃসন্দেহে শয়তানের কাজ।  
 ৭০৭. নাকের রক্ত বের হওয়াও শয়তানের পক্ষ থেকে, যে মানুষের প্রকাশ্য দৃশ্যমন।  
 ৭০৮. হাই তোলা এবং বমি করাও শয়তানের কাজ, হে ছেলে তার ষড়যন্ত্র থেকে নির্ভীক হয়ো না।

### در بیان علامات منافق

- ☆ دور باش اے خواجہ از اہل نفاق ☆ در جہنم داں منافق را وثاق  
 ☆ سے علامت در منافق ظاہر ست ☆ زان سبب مقہور قہر قاہر ست  
 ☆ وعدہ ہائے او ہمہ باشد خلاف ☆ قول او نبود بغیر از کذب و لاف  
 ☆ مؤمنان را کم رعانت می کند ☆ ہم امانت را خیانت می کند  
 ☆ نیست در وعدہ منافق را وفا ☆ زان نباشد در رخس نور و صفا  
 ☆ تا نہ پنداری منافق را آمیں ☆ نیست بادا شرش از روئے زمیں  
 ☆ از منافق اے پسر پرہیز کن ☆ تیغ را از بہر قتلش تیز کن  
 ☆ با منافق ہر کہ ہمہ می شود ☆ منزل او در تگ پتہ می شود

### মুনাফিকের চিহ্নসমূহের বর্ণনা

৭০৯. হে সাহেব! মুনাফিকদের থেকে দূরে থাক। মুনাফিকের জন্য জাহান্নামের বন্দীর শাস্তি রয়েছে।  
 ৭১০. মুনাফিকের মধ্যে তিনটি চিহ্ন প্রকাশ্য। এ কারণে সে আল্লাহর আযাবে নিপতিত।

৭১১. তার সকল ওয়াদা খেলাফ (বিপরীত) হয়, তার কথা মিথ্যা ও গল্প বৈ কিছুই নয়।  
 ৭১২. সে মুমিনদেরকে সাহায্য কম করে। পরন্তু আমানতেরও খেয়ানত করে।  
 ৭১৩. মুনাফিকের ওয়াদা পূরণের ইচ্ছা নেই। এ কারণে তার চেহারা নূর ও উজ্জ্বল্য থাকে না।  
 ৭১৪. কখনো মুনাফিককে আমানতদার মনে করো না। তার অপকর্ম দুনিয়া হতে নাস্তানাবুদ হয়ে যাক।  
 ৭১৫. হে ছেলে, মুনাফিক থেকে দূরে থাক, তাকে হত্যা করার জন্য তলোয়ার ধার দাও।  
 ৭১৬. যে ব্যক্তি মুনাফিকের বন্ধু হয়। তার ঠিকানা হয় কুপের (জাহান্নামের) তলদেশে।

### در بیان علامات متقی

- ☆ سے علامت باشد اندر متقی ☆ کے بود نسبت تقی را با شقی  
 ☆ پر حذر باش اے تقی از یار بد ☆ تا نیندازد ترا در کار بد  
 ☆ کم رود ذکر دروغش بر زباں ☆ از طریق کذب باشد بر کراں  
 ☆ از حلال پاک کم گیرند کام ☆ تا نیفتند اہل تقوی در حرام

### খোদাভীরুর চিহ্নসমূহের বর্ণনা

৭১৭. পরহেযগারদের মধ্যে তিনটি চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে। দূর্ভাগাদের সাথে মুক্তাকীদের সম্পর্ক কিভাবে হবে।  
 ৭১৮. হে খোদাভীরু! অসৎ সঙ্গী থেকে পূর্ণ সতর্ক থাক, যাতে তোমাকে কুকর্মে ফেলতে না পারে।  
 ৭১৯. মিথ্যা কথা তার মুখে কম আসে। সে মিথ্যার পথ থেকে দূরে থাকে।  
 ৭২০. তারা হালাল ও পবিত্র কাজ থেকে পা সরিয়ে ফেলে। (বিরত থাকে) যাতে খোদাভীরুগণ হারামে পতিত না হন।



### در بیان علامات اہل جنت

☆ ہر کرا باشد سہ خصلت در سرشت ☆ باشد آنکس بیشک از اہل بہشت  
 ☆ می دہد آیینہ دل را حبلہ شکر در نعمہ و صبر اندر بلا ☆  
 ☆ حق ز نارِ دوزخش دارد نگاہ ہر کہ مستغفر بود اندر گناہ ☆  
 ☆ خواهد او عذر گناہ خویشتن ہر کہ ترسد از رالہ خویشتن ☆  
 ☆ ایزدش از اہل جنت کے کند معصیت را ہر کہ پے در پے کند ☆  
 ☆ وز بدان و مفسدان بیزار باش اے پسر دائم باستغفار باش ☆  
 ☆ خیر خود را وقف ہر درویش کن گر کنی خیرے بدست خویش کن ☆  
 ☆ بہ بود زان کز پس او صد دہند یک درم کار از دست خود دہند ☆  
 ☆ بہ بخشی خود یکے خرمائے تر گر بہ از بعد تو صد مثقال زر ☆  
 ☆ گر زپا افتادہ از دست جوع ہر چہ بخشیدی مکن با او رجوع ☆  
 ☆ باز میل خوردن آں می کند ایں بدان ماند کہ شخصے قے کند ☆  
 ☆ می رسد گر باز گیرد زان پسر با پسر گر چیز کے بخشد پدر ☆  
 ☆ آنچہ کس را دادہ دیگر مجوی ای پسر شادی ز مال و زر مجوی ☆

### জান্নাতবাসীদের চিহ্নসমূহের বর্ণনা

৭২১. যে ব্যক্তির মানসিকতায় তিনটি জিনিস থাকবে নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি বেহেশতবাসী হবে।  
 ৭২২. যে নেয়ামতে শোকর ও বিপদে ধৈর্য ধারণ করে, অন্তরের আয়নাকে উজ্জ্বল করে দেয়।

৭২৩. যে ব্যক্তি গোনাহর ভেতরেই ক্ষমা প্রার্থী হয়। আল্লাহ তাআলা তাকে দোষখের আগুন থেকে হেফাযতে রাখবেন।  
 ৭২৪. যে ব্যক্তি স্বীয় মারুদকে ভয় করে সে স্বীয় গোনাহের ওয়র পেশ করে (ক্ষমা প্রার্থী হয়)।  
 ৭২৫. যে ব্যক্তি একাধারে গোনাহ করে আল্লাহ তাকে কিভাবে জান্নাতবাসী করবেন?  
 ৭২৬. হে ছেলে! সর্বদা ইত্তেগফার করতে থাক এবং অপকর্মকারী ও ফাসাদীদের থেকে দূরে থাক।  
 ৭২৭. দান কর, তবে নিজ হাতে কর। স্বীয় সম্পদকে সকল খোদাপ্রেমীর জন্য ওয়াকফ কর।  
 ৭২৮. এক টাকা যা মানুষ স্বহস্তে দান করে তা তার (মৃত্যুর) পর শত শত টাকা দান করা থেকে উত্তম।  
 ৭২৯. নিজে যদি একটি তাজা খেজুর হলেও দান কর তা তোমার (মৃত্যুর পর) একশ মেছকাল সোনা (দান করা) থেকে উত্তম।  
 ৭৩০. যা দান করেছ তা ফিরিয়ে নিও না। যদিও তুমি ক্ষুধায় অক্ষম হয়ে যাও।  
 ৭৩১. এবং এটি তার সদৃশ যেমন কেউ বমি করল। অতঃপর পুনরায় তা খেতে আগ্রহী হল।  
 ৭৩২. যদি পিতা পুত্রকে কোন জিনিস দান করে, তাহলে অধিকার আছে যে, পুত্র তা ফেরত নেবে।  
 ৭৩৩. হে ছেলে! ধন-সম্পদ দ্বারা আনন্দ অব্বেষণ কর না, যা কিছু কাউকে দান করেছ তা ফেরত চেয়ো না।

### در بیان آنکہ دردنیاز آں خوش نباید بود

☆ شادی دنیا سراسر غم بود ☆ سود او را در عقب ماتم بود  
 ☆ نہی «لا تفرح» ز دنیا گوش دار ☆ جائے شادی نیست دنیا ہوش دار  
 ☆ ایں سخن دارم ز استادان سبق ☆ شادمانی را ندارد دوست حق

## در بیان نصائح و نتائج دینی و دنیوی

خواب کم کن اَوَّل روز اے پسر ☆ نفس را بد خو میاموز اے پسر  
 آخرِ روزت نکو نبود منام ☆ پیشتر از شام خواب آمد حرام  
 اہل حکمت را نمی آید صواب ☆ در میان آفتاب و سایہ خواب  
 اے پسر ہرگز مرو تنها سفر ☆ باشدت از رفتن تنها خطر  
 دست را بر رخ زدن شومست شوم ☆ استماع علم کن ز اہل علوم  
 شب در آئینہ نظر کردن خطاست ☆ روز اگر بینی تو روئے خود رواست  
 خانہ گر تنها و تاریکت بود ☆ مونے باید کہ نزدیکت بود  
 دست را کم زن تو بر زیر زنج ☆ نزد اہل عقل سرد آمد چو تیخ  
 چپار پایاں را چو بینی در قطار ☆ در میان شاں نیائی نہنار  
 تا فزاید قدر و جاہت را خدا ☆ روز و شب می باش دائم در دعا  
 تا شود عمرت زیادہ در جہاں ☆ رو نکوئی کن نکوئی در نہاں  
 تا نہ کاہد روزیت در روزگار ☆ معصیت کم کن بعالم نہنار  
 ہر کہ رُو در فسق و در عصیان کند ☆ ایزد اندر رزق او نقصان کند  
 کم شود روزی ز گفتار دروغ ☆ در سخن کذاب را نبود فروغ  
 فاقہ آرد خواب بسیار اے پسر ☆ خواب کم کن باش بیدار اے پسر  
 ہر کہ در شب خواب عریاں می کند ☆ در نصیب خویش نقصان می کند  
 بولِ عریاں ہم فقیری آورد ☆ اندہ بسیار و پیری آورد

اے پسر با محنت و غم خوئے کن ☆ روئے دل را جانب دلجوئے کن  
 گر فرح داری ز فضل حق رواست ☆ لیک از دنیا فرح جستن خطاست  
 حزن و اندوہست قوتِ بندگاں ☆ غم شود یارِ فرح جویندگاں  
 از چہ موجودی بیندیش اے پسر ☆ ہر کہے دارد غم خویش اے پسر  
 کرد ایزد مر ترا از نیست ہست ☆ از برائے آنکہ باشی حق پرست  
 تا تو باشی بندہٴ معبود باش ☆ با حیاء با سخا و جود باش

## যেসব জিনিস দ্বারা দুনিয়াতে আনন্দিত না হওয়া উচিত তার বর্ণনা

৭৩৪. দুনিয়ার আনন্দ পুরোটাই পেরেশানীর। তার (দুনিয়ার) পিছনে কষ্ট থাকবেই।  
 ৭৩৫. দুনিয়া দ্বারা আনন্দিত হইও না, এ নিষেধাজ্ঞা স্মরণ রাখ। দুনিয়া আনন্দের জায়গা নয় মনে রাখ।  
 ৭৩৬. আল্লাহ তাআলা দুনিয়াবী আনন্দকে পছন্দ করেন না। আমি একথা শিক্ষকদের কাছ থেকে শিখে তোমাদের নিকট আলোচনা করছি।  
 ৭৩৭. হে ছেলে! মেহনত এবং দুঃখ-কষ্টের অভ্যাস কর। অন্তরের টানকে অন্তরের মালিকের দিকে কর।  
 ৭৩৮. যদি আল্লাহর মেহরেবানীতে আনন্দ লাভ কর, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু দুনিয়া হতে আনন্দ অন্বেষণ করা অন্যায়।  
 ৭৩৯. দুঃখ-কষ্ট আল্লাহর বান্দাদের খোরাক আর কষ্ট আনন্দ অন্বেষণকারীদের বন্ধু।  
 ৭৪০. হে ছেলে! কেন তুমি অস্তিত্বে এসেছ ভেবে দেখ আর চিন্তা কর। প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তা করে হে ছেলে?  
 ৭৪১. আল্লাহ তোমাকে অনন্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, তুমি আল্লাহর পুজারি হবে।  
 ৭৪২. তুমি যতক্ষণ (জীবিত) থাক আল্লাহর গোলাম থাক। লজ্জিত, দানশীল ও অনুগ্রহশীল থাক।

### দুনিয়া ও আখেরাতের ফলাফল এবং উপদেশের বর্ণনা

৭৪৩. হে ছেলে! দিনের শুরুতে ঘুমাইও না। নফসকে কুঅভ্যাস শিক্ষা দিও না।
৭৪৪. দিনের শেষ তোমার শয়ন করা ভালো নয়। সন্ধ্যার পূর্বে শোয়াও খারাপ বর্ণিত হয়েছে।
৭৪৫. চিকিৎসকদের পছন্দ নয় রৌদ্র এবং ছায়ার মাঝে শয়ন করা।
৭৪৬. হে ছেলে কখনও একাকী যেয়ো না। একাকী সফর করা তোমার জন্য বিপজ্জনক।
৭৪৭. হাতকে চেহারার নীচে রাখা কুলক্ষণই কুলক্ষণ। আলেমদের নিকট হতে ইলমের কথা শুন।
৭৪৮. রাতে আয়না দেখা খারাপ। যদি দিনের বেলায় স্বীয় চেহারা দেখ তবে ঠিক আছে।
৭৪৯. যদি তোমার ঘর একাকী ও অন্ধকার হয় তোমার পাশে থাকার জন্য কোন সঙ্গী থাকা উচিত।
৭৫০. চিবুকের নীচে হাত লাগাইও না। জ্ঞানীদের মতে একাজ বরফের মতো ঠাণ্ডা (অপছন্দনীয়)।
৭৫১. চতুষ্পদ প্রাণীকে যখন কাতারবন্ধী দেখ কখনো তাদের মাঝে এসো না। কারণ এতে ক্ষতিরসমূহ সম্ভাবনা আছে।
৭৫২. যেন আল্লাহ তাআলা তোমার মান-মর্যাদা বাড়িয়ে দেয় রাত্রি-দিবা সদা দোয়ায় রত থাক।
৭৫৩. পৃথিবীতে যেন তোমার বয়স বেশি হয়, যাও! অতি গোপনে সৎকাজ কর।
৭৫৪. জীবনের মধ্যে যেন তোমার আয়-হাস না পায় খবরদার! দুনিয়াতে কখনও গোনাহ করো না।
৭৫৫. যে ব্যক্তি আদেশ লঙ্ঘন এবং অবাধ্যতায় অভ্যস্ত হয়, আল্লাহ তাআলা তার রিযিক হ্রাস করে দেন।
৭৫৬. মিথ্যা বললে আয় কমে যায়, মিথ্যুকের কথায় ঔজ্জ্বল্য থাকে না।
৭৫৭. হে ছেলে! অধিক নিদ্রা দরিদ্রতা আনে। ঘুম কমিয়ে দাও, জাগ্রত থাক।

- ☆ در جنابت بد بود خوردن طعام
- ☆ ناپسندست این به نزد خاص و عام
- ☆ ریزه نان را میگویند زیر پائے
- ☆ گر همی خواهی تو نعمت از خدائے
- ☆ شب مزین جاروب هرگز خانه در
- ☆ خاک روبه هم منه در زیر در
- ☆ گر بخوانی باپ و مامت را بنام
- ☆ نعمت حق بر تو می گردد حرام
- ☆ گر بهر چوبه کنی دندان حلال
- ☆ بینوا گردی و افتی در وبال
- ☆ دست را هرگز بخاک و گل مشوے
- ☆ از برائے دست شستن آجوے
- ☆ اے پسر در آستان در مشی
- ☆ کم شود روزی از کردار چنینی
- ☆ تکیه کم کن نیز بر پهلوی در
- ☆ باش دائم از چنینی خصلت بدر
- ☆ در خلا جا گر طهارت می کنی
- ☆ وقت خود را دان که غارت می کنی
- ☆ جامه را در تن نشاید دوختن
- ☆ باید از مرداں آدب آموختن
- ☆ گردامن پاک سازی روئے خویش
- ☆ روزیت کم گردد اے درویش بیش
- ☆ دیر رو بازار و بیروں آئی زود
- ☆ زانکه رفتن را نیایی هیچ سود
- ☆ نیک نبود گر کُشی از دم چراغ
- ☆ ره مده دود چراغ اندر دماغ
- ☆ کم زن اندر ریش شانه مشترک
- ☆ زانکه آں خاص تو باشد خوشترک
- ☆ از گدایاں پارهای نال مخر
- ☆ زانکه می آرد فقیری اے پسر
- ☆ دور کن از خانه تار عنکبوت
- ☆ باشد اندر ماندنش نقصان قوت
- ☆ خرچ را بیروں ز اندازه مکن
- ☆ خشک ریش خویش را تازه مکن
- ☆ دسترس گر باشدت تنگی مکن
- ☆ چونکه رهواری بره لنگی مکن

৭৫৮. যে ব্যক্তি রাতে নগ্ন হয়ে শয়ন করে সে স্বীয় কিসমতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
৭৫৯. নগ্ন হয়ে প্রস্তাব করাও দরিদ্রতা আনায়ন করে। অধিক দুশ্চিন্তা বার্ষিক্য আনয়ন করে।
৭৬০. নাপাক অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ করা খারাপ। বিশেষ ও সাধারণ লোক সকলের কাছেই অপছন্দনীয়।
৭৬১. রুটির টুকরাকে (খাবারকে) পায়ের নীচে ফেলো না। যদি আল্লাহর নিকট নেয়ামত চাও।
৭৬২. ঘরে রাত্রিবেলায় ঝাড়ু দিও না। ময়লা আবর্জনা দরজায় নীচে রেখো না।
৭৬৩. যদি তুমি স্বীয় মা-বাবাকে নাম ধরে ডাক, আল্লাহর নেয়ামত তোমার ওপর হারাম হয়ে যাবে।
৭৬৪. যদি যে কোন কাঠি দ্বারা দাঁত খেলান কর, তুমি নিঃশ্বাস হয়ে যাবে এবং অনটনে পড়বে।
৭৬৫. হাত মাটি এবং কাদা দ্বারা ধুইও না। হাত ধোয়ার জন্য পানি অন্বেষণ কর।
৭৬৬. দরজার পাশেও হেলান কম দাও। সর্বদা এরূপ অভ্যাস থেকে দূরে থাক।
৭৬৭. যদি পায়খানায় পবিত্রতা হাসিল কর তবে তুমি জেনে রাখ, স্বীয় সময়কে নষ্ট করেছ।
৭৬৮. কাপড় শরীরে রেখে সেলাই করা উচিত নয়। কামেল লোকদের থেকে আদব শিক্ষা করা উচিত।
৭৬৯. যদি আঁচল দ্বারা স্বীয় মুখ পরিষ্কার কর, হে দরবেশ! তোমার রুজি হ্রাস পেয়ে যাবে।
৭৭০. বাজারে দেরিতে যাও এবং তাড়াতাড়ি বের হয়ে আস। অকারণে ওখানে যাওয়াতে কোন ফায়দা পাবে না।
৭৭১. ফুঁ দিয়ে চেরাগ নিভানো ভালো নয়। মস্তিষ্কে চেরাগের ধোঁয়া যাওয়ার সুযোগ দিও না।

৭৭২. সম্মিলিত চিরুণী দাড়িতে মারিও না। (ব্যবহার করিও না) কেননা চিরুণী তোমার পৃথক থাকা উত্তম।
৭৭৩. ভিক্ষুকদের থেকে রুটির টুকরা খরিদ করো না। হে ছেলে! কারণ, ইহা দরিদ্রতা আনে।
৭৭৪. ঘর থেকে মাকড়সার জাল পরিষ্কার কর, এটা থাকলে রিযিক হ্রাস পায়।
৭৭৫. আন্দাজের বাইরে খরচ করো না। আপন শুকনো যখমকে পুনঃ তাজা করো না। অর্থাৎ অতিরিক্ত ব্যয় করে অভাবে পড়ো না।
৭৭৬. যদি তোমার সামর্থ্য থাকে তবে সংকীর্ণতা করো না। যখন তুমি পা সঞ্চালনে সক্ষম অতএব পথে ল্যাংড়ামি করো না।

### در بیان فوائد صبر

- تا شوی در روزگار از صابراں ☆ غم مکن از دیدن سختی گراں
- گر تڑش سازی تو رُو اندر بلا ☆ خویش را از صابراں مشمر بلا
- در بلا وقتی که صابر نیستی ☆ نزد اہل صدق شا کر نیستی
- بے شکایت صبر تو باشد جمیل ☆ با کسے کم کن شکایت اے خلیل
- گر نباشد فخر از درویشیت ☆ کے باہل فقر باشد خویشیت
- گر ہمہ جنبش بفرمان باشدت ☆ حرمت از حد فراواں باشدت
- بندہ از خدمت بعقبی می رسد ☆ لیک از حرمت بمولی می رسد
- حرمت در خدمت آرام دلست ☆ ہر کہ خدمت کرد مرد مقبلست
- گر نگر دی اے پسر گردِ خلاف ☆ تگہ زبید ترا در صبر لاف
- گر ہی دادی فرح را انتظار ☆ در بلا جز صبر نبود ہیج کار

### সবরের উপকারিতার বর্ণনা

৭৭৭. যেন তুমি কালের ধৈর্যধারণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। ভারী ও কঠোরতা (চরম বিপদাপদ) দেখে চিন্তিত হইও না।
৭৭৮. যদি তুমি মুসিবতে চেহারা বিকৃত কর (অসম্ভব হও) নিজেকে কখনো ধৈর্যধারণকারীদের মাঝে গণ্য করো না।
৭৭৯. যদি তুমি বিপদাপদে ধৈর্যধারণকারী নও। সত্যবাদী বান্দাদের মতো তুমি কৃতজ্ঞতা আদায়কারী নও।
৭৮০. তোমার অভিযোগবিহীন ধৈর্য সবচেয়ে সুন্দর হে বন্ধু! মানুষের নিকট অভিযোগ করো না।
৭৮১. যদি তুমি দরবেশি দ্বারা গৌরবান্বিত না হও। তাহলে দরবেশদের সাথে তোমার কবে আত্মীয়তা হবে।
৭৮২. যদি তোমার নড়ন চড়ন কাজকর্ম আল্লাহর আদেশ মোতাবেক হয় (তখন) খেদমতের দ্বারা তোমার সম্মান বৃদ্ধি পাবে।
৭৮৩. খেদমত দ্বারা বান্দা আখেরাতে পৌছে। কিন্তু (আল্লাহর হুরমত) সম্মান দ্বারা মাওলা পর্যন্ত পৌছে।
৭৮৪. খেদমতের অভ্যন্তরে তোমার যে সম্মান রয়েছে, তা হল মনে প্রশান্তি। যে খেদমত করল সে সৌভাগ্যবান।
৭৮৫. হে ছেলে! যদি তুমি শরীয়ত বেরোধী কাজের কাছেও না যাও. তখন ধৈর্যের ক্ষেত্রে তোমার গল্প করা সমীচীন হবে।
৭৮৬. যদি তুমি সচ্ছলতার অপেক্ষা কর। বিপদে ধৈর্যধারণ ছাড়া কাজ হবে না।

### দরবান تجريد و تفرید

- گر صفای بایست تجرید شو ☆ در خبر داری ز آبل دید شو
- ترک دعویٰ هست تجرید اے پسر ☆ فہم کن معنی تفرید اے پسر
- اصل تجرید و دواعی شہوت است ☆ بلکہ کلی انقطاع لذت است

- گر دہی یکبار شہوت را طلاق ☆ آں زماں گردی تو در تفرید طاق
- گر تو برداری ز غیرش اعتماد ☆ آنگہ از تجرید گردی با امید
- اعتماد چوں ہمہ بر حق بود ☆ آں دمت تفرید جاں مطلق بود
- ترک دنیا کن برائے آخرت ☆ وز بدن برکش لباسِ فاخرت
- گر بیانی از سعادت ایں مقام ☆ صاحب تجرید باشی والسلام
- گر ز دنیا دست شویٰ بہر حق ☆ وانگہ از تفرید گیرندت سبق
- رو مجرد باش و دائم مرد باش ☆ تا بہر فرقہ نشینی گرد باش
- گرد کبر و عجب و خودرائی مگرد ☆ قدر خود بشناس و ہر جائی مگرد
- ہر کہ گرد کوزہ انگشت گشت ☆ جامہ از دودش سیاه و زشت گشت
- وانگہ با عطار می گردد قریب ☆ او ہی یابد ز بوی خوش نصیب
- ہمنشیں با صالحاں باش اے پسر ☆ دور باش از رند و قلاش اے پسر
- جانب ظالم مکن میل اے عزیز ☆ ورنہ کنی گردی از اں خیل اے عزیز
- رو ز اہل ظلم بگریز اے عزیز ☆ تا نسوزی ز آتش تیز اے عزیز
- صحبت ظالم بسان آتش است ☆ زانکہ خلق آزار و تند و سرکش است
- از حضور صالحاں صالح شوی ☆ ورنہ نشینی با بدان طالح شوی
- ہر کہ او با صالحاں ہدم شود ☆ در حریم خاص حق محرم شود
- اے پسر مگذار راہ شرع را ☆ اصل یابی گر بگیری فرع را
- از شریعت گر نہی بیرون قدم ☆ در ضلالت افتی و رنج و آلم
- ہر کہ در راہ ضلالت می رود ☆ از جہالت با بطالت می رود

حق طلب وز کار باطل دور باش ☆ در سخا و مردمی مشهور باش  
 هر که نگزیند صراط مستقیم ☆ در عذاب آخرت ماند مقیم  
 در ره شیطان منہ گام اے انی ☆ تا نگردي خوار و بدنام اے انی  
 هر که در راه حقیقت سالک است ☆ روز و شب خائف ز قهر مالک است  
 بر خلاف نفس کن کار اے پسر ☆ تا نیفتی زار در نار سقر

৭৮৭. যদি তোমার পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন হয়, তবে মুক্ত হয়ে যাও। আর যদি খবর রাখ তবে দূরদৃষ্টি সম্পন্নদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।
৭৮৮. হে বৎস! (প্রবৃত্তি) দাবি ছেড়ে দেওয়া তাজরীদ আর তাফরীদের অর্থও বুঝে নাও।
৭৮৯. তোমার তাফরীদের মূল হল প্রবৃত্তিকে বিদায় দেওয়া। বরং প্রবৃত্তি একবারে খতম করে দেওয়া।
৭৯০. যদি তুমি প্রবৃত্তিকে একবারে তালাক দিয়ে দাও সে সময় তুমি তাফরীদের মধ্যে একক (তুলনাহীন) হয়ে যাবে।
৭৯১. তুমি যদি গায়রুল্লাহ থেকে ভরসা উঠিয়ে নাও তখন তুমি তাজরীদের আশাবাদী হতে পারবে।
৭৯২. যখন তোমার সকল ভরসা আল্লাহর ওপর হবে তখন তোমার জন্য তাফরীদ পূর্ণ হবে।
৭৯৩. আখেরাতের জন্য দুনিয়া ছেড়ে দাও এবং তোমার শরীর হতে অহংকারের পোশাক খুলে ফেল।
৭৯৪. যদি তুমি ভাগ্যজোরে এ স্তর লাভ কর তাহলে তাজরীদওয়ালা হয়ে গিয়েছ, আর কি?
৭৯৫. যদি আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য দুনিয়া থেকে হাত ধুয়ে নাও। সেই সময় মানুষ তোমাকে তাফরীদ বলবে।
৭৯৬. যাও! সর্বদা আলাদা থাক এবং পুরুষ হয়ে থাক। ধুলো হয়ে যাও যাতে প্রত্যেকের মাথার উপর বসতে পার (সম্মানী হও)।
৭৯৭. অহংকার, আত্মগরিমা, এবং আত্মগৌরবের আশপাশেও যেয়ো না। নিজের মর্যাদা উপলব্ধি কর যেখানে সেখানে যেয়ো না।

৭৯৮. যে কয়লার ভাঁটির আশপাশে ঘুরল তার জামা ধোঁয়ায় কালো রং ধারণ করল।
৭৯৯. যে ব্যক্তি আতর বিক্রেতার আশপাশে ঘুরে সে সুঘ্রাণের অংশ লাভ করে।
৮০০. হে ছেলে! সৎ লোকদের বন্ধু হয়ে যাও। বখাটে ও অপকর্মকারীদের থেকে দূরে থাক।
৮০১. হে প্রিয়! অত্যাচারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না। যদি এমন কর তবে তুমিও সে দলের অন্তর্ভুক্ত হবে।
৮০২. হে খোদাপ্রেমী! জুলুমকারীদের থেকে পলায়ন কর। যেন তুমি জলন্ত অগ্নিতে দক্ষ না হও।
৮০৩. অত্যাচারীর সংসর্গ অগ্নির মতো। কারণ মাখলুকের কষ্ট দানকারী বদমেয়াজ এবং নাফরমান হয়ে থাকে।
৮০৪. তুমি নেককারদের সংসর্গে থেকে নেককার হবে। আর অসৎদের সংসর্গে অসৎ হবে।
৮০৫. যে নেককারদের সহিত উঠাবসা করবে (বন্ধুত্ব রাখবে) সে আল্লাহর বিশেষ দরবারে রহস্যবিদ হবে।
৮০৬. হে ছেলে! শরীয়তের পথ ছেড়ে না। যদি শাখা ধর তবে মূল ও পেয়ে যাবে।
৮০৭. যদি শরীয়তের বাইরে পা রাখ। তবে ভ্রষ্টতা, দুঃখ ও কষ্টে নিপতিত হবে।
৮০৮. যে গোমরাহীর পথে চলে। সে অজ্ঞতাবশত গোমরাহীর পথে চলে।
৮০৯. সত্যবাদীতাকে অন্বেষণ কর এবং অবৈধ কাজ থেকে দূরে থাক। দানশীলতা ও মানবতায় প্রসিদ্ধি অর্জন কর।
৮১০. যে ব্যক্তি সোজা পথ অবলম্বন না করে। সে আখেরাতের আযাবে অবস্থানকারী হবে।
৮১১. হে ভাই! শয়তানের পথে পা রেখোনা। যেন তুমি লজ্জিত ও বদনাম না হয়ে যাও।
৮১২. যে হাকীকতের পথে চলে সে রাত্রি-দিবস আল্লাহর গয়বকে ভয় করে।
৮১৩. হে ছেলে! নফসের বিরুদ্ধে কাজ কর, যেন তুমি দোষখের অগ্নিতে অপদস্ত হয়ে নিপতিত না হও।

## در بیان کرامت اِلهی

چار چیز است از کرامتہائے حق ☆ مقبل ست آنکس کہ گیرد ایں سبق  
 اول آں باشد کہ گردد راست گوے ☆ با سخاوت باشد وہم تازہ روے  
 بعد ازاں حفظ امانت بایدش ☆ ہم نظر پاک از خیانت بایدش  
 ہر کرا حق دادہ باشد ایں چہار ☆ باشد آں کس مؤمن و پرہیزگار

## آللاہر বিশেষ دانسموہرہر वर्णना

- ۛ۱۸. چارٹ جینس ہل آلاا ہا آالار دان ۔ سہ بآکٹ سؤباآابان سہ سبک اہن کرہ ۔
- ۛ۱۹. پراامتا اہ سہ سآاباا ہبہ ۔ (دوٹیا) دانشیل ابا (تؤتیا) سااآابآاا مہاآہر ہبہ ۔
- ۛ۱۬. اارپار اار کاآہ آامانار ہفاآا ہبہ ۔ اار دؤٹا آہانان (آاہارہ مہارہم) ہتہ پاک ہبہ ۔
- ۛ۱۹. آاکہ آلاا ہا آالا ا چارٹ جینس دان کرہآہن سہ بآکٹ پاکا آماندار ابا پراہہآار ہبہ ۔

## در بیان آنکہ دوستی رانشاید

دوست بد باشد زیاں کار اے پسر ☆ تو طمع زان دوست بردار اے پسر  
 ہر کہ می گوید بدیہائے تو فاش ☆ دوست مشمارش بدو ہدم مباح  
 دوستی ہرگز مکن با بادہ خوار ☆ از چنان کس خوشتن را دور دار  
 منعمے گر می کند منع زکوٰۃ ☆ دور از وے باش تا داری حیاۃ  
 دور شو زان کس کہ خواہد از تو سود ☆ گر سر خود بر قدمہائے تو سود

اے پسر از سود خواراں کن حذر ☆ خصم ایشاں شد خدائے دادگر  
 آنکہ از مردم ہی گیرد ربا ☆ زہنہار او را گنوی مرحبا

## যেসব ব্যক্তি বন্ধুত্বের উপযোগী নয়

- ۛ۱ۛ. হে ছেলে! অসৎ বন্ধু ক্ষতিকারক, এরূপ বন্ধু থেকে তুমি আত্মহ উঠিয়ে নাও ।
- ۛ۱৯. যে ব্যক্তি তোমার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়, তাকে বন্ধু মনে করো না, তার সাথে হইও না ।
- ৛২০. মদ খোরের সাথে কখনো বন্ধুত্ব করো না । এরূপ মানুষ থেকে নিজকে দূরে রাখ ।
- ৛২১. যদি কোন সম্পদশালী যাকাত না দেয় যতদিন হায়াত থাকে তার থেকে দূরে থাক ।
- ৛২২. সেই ব্যক্তি থেকে দূরে থাক যা তোমার কাছে সুদ চায় । যদিও স্বীয় মাথা তোমার পায়ের ওপর ঘষতে থাকে ।
- ৛২৩. হে ছেলে! সুদ খোরদেরকে পরিহার কর । ন্যায় বিচারক আল্লাহ তাদের দুশমন ।
- ৛২৪. যে মানুষের কাছ থেকে সুদ নেয় কখনো তুমি তাকে মারহাবা বলো না ।

## در بیان غم خواری مردم

بر سرِ بالینِ بیماراں گذر ☆ زانکہ ہست ایں سؤت خیر البشر  
 تا توانی تشنہ را سیراب کن ☆ در مجالس خدمت اصحاب کن  
 خاطر آیتام را دریاب نیز ☆ تا ترا پیوستہ حق دارد عزیز  
 چوں شود گریاں یتیمہ ناگہاں ☆ عرش حق در جنبش آید آں زماں

☆ چون یتیمی را کسے گریاں کند ☆ مالک اندر دوزخش بریاں کند  
 ☆ آنکہ خندانہ یتیم خستہ را ☆ باز یابد جنت در بستہ را  
 ☆ در جوانی دار پیراں را عزیز ☆ تا عزیز دیگران باشی تو نیز  
 ☆ بر ضعیفاں گر بہ بخشائی رواست ☆ کیس ز سیرت ہائے خوب اولیاست  
 ☆ بر سر سیری مخور ہرگز طعام ☆ تانہ میرد در بدن قلب اے غلام  
 ☆ علت مردم ز پر خواری بود ☆ خوردن پر تخم بیماری بود  
 ☆ راحتے نبود حسود شوم را ☆ کاذب بدبخت را نبود وفا  
 ☆ ہر منافق را تو دشمن دار باش ☆ از وے و از فعل وے بیزار باش  
 ☆ توبہ بدخو کب محکم شود ☆ مر بخیاں را مرؤت کم شود  
 ☆ تا شود دین تو صافی چوں زلال ☆ باش دائم طالب قوتِ حلال  
 ☆ آنکہ باشد در پئے قوتِ حرام ☆ در تن او دل ہی میرد مدام

### মানুষের প্রতি সহানুভূতির বর্ণনা

৮২৫. অসুস্থদের শিয়রে গমন কর। কেননা এটি সর্বোত্তম মানব (সা.)-এর সুনাম।
৮২৬. যথাসম্ভব পিপাসার্থকে পানি পান করাও। মজলিসী সঙ্গীদের খেদমত কর।
৮২৭. এতিমদেরও সাহায্য কর যেন আল্লাহ তাআলা তোমাকে সর্বদা ভালবাসেন।
৮২৮. যদি কোন অসহায় এতিম কাঁদে সেই মুহূর্তে আল্লাহর আরশ প্রকম্পিত হয়।
৮২৯. যদি কেউ কোন এতিমকে কাঁদায়, মালিক দোষখের দারোগা তাকে দোষখে ভূনা (প্রজ্জ্বলিত) করবেন।

৮৩০. যে ব্যক্তি কোন আহত এতিমকে হাসায়, সে জান্নাতের বন্ধ দরজাকে উন্মুক্ত পাবে।
৮৩১. হে ছেলে! যে ব্যক্তি তোমার গোপন রহস্য ফাঁস করে এমন ব্যক্তি থেকে দূরে থাক।
৮৩২. তোমার যৌবনকালে বৃদ্ধদেরকে মূল্যায়ন কর। যেন তুমিও অন্যদের কাছে তোমার বুড়ো বয়সে প্রিয়পাত্র হও।
৮৩৩. যদি তুমি দুর্বলদের প্রতি দয়া কর তবে তা ঠিক আছে। কেননা এটি আল্লাহর অলীদের চরিত্র।
৮৩৪. পূর্ণ তৃপ্তিভরে কখনো খানা খেয়ো না যাতে শরীরের মধ্যে অবস্থিত তোমার অন্তর মরে না যায়।
৮৩৫. মানুষের অসুস্থতা অধিক আহারের কারণে হয়। অধিক আহার সকল রোগের বীজ।
৮৩৬. দুর্ভাগ্য হিংস্রকের কোন শাস্তি হয় না। হতভাগ্য মিথ্যাবাদীর বিশ্বস্ততা থাকে না।
৮৩৭. প্রত্যেক মুনাফিকের সাথে শত্রুতা পোষণকারী হও, তার এবং তার কাজ থেকে সর্বদা দূরে থাক।
৮৩৮. অসং লোকের তওবা কখন মজবুত হয়? কৃপনদের মধ্যে মানবতা কমই থাকে।
৮৩৯. যেন তোমার দীন মিষ্টি পানির মত স্বচ্ছ হয়। সর্বদা হালাল খাদ্যের অন্তর্ভুক্তকারী হও।
৮৪০. যে ব্যক্তি হারাম খাদ্যের পিছনে পড়ে তার অন্তর একেবারেই মরে যায়।

### در بیان صلہ رحم

☆ رو بہر سیدن بر خویشان خویش ☆ تاکہ گردد مدتِ عمر تو بیش  
 ☆ ہر کہ گرداند ز خویشاوند رو ☆ بے گماں نقصان پذیرد عمر او  
 ☆ ہر کہ او ترکِ اقارب می کند ☆ جسم خود قوتِ عقارب می کند



☆ ہر چہ خویشان تو باشند از بدایں ☆ بدتر از قطع رحم چیزے مدایں  
☆ ہر کہ او از خویش خود بیگانہ شد ☆ نامش از روئے بدی افسانہ شد

### আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার বর্ণনা

৮৪১. স্বীয় আত্মীয়দের অবস্থা জিজ্ঞেস করতে যাও যেন তোমার হায়াত বৃদ্ধি পায়।
৮৪২. যে ব্যক্তি আত্মীয় স্বজন হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় নিঃসন্দেহে তার হায়াত ক্ষতিগ্রস্ত হয় (কমে যায়)।
৮৪৩. যে ব্যক্তি আত্মীয় স্বজনকে বর্জন করে চলে সে ব্যক্তি স্বীয় শরীরকে বৃশ্চিকের খোরাক বানায়।
৮৪৪. যদিও তোমার আত্মীয়রা খারাপ ও অসৎ হয়। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার চেয়ে খারাপ কোন জিনিস মনে করো না।
৮৪৫. যে ব্যক্তি নিজের আত্মীয়-স্বজন থেকে বিছিন্ন হয়, খারাপ হিসেবে তার নাম প্রচার করা হয়।

### در بیان فوت

☆ چیت مردی اے پسر نیکو بدایں ☆ اَوَّلًا ترسیدن از حق در نہاں  
☆ عذر خواهد مرد پیش از معصیت ☆ باشد طاعات بیش از معصیت  
☆ آنکہ کار نیک مرداں می کند ☆ باضعیفان لطف و احسان می کند  
☆ ہر کہ او باشد ز مردانِ خدا ☆ باشد اندر تنگ دستی با سفا  
☆ اے پسر در صحبت مرداں در آئے ☆ تا نظرہا یابی از فضل خدائے  
☆ ہر کہ از مردانِ حق دارد نشاں ☆ نگذارند عیبِ دشمن بر زباں  
☆ خود نخواہد مرد خصماں را ہلاک ☆ از غم ایشان شود اندہ ناک

☆ می نجوید مرد انصاف از کسے ☆ گر رسد ظلم و جفا او بے  
☆ ہر کہ پا اندر رہ مرداں نہاد ☆ کے رود ہرگز بدنبالِ مراد  
☆ اے پسر ترکِ مرادِ خویش گیر ☆ وگئے راہ سلامت پیش گیر

### বীরত্বের বর্ণনা

৮৪৬. হে বৎস! বীরত্ব কি? ভালোভাবে জেনে নাও। প্রথমত গোপনে আল্লাহকে ভয় করা।
৮৪৭. কামেল গোনাহের পূর্বেই (গোনাহ থেকে) তওবা করে। তার ইবাদতসমূহ গোনাহ থেকে অধিক হয়।
৮৪৮. যে নেক বান্দাদের মত আমল করে সে দুর্বলদের সাথে নম্র দয়া আচরণ করে।
৮৪৯. যে ব্যক্তি আল্লাহর বান্দাদের দলভুক্ত হয় সে অভাবের মধ্যে ও দানশীল হয়।
৮৫০. হে বৎস! আল্লাহঅলাদের সংস্পর্শে আস। যেন তুমি আল্লাহর মেহেরবানীর সুদৃষ্টি লাভ করতে পার।
৮৫১. যে ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহঅলাদের নিদর্শন বিদ্যমান থাকে, সে নিজ মুখে কখনও শত্রুর দোষও চর্চা করে না।
৮৫২. আল্লাহঅলাগণ নিজেরা কখনও দুশমনের ধ্বংস চায় না। বরং তাদের ব্যথায় ব্যথিত হয়।
৮৫৩. কামেল মানুষ কারো কাছে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করেনা, যদিও সে অনেক জুলুম নির্যতনের শিকার হয়।
৮৫৪. যে ব্যক্তি কামেল লোকদের পথে পা রাখল সে প্রবৃত্তির পিছনে কিভাবে যেতে পারে?
৮৫৫. হে বৎস! নিজের মতলব ছেড়ে দেওয়াকে অবলম্বন কর। আর তখন নিরাপত্তার পথ গ্রহণ কর।

## দর بیان انتباه از غفلت

☆ در بلا یاری نخواه از هیچ کس ☆ زانکه نبود جز خدا فریاد رس  
☆ از خدائے خویشتن غافل مباش ☆ غافلانه در ره باطل مباش  
☆ جائے گریه است این جهان در دے مخند ☆ چشم عبرت بر کشاؤ لب به بند  
☆ همچو مور از حرص هر سوئے مرو ☆ پند ناصح را بگوش جاں شنو  
☆ اے پسر کودک نه بازی مکن ☆ کار با شیطان بانبازی مکن  
☆ نفس بد را در گنه یاری مده ☆ عمر بر باد از تبه کاری مده  
☆ هر کجا تهمت بود آنجا مرو ☆ راه حق را همچو ناپینا مرو  
☆ دشمنی داری ز او آیین مباش ☆ زیر سقف بے ستون ساکن مباش  
☆ در ره فسق و هوا مرکب متاز ☆ خویشتن را سخره شیطان مساز  
☆ چون سفر در پیش داری زاد گیر ☆ عمر خود را سر بسر برباد گیر  
☆ اے پسر اندیشه از اغلال کن ☆ نفس بد را از کلد پامال کن  
☆ تا نوزی سازگاری پیش کن ☆ از عذاب و قهر حق اندیشه کن  
☆ جمله را چوں هست بر دوزخ گذر ☆ جائے شادی نیست با چندین خطر  
☆ آتشی در پیش داری اے فقیر ☆ هیچ خوف نیست از نارِ سعیر  
☆ عقبه در راه ست و بارت بس گراں ☆ نگذرد بارت بسے دیگران  
☆ داری اندر پیش روزِ رستخیز ☆ از خدایت نیست امکانِ گریز  
☆ اے پسر راه شریعت پیش گیر ☆ زودتر ترک هوائے خویش گیر

## در بیان فقر

☆ فقر می دانی چه باشد اے پسر ☆ با تو گویم گر نداری زان خبر  
☆ گرچه باشد بینوا در زیر دلق ☆ خویش را منعم نماید پیش خلق  
☆ گرسنه باشد ز سیری دم زند ☆ دوستی با دشمنان خود کند  
☆ گرچه باشد لاغر و خوار و ضعیف ☆ وقت طاعت کم نباشد از حریف  
☆ خون دل پر دارد و دستی تهی ☆ می نماید در نزاری فرهی  
☆ اے پسر خود را بدرویشاں سپار ☆ تا نگهدار ترا پروردگار  
☆ با فقیران هر که هدم می شود ☆ در سرائے خلد محرم می شود

## درवेशی ر برنا

ۛۛۛ. هه برّس! تومى كى جان ىه، درवेशى كى؟ ىدى تومار ىبر نا ىاكه  
تبه بلخى. (شهان)  
ۛۛۛ. (آللهاهآلا درवेशگه) ىدىو نىسمل و موتا كاپدّهر نآه  
ىاكه. نىكه ماىلوكهر سامنه بىبوان بله پردرشن كره.  
ۛۛۛ. (آللهاهآلاگه) سىذارت ىاكه تبو و تىطىر نىشواس فله. سىى  
شكردهر ساهو و بىكوت راهه.  
ۛۛۛ. تارا ىدىو دۇربل، اىكم ابره شكىهىن هى، تبو و هىبادتهر ساه  
بىكودهر ىكه كم (پىخنه) نى.  
ۛۛۛ. هدىه ىن پردىر (من پردىل) اىخ هات ىالى. تارا دۇربلتار  
مده و نىكه سبل پردرشن كره.  
ۛۛۛ. هه برّس! نىكه آللهآلا درवेशدهر كاهه سواد كره. ىهن  
آللهاه تالالا توماكه هفاجت كرهن.  
ۛۛۛ. ىه بىكى درىدهر دردى و بىك هى، سه جانناتهر مهمان ىنار  
بىشىت مهمان هى.

☆ اے برادر باش در فرمان حق ☆ تا بیایی جنت و رضوان حق  
☆ گردن از حکم خدایت خود متاب ☆ تا نمائی روز محشر در عذاب  
☆ تا بیایی در بهشت عدن جائے ☆ شفقتی بنمائے با خلق خدائے  
☆ تا دهندت جائے در دار السلام ☆ با فقیراں روز و شب می ده طعام  
☆ شاد اگر داری درون خسته را ☆ باز یایی جنت در بسته را  
☆ هر که آرد این نصیحت را بجائے ☆ در دو عالم راحتش بخشد خدائے

### উদাসীনতা থেকে সতর্ক থাকার বর্ণনা

৮৬৩. বিপদাপদে কোন লোকের কাছে সাহায্য চেয়ো না, কেননা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন প্রকৃত সাহায্যকারী নেই।
৮৬৪. নিজ প্রভুর ব্যাপারে উদাসীন হয়ো না। উদাসীনদের মতো অন্যায় পথে অবস্থান করো না।
৮৬৫. এ দুনিয়া ক্রন্দনের জায়গা, এখানে হেসো না। শিক্ষার চক্ষু উন্মুক্ত করে দাও এবং ঠোঁট বন্ধ করে নাও।
৮৬৬. পিপিলিকার মতো লোভ-লালসায় সবদিকে দৌড়িয়ে না, উপদেশ দানকারীর উপদেশ মনের কান দিয়ে শুন।
৮৬৭. হে ছেলে! তুমি শিশু নও। সুতরাং খেলাধুলা করো না। শয়তানের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে কাজ করো না।
৮৬৮. তোমার খারাপ নফসকে গোনাহর কাজে সাহায্য দিও না। অপকর্ম করে জীবনকে ধ্বংস করো না।
৮৬৯. যে স্থানে অপবাদ থাকে সেখানে যেও না। খোদার পথে অন্ধের মতো চলো না।
৮৭০. তোমার মারাত্মক দূশমন আছে, তার থেকে নিশ্চিন্ত হইও না। পিলার বিহীন ছাদের নীচে নিশুপ থেকো না।
৮৭১. অবাধ্যতা ও প্রবৃত্তির পথে ঘোড়া দৌড়াইও না। নিজেকে শয়তানের কর্মচারী বানাইও না।

৮৭২. যখন সফর সামনে আছে, সঞ্চয় গ্রহণ করে নাও। নিজের জিন্দেগীকে পুরোপুরি বরবাদ করো না।
৮৭৩. হে বৎস! দোযখের শিকলকে ভয় কর। অপদার্থ নফসকে লাথি দ্বারা দলিত কর।
৮৭৪. যেন তুমি প্রজ্জ্বলিত না হও। পাথেয় সংগ্রহে ব্রতী হও এবং আল্লাহর আযাব এবং গযবকে ভয় কর।
৮৭৫. যখন সকলেরই দোযখ অতিক্রম করতে হবে। এত বিপদ থাকা সত্ত্বেও এ দুনিয়া আনন্দ ফুর্তির জায়গা হতে পারে না।
৮৭৬. হে ফকীর! ভয়ানক দোযখকে তোমার সামনে রাখ। তোমার কি দোযখের আগুনের কোন ভয় নেই?
৮৭৭. পথে আছে দুর্গম ঘাঁটি এবং তোমার বোঝা অনেক ভারী। তোমার বোঝা অন্যের চেষ্টায় পার হবে না।
৮৭৮. কিয়ামতের দিবস তোমার সম্মুখে। সেদিন আল্লাহ তাআলা থেকে তোমার পলায়নের ক্ষমতা নেই।
৮৭৯. হে বৎস! শরীয়তের পথ সম্মুখে রাখ। দ্রুত স্বীয় প্রবৃত্তি ছেড়ে দেওয়ার পথ অবলম্বন কর।
৮৮০. হে ভাই! আল্লাহর আদেশের আওতায় থাক, যেন তুমি জান্নাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পার।
৮৮১. তোমার প্রভুর আদেশ হতে ঘাড় ঘুরাইও না, যেন হাশরের দিন আযাবে না থাক।
৮৮২. যেন তুমি চিরস্থায়ী বেহেশতে স্থান লাভ কর, আল্লাহর মাখলুকের সাথে স্নেহের আচরণ কর।
৮৮৩. যেন আল্লাহ তাআলা তোমাকে বেহেশতে স্থান দান করেন, দিবানিশী গরীব মুখাপেক্ষীদেরকে আহার দান কর।
৮৮৪. যদি তুমি ব্যথিত অন্তরকে আনন্দিত কর, তাহলে বন্ধ দরজা বিশিষ্ট জান্নাতকে উন্মুক্ত পাবে।
৮৮৫. ব্যক্তি এ উপদেশ পালন করবে উভয় জগতে আল্লাহ তাআলা তাকে প্রশান্তি দেবেন।

## মনাজাত

یا اِلهی رحم کن بر ما همه ☆ عفو کن جملہ گناہ ما همه  
عاجزیم و جرمہا کردہ ہے ☆ نیست ما را غیر تو دیگر کسے  
گر بخوانی و برائی بسندہ ایم ☆ ہر چہ حکم توست ز اں خرسندہ ایم  
رحمت حق باد بر جان کسے ☆ کیس نصائح را بخواند او ہے

৮৮৬. হে আমার মাবুদ! আমাদের সকলের ওপর দয়া কর আমাদের সকলের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দাও।

৮৮৭. আমরা অক্ষম, আমরা অনেক অপরাধ করেছি। আমাদের জন্য তুমি ছাড়া আর কেই নেই।

৮৮৮. যদি তুমি আমাদের আহ্বান কর অথবা তাড়িয়ে দাও আমরা তোমারই গোলাম। যা কিছু আমাদের আদেশ আছে আমরা এতেই সন্তুষ্ট।

৮৮৯. সেই ব্যক্তির প্রাণের ওপর আল্লাহর রহমত হোক, যে এ নসীহতগুলোকে বেশি বেশি পাঠ কর।

## حسانہ

رحمتے ماند ہے از ذو الجلال ☆ بر روانِ پاک آں صاحب کمال  
کیس ہمہ درہا بنظم آورده است ☆ غوطہا در بحر معنی خورده است  
یادگارے در جہاں بگذاشته ☆ پیچ پندے را فرونگذاشته  
اہل دیں را ایں قدر کافی بود ☆ اہل دنیا را ہمیں وافی بود  
ہر کہ لہنا را بداند عاقل است ☆ وانکہ لہنا کار بندد کامل است  
در جوار انیا دار السلام ☆ ہمنشیں اولیا باشد مدام

یارب آل ساعت کہ جاں بر لب رسد ☆ جسم پڑمده بتاب و تب رسد  
شربت شہد شہادت نوشیم ☆ خلعت راہ سعادت پوشیم  
چوں ندارم در دو عالم جز تو کس ☆ ہم تو می باشی مرا فریاد رس

## পরিশিষ্ট

৮৯০. আল্লাহর পক্ষ হতে অনেক রহমত (বর্ষিত) হোক, সেই কামেল (ব্যক্তির) রুহের ওপর।

৮৯১. যিনি এ মুক্তাকে কাব্য সূত্রে গেঁথেছেন (এবং) বাস্তবতার সাগরে ডুব দিয়েছেন।

৮৯২. একদিন মহৎ স্মারক দুনিয়াতে রেখে দিয়েছেন। কোন একটি উপদেশও বাদ দেননি।

৮৯৩. দীনদার মানুষের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হবে, দুনিয়াবাসীদের জন্যও এটাই অনেক।

৮৯৪. যে ব্যক্তি এটা শিখবে সে জ্ঞানী হবে, আর যে ব্যক্তি এগুলোর ওপর আমল করবে, সেই কামেল।

৮৯৫. (এরূপ লোকেরা) নবীদের প্রতিবেশী হবে। (বেহেশতের ভেতর) (এবং) সর্বদা আল্লাহর বন্ধুদের সঙ্গী হবে।

৮৯৬. হে প্রভু! যখন প্রাণ ওষ্ঠগত হবে। মৃত্যুর সময় ঝিমিয়ে পড়া শরীর উত্তাপ ও অস্থিরতায় পৌছবে।

৮৯৭. তুমি আমাকে কালেমায়ে শাহাদাতের মধুর শরবত পান করাইও এবং সৌভাগ্যবানদের পথের পোষাক আমাকে পরাইও।

৮৯৮. যখন উভয় জাহানে তুমি ব্যতীত কাউকে (সাহায্যকারী) বানাইনি। বস! তুমিই আমার একমাত্র সাহায্যকারী।

সমাপ্ত